



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
November 2022

"মিষ্টি বাচ্চারা - আপন বুদ্ধিকে কোনো দেহধারীর দিকে ঝোকানো (আসক্ত) উচিত নয়, একমাত্র বিদেহী বাবাকেই স্মরণ করতে হবে আর অন্যদেরকেও বাবার স্মরণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - নিজের জীবনকে হীরে-তুল্য শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তোলার জন্য মূখ্য কোন্ কোন্ কথার (বিষয়ের) উপর অ্যাটেনশন চাই ?

*উত্তরঃ - ১) ভোজন অত্যন্ত যোগযুক্ত হয়ে তৈরী করতে হবে এবং খেতে হবে। ২) পরস্পরকে বাবার স্মরণ করিয়ে জীবন দান করতে হবে। ৩) কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। ৪) ফালতু কথা (ব্যর্থ কথন) যারা বলে তাদের সঙ্গে থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, পরনিন্দা-পরচর্চা করা উচিত নয়। ৫) কোনো দেহধারীর প্রতি নিজের বুদ্ধির আসক্তি রাখা উচিত নয়, দেহধারীর দিকে ঝুঁকে যাওয়া উচিত নয়। ৬) প্রতিটি পদক্ষেপে অবিনাশী সার্জনের কাছ থেকে রায় নিতে হবে। নিজের রোগ সার্জনের কাছে লুকিও না।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার স্মরণে বসে রয়েছে? (শিব বাবার) শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে আর কোনও দেহধারীকে স্মরণ করবে না। তোমাদের সামনে এই দেহধারী বসে রয়েছে, এঁনাকেও স্মরণ করবে না। তোমাদের কেবল এক বিদেহীকেই স্মরণ করতে হবে, যার নিজস্ব শরীর নেই। এই মাম্মা-বাবা অথবা যে অসাধারণ সার্ভিসেবল বাচ্চারা রয়েছে তারা সকলেই শিখে থাকেন শিববাবার মাধ্যমে। তাহলে স্মরণও শিববাবাকেই করতে হবে। কোনো বাচ্চা অবশ্যই গিয়ে কাউকে বোঝায়, তবুও বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে যে শিববাবাই এদের পড়িয়েছেন। বুদ্ধিতে শিববাবার স্মরণ রাখা উচিত, দেহধারীদের নয়। যদি তোমরা এই দেহধারীকে স্মরণ করো তবে তা কমন (সাধারণ) হয়ে যায়। বাবা বলেন, কখনো দেহধারীদের দিকে ঝুঁকবে না। তোমাদের স্মরণ একজনকেই করতে হবে - যিনি সকলকে সদগতি দিয়ে থাকেন। যদি এই সাকারকে স্মরণ করো তবে স্মরণ নিষ্ফল হয়ে যায়। যেমন লৌকিক বাবাকে বাচ্চারা স্মরণ করে, তাতে কোনো লাভ হয় না। কোন ব্রাহ্মণীকে স্মরণ করলে যে অমুক ব্রাহ্মণী আমাদের পড়াক, তবে তা নিষ্ফল হয়ে গেল। কারোরই স্মরণ থাকা উচিত নয়। আমাদের শিববাবা পড়াচ্ছেন, কল্যাণকারী হলেন শিববাবা। দেহধারীর প্রতি কখনো সমর্পিত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। এই বাবাও তোমাদের বলেন মন্বনাভব। দেহধারীদের স্মরণ করলে দুর্গতিপ্রাপ্ত হবে। বাবা জানেন, কারোর কারোর ব্রাহ্মণীদের সাথে বুদ্ধি যুক্ত হয়ে যায়, এটা হলো ভুল। দেহধারীর প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। বাবার ফরমান (আদেশ) হলো, মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। সকালে উঠে আমাকে স্মরণ করো। দেহধারীকে লৌকিক বলা হবে। তাদের স্মরণ করবে না। একমাত্র আমাকেই অর্থাৎ নিরাকারকেই স্মরণ করো। গায়নও একজনেরই রয়েছে। শিবাযঃ নমঃ, শিব হলেন বিদেহী। উত্তরাধিকার তোমাদের বাবার কাছ থেকে নিতে হবে। এই দেহও ওঁনার নয়। বাবা বলেন - এই শরীর দ্বারা আমি কেবল তোমাদেরকে পড়িয়ে থাকি, কারণ আমার নিজস্ব শরীর নেই সেইজন্য এঁনার আধার নিই। কল্পপূর্বেও এঁনার দ্বারাই আমি তোমাদের সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলাম, যারফলে তোমরা পবিত্র হয়েছিলে। আমার সেবাই হলো এটা - পতিতদের পবিত্র করা। এছাড়া কৃপা বা আশীর্বাদ চাওয়া বেকার। এই কথাগুলি (বিষয়) ভক্তি মার্গে চলে, এখানে নয়। এমনও নয় যে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে, আমি ঠিক করে দিই, এটা আমার কাজ নয়। আহ্বান করে, আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র বানাও, দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে চলো। গায়নও করে কিন্তু অর্থ জানেনা। ভক্ত তো সমগ্র দুনিয়াতেই রয়েছে, তারা সকলেই কাকে স্মরণ করে? অদ্বিতীয় পতিত পাবন বাবাকে। সমগ্র দুনিয়ার মানুষমাত্রেরই তিনি হলেন লিবারেটর(মুক্তিদাতা), তিনি গাইডও। দুঃখ থেকে লিবারেট করে পরমধামে নিয়ে যান বাবা-ই। সেইজন্য বাবার শ্রীমতে চলা উচিত। প্রতিটি পদক্ষেপে রায় নেওয়া উচিত যে এই অবস্থায় কি করব? সার্জেন তো একজনই। ইনি(ব্রহ্মা) সার্জনের থাকার এবং বলার স্থান (ব্রহ্মা তন)। এই সার্জনের মতন মং আর কেউ দিতে পারে না। বাচ্চাদের টাইম ওয়েস্ট করা উচিত নয়। দিনে দিনে আয়ু কম হয়ে যাচ্ছে। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে - গাফিলতি করলে তখন অত্যন্ত অনুতাপ করতে হবে। পরনিন্দা- পরচর্চা করে সময় নষ্ট করলে তোমাদের অনেক লোকসান হয়ে যাবে। তোমাদের অন্যদেরকেও বাঁচাতে হবে। মানুষ তো একে-অপরকে বাবার সঙ্গে মিলন করে দেয় না, আরও দূরে করে দেয়। এইসময় সকলেরই হলো অবতরণ কলা সেইজন্য অবশ্যই উল্টো মত দেবে। বাচ্চারা এখন জ্ঞান পেয়েছে সেইজন্য কোন বিকর্ম করা উচিত নয়। লুকানো উচিত নয়। এ তো তোমরা জানো যে আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে পাপ করেই এসেছি। বাবার হয়ে গিয়েও যদি পাপ করো তাহলে কি আর বলা যাবে। এরা বলে আমাদের পরমাত্মা পড়ায় আর স্বয়ং পাপ করতে থাকে। পাপ করে যদি না বলে তবে সেই বোঝা নিচে নামে না (দূর হয় না)। অভ্যাস পাক্ষা হয়ে যায়। মনে করে আমাদের কেউ

দেখছে না। ভগবান তো দেখেন, তাই না ! না হলে সাজা কিভাবে পায় - গর্ভতে। ভিতরে হৃদয়ের দংশন হয় যে আমার দ্বারা এই পাপ হয়েছে। মনে করো, কেউ বিকারে লিপ্ত হয়ে তারপর এখানে এসে বসে। বাবা তো জানতে পারেন - অত্যন্ত তুচ্ছবুদ্ধির, যারজন্য বুঝতে পারে না, পাপ করতে থাকে, শোনায় না। অনেক কথা তো সাকার বাবাও জেনে যান, কিন্তু বাচ্চারা শোনায় না। বাবা বলেন, পাপ করতে থাকলে তখন বৃদ্ধি হতে থাকবে। তারপর শতগুণ দণ্ডভোগ করতে হবে। লুকিয়ে- লুকিয়ে করতে থাকে, তারা চুরি ব্যতীত কিছুই বোঝেনা। তাদেরকে জেল বার্ড বলা হয়। বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে বাবাকে স্মরণ করানো ব্যতীত আর কোনো পরনিন্দা-পরচর্চার ব্যর্থ কথা বললে তখন মনে করবে, এ হলো আমার শত্রু। ব্যর্থ (ফালতু) কথা না বলবে, না শুনবে? একে-অপরকে সতর্ক করতে থাকো যে শিববাবাকে স্মরণ করো। কারোর আবার রাগও হয়ে যায় যে অমুকে আমায় কি বলছে? কিন্তু তোমার কর্তব্য হল স্মরণ করানো। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মাতীত অবস্থা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মন-বাণী-কর্মে কিছু না কিছু ভুল হতেই থাকে। কর্মাতীত অবস্থা পরে আসবে। সেও কি পাস উইথ অনার হবে নাকি ! না তা হবে না। যারা সার্ভিস করেনা তাদের এই অবস্থা আসবে না। যারা সার্ভিসেই থাকে, তারা একে-অপরকে স্মরণ করাতে থাকে - পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্বন্ধ? বাবা নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে আমিও ভোজন করতে বসি, স্নান করি, সেইজন্য আমাকেও স্মরণ করাও যে শিববাবা-কে স্মরণ করাও। যদি স্বয়ং স্মরণ নাও করে তবুও বাবার ডাইরেকশনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যদি নিজের কল্যাণ করতে চাও তবে একে-অপরকে স্মরণ করাও। ভোজন প্রস্তুতকারী ব্রাহ্মণদের যোগ সঠিক হওয়া চাই তবেই তো ভোজনে শক্তি আসবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা জীবনদান পাও। নিজের হীরেতুল্য জীবনকে তৈরী করতে হবে। সহজ থেকে সহজ কথা হলো আমায় স্মরণ করো, পবিত্র হও। পতিত হলে তখন শতগুণ দণ্ডভোগ করতে হবে। আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর আমি উত্তরাধিকারও দেবো। অল্প স্মরণ করলে তখন উত্তরাধিকারও অল্পই পাবে। গীতাতেও আদি এবং অন্তে আসে 'মন্মনাভব'। কোনো দেহধারীর স্মরণ আসা উচিত নয়। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের কল্যাণ হবে। পাপ দন্ধ হয়ে যাবে। গঙ্গাস্নান করলে কোনো পাপ বিনাশ হয় না। অবশ্যই বলে যে ভাবনা রয়েছে, কিন্তু ভাবনাই তো ভুল। গঙ্গা পতিত-পাবনী নয়। পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা। কোনো স্থূল বস্তুকে তোমরা স্মরণ করবে না। একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। আত্মা বলে - হে গডফাদার, হে পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলেন - আমি এসেছি তোমাদের সম্পূর্ণ সহজ উপায় বলে দিই যে আমাকে স্মরণ করো। অন্তিমে আমার স্মরণ থাকলে তবেই তোমরা আমার কাছে চলে আসবে। জীব আর আত্মা, তাই না ! মনুষ্যাত্মাকে পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা বলা হয়ে থাকে। পুণ্য পরমাত্মা বলা হয় না। আত্মাই অপবিত্র হয় তখন আবার শরীরও অপবিত্র পায়। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা হলো অবিনাশী। বাবা আর বাচ্চা দুই-ই অবিনাশী। বাবা বলেন - আদরের হারানিধি বাচ্চারা, আমি একবারই এসে তোমাদের পবিত্র করি। তোমাদের আত্ম-অভিমানী বানিয়ে বলে থাকি অশরীরী ভব, আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এটাই হল আত্মাদের যাত্রা। ওটা হল শরীরবৃত্তীয় যাত্রা। এখানে তো তোমরা জানো যে আত্মাদের এখন ফিরে যেতে হবে। যোগ অগ্নির দ্বারাই তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ দূরীভূত হবে। তোমাদের ব্রাহ্মণ হতে হবে। না হলে তখন প্রজায় হালকা পদপ্রাপ্ত হবে। কিছু না কিছু শোনে তাতে তা(পাপ) বিনাশ হবে না। যারা ভালোভাবে পড়বে, পড়াবে তারাই উচ্চ পদপ্রাপ্ত করবে। সহজ থেকে সহজ কথা হল স্মরণের। পরমপিতাকে স্মরণ করতে হবে। সর্বোচ্চ হলেন একমাত্র ভগবান - সেইজন্য গান শিববাবারই গাইলে তা সঠিক। তোমাদের বুদ্ধি ওখানে থাকা উচিত যে শিববাবা আমাদের শোনাচ্ছেন। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আমাদের অর্থাৎ সব অ্যাক্টরদের এখন দেহবোধ ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে তাই যত স্মরণ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। যেমন একটি পিলার তৈরি করে তাই না ! যেখানে দৌড়ে গিয়ে হাত ছুঁয়ে তারপর যে প্রথমে পৌঁছবে (ফিরে আসবে)। তোমাদের পিলার হলো শিববাবা। এ হলো স্মরণের যাত্রার দৌড়। যত স্মরণ করবে ততই তাড়াতাড়ি পিলারের কাছে পৌঁছবে, তারপর আসতে হবে স্বর্গে। এই যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ো না। এখন তো দুঃখধাম সমাপ্ত হয়তে চলেছে। আমাদের তো যেতে হবে সুখ ধাম, শান্তিধামে। আজ দুঃখধাম, কাল সুখধাম হবে। এখন এই বাবাকে স্মরণ করা, সকলকে মনে করাও। বাবা হাতে করে স্বর্গ এনেছেন। তিনি বলেন - মামেকম স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। সময় নষ্ট করো না। ভক্তিতেও অনেক পরনিন্দা-পরচর্চা করেছে। ভক্তিতে অনেক কাল্পনিকটি (কাকুতি-মিনতি) করে যে ভগবান আমাদের সদগতি করতে এসে। এখন বাবা এসেছেন, তিনি বোঝান - বাচ্চারা, পবিত্র হও। অবশ্যই যুগলেরা একসাথে থাকে, দেখা আগুন লেগে যায় না তো ? আগুন লাগলে পদদ্রষ্ট হয়ে যাবে। একবার আগুন লাগলে তখন আবার লাগতেই থাকবে, সেইজন্য নিজেদের সামলাতেও হবে। যোগে থাকার জন্য প্রচুর প্র্যাকটিস চাই। যোগে যদিও কতই না আওয়াজ হয়, ভূমিকম্প হয়, বোমা পড়ে, দেখো কি-কি হতে থাকে। এইসমস্ত কথায় (বিষয়ে) ভয় পাবে না। এ তো জানো যে রক্তের নদী ভারতেই বইবে। পার্টিশনে রক্তের নদী বয়েছিল, তাই না! এখনো অনেক বিপদ আসবে, তোমাদের দেখতে হবে, কারোর পৌষ মাস কারো সর্বনাশ [মিরুয়া (শিকার) মৌত মলুকা (শিকারী) শিকার] । তোমরা ফরিস্তা হতে

চলেছে। যারা ভালো সার্ভিসেবেল হবে তারাই ওই সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, এতে অত্যন্ত শক্তি চাই। শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবার মতন মিষ্টি বাবা পুনরায় কখনো প্রাপ্ত করতে পারবে না। ওঁনার মতানুসারেই চলতে হবে। মুখ্য কথাই হলো পবিত্র হওয়ার। পতিত তাদেরকেই বলা হয় যারা বিকারে যায়। দেবতারা তো হয়ই সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখানে তো সকলেই বিকারী। ও'টা হল -- শিবালয়। এ'টা হল বেশ্যালয়। এখন বিকারীর থেকে নির্বিকারী হয়ে স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য নিতে হবে। বাবা বলেন - আমি পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছি। তোমাদের আমি পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে দেবো। কেবল পবিত্র হওয়ায় সহায়তা করো। সকলকে বাবার নিমন্ত্রণ দাও। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও যখন আমি গীতা শুনিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম -- মামেকম্ স্মরণ করো তবেই পবিত্র হবে। চক্রকে ঘুরালে চক্রবর্তী রাজা রানী হয়ে যাবে। হেল্‌থ, ওয়েল্‌থ আর হ্যাপিনেস প্রাপ্ত হবে। সত্যযুগে সবকিছুই ছিল, তাই না! বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে কখনো ২১ জন্ম রোগী হবে না। স্বদর্শন-চক্র আবর্তন করতে থাকবে তাহলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করি - ভগবানুবাচ, বাবা কেবল অল্‌ফ আর বে(বাবা এবং বাদশাহী) পড়ান। মন্মনাভব আর মধ্যাজী ভব, ব্যস্। পড়াও কত সহজ। ব্যস্, হৃদয়ে এ'কথা লিখে দাও। কোনো বিরল ব্যাপারীই এই কাজের যুক্তি ওস্তাদের(বাবা) থেকে নেয়। ওই কাজকর্ম আদি (ধাক্কা) অবশ্যই করো, বারণ আছে নাকি! না তা নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্মরণের যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়বে না, একে -অপরকে সতর্ক করে বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। নিজের সময় ওয়েস্ট (নষ্ট) করবে না। পরচর্চা না করবে, না শুনবে।

২) 'পাস উইথ অনার' হওয়ার জন্য মন-বাণী-কর্মে (মন্ম-বাচা-কর্মনা) কোনো ভুল করা উচিত নয়।

বরদান:- দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করে সফলতার অনুভবকারী নিশ্চিত বিজয়ী ভব
সঙ্গম যুগের বিশেষ বরদান হল -- অসম্ভবকে সম্ভব করা। সেইজন্য কখনো এ'কথা ভেবো না যে এটা কিভাবে হবে। 'কিভাবে' এর বদলে ভাবো যে 'এভাবে' হবে। নিশ্চয় রেখে চলো যে এ তো হয়েই পড়ে আছে কেবল বাস্তবে পরিণত করতে হবে, রিপীট করতে হবে। দৃঢ়সংকল্পকে ব্যবহার করো। সংকল্পেও যেন কি, কেন-র দোলাচল না থাকে তাহলে বিজয় নিশ্চিত হবেই। দৃঢ় সংকল্পকে ইউজ করা অর্থাৎ সহজেই সফলতা প্রাপ্ত করে নেওয়া।

স্লোগান:- সদা করণকরাবনহার বাবার স্মৃতি যেন থাকে তবেই অহম্ আর অহমিকা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলে মন আর বুদ্ধিকে ছুটে বেড়ানো বন্ধ করো, একমাত্র বাবার সাথে সম্বন্ধ জুড়ে সেখানেই বুদ্ধিযোগ লাগাও তবেই সব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা সঙ্গমে তোমাদের কোন্ পুরুষার্থ করিয়ে থাকেন, যা সম্পূর্ণ কল্পে আর হয় না?

*উত্তরঃ - বন্ধন থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে সম্বন্ধে বুদ্ধিযোগ জোড়ার পুরুষার্থ বাবা তোমাদের করিয়ে থাকেন। এই সময়ে একদিকে তোমাদের সম্পর্ক টেনে ধরে অন্যদিকে বন্ধন। এই যুদ্ধ চলতেই থাকে। আসুরি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে আসার হল এটাই সময়, কেননা ঈশ্বরকে যথার্থ রূপে এখনই তোমরা জেনে থাকো। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বললে তাঁর সাথে সম্বন্ধ জোড়ার পরিবর্তে ছিন্ন হয়ে যায়, বুদ্ধি বিপরীত দিকে চলে যায়। সেইজন্যই যথার্থ রূপে যখন তাঁর পরিচয় পেয়েছ তাঁর সাথেই সম্বন্ধ জোড়ার পুরুষার্থ কর।

*গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মানব...

ওম্ শান্তি । মানুষ মাত্রই মন আর বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যে মন আর বুদ্ধি আছে সে অনেক রকমের ভ্রম দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা অনেক রকমের বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পুরুষার্থ করছো। আত্মা বলে আমার মন ছুটে বেড়ায়। এখন বাবা বলছেন তোমাদের ছুটে বেড়ানোর দরকার নেই। অর্ধেক কল্প ধরে তোমাদের মন ছুটতে-ছুটতে হয়রান হয়ে পড়েছে। এখন শ্রীমত অনুসারে চলে বুদ্ধির ছুটে বেড়ানোকে বন্ধ করো। একদিকেই বুদ্ধি যুক্ত করো, দেহ-অভিমাণে এসে অনেক ছুটে বেড়িয়েছ। আত্মীয় মিত্র পরিজনদের অনেক বন্ধন থাকে। বাবা বলেন - ঐ সমস্ত সম্পর্ককে মনে মনে ভুলে এখন একজনের সাথে সম্পর্ক জোড়ো। মানুষ বলে থাকে আমার মন খুব ছুটে বেড়ায়। একের সাথে সম্বন্ধ জুড়তে পারি না। আমরা চাই এমন মিষ্টি-মিষ্টি অসীমিত সুখ প্রদানকারী বাবার সাথে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হই, কোথাও যেন বুদ্ধি ছুটে না বেড়ায়। বাবা বলেন অর্ধেক কল্প ধরে আসুরি মতে ছুটতে-ছুটতে তোমরা হয়রান হয়ে গেছ। এখন এই ছোটা ছেড়ে দাও। আমি হলাম আত্মা - এ'কথা ভুলে গেলে মনে হবে আমি দেহ। তখন দেহধারীদের সাথে সম্বন্ধ জুড়ে যায়। বাবা এমন বলেন না যে ত্যাগ করো কিন্তু তিনি বলেন এই মৃত্যুলোকের বন্ধনে থেকেও ঈশ্বরীয় সম্বন্ধকে স্মরণ করো। লৌকিক সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধন, আর এটা হল সম্বন্ধ (ঈশ্বরের সাথে)। বন্ধন হলো দুঃখের। সম্বন্ধ হলো সুখের। বন্ধন আর সম্বন্ধ দুটো আলাদা-আলাদা। বন্ধন শব্দটা পুরানো দুনিয়ার প্রতি আর সম্বন্ধ নতুন দুনিয়ার প্রতি। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হতে যাচ্ছো সুতরাং নতুন দুনিয়ার সাথে সম্বন্ধ জোড়ো। এই বন্ধনে থেকেও সম্বন্ধের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সম্বন্ধ কার সাথে রাখতে হবে? এমন তো কেউ-ই নেই যে বলবে মন্মানাভব, মধ্যাজীভব আর বলবে যে অসীম জগতের বাবার সাথে আর অসীমিত সুখের উত্তরাধিকারের সাথে সম্বন্ধ রাখো। বাবাই এসে এই সম্বন্ধ জুড়ে দেন। যখন তোমরা বন্ধনে আবদ্ধ থাকো, তোমাদের পুরুষার্থ করাবে এমন কোনো মানুষ নেই। একমাত্র বাবা আছেন যিনি বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্বন্ধে নিয়ে আসেন। মায়ারী রাজ্যে থাকে বন্ধন, সম্বন্ধ হয় রামরাজ্যে বা ঈশ্বরীয় রাজ্যে, তাকে বলা হয় ঈশ্বরীয় রাজ্য আর একে বলে আসুরি রাজ্য। কেননা সত্যযুগ স্থাপন করেন ঈশ্বর। ওখানে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য তোমরা বাচ্চাদের পুরুষার্থ করান। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছ। শুধুমাত্র সঙ্গম যুগেই সম্বন্ধ তৈরি করার জন্য পুরুষার্থ করতে হয় আর কোনো যুগে এই পুরুষার্থ হয়না।

বাবা বলেন আমি এসে তোমাদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্বন্ধে বুদ্ধিযোগ জুড়ে দিই। সত্যযুগে নতুন সম্বন্ধের প্রালব্ধ এখনকার পুরুষার্থ দ্বারাই প্রাপ্ত করে থাকো। যারা সম্বন্ধ সম্পর্কে জানেই না তারা কিভাবে পুরুষার্থ করবে। এটা তো অবশ্যই হবে একদিকে সম্বন্ধ টানবে অন্যদিকে বন্ধন টেনে ধরবে। এই লড়াই চলতে থাকে। সত্যযুগ, ত্রেতায় সম্বন্ধের কোনো কথাই নেই। দ্বাপর, কলিযুগেও সম্বন্ধের কোনো বিষয় নেই। সঙ্গম যুগেই সম্বন্ধ আর বন্ধনের ধ্যান থাকে। এখন তোমরা জানো আমরা আসুরি বন্ধন থেকে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে যাচ্ছি। সঙ্গম যুগ হচ্ছেই পুরুষার্থ করার যুগ। তোমাদেরই বন্ধন আর সম্বন্ধ সম্পর্কে জানা আছে। আসুরি বন্ধনে রাবণ নিয়ে এসেছে। তারপর ঈশ্বর এসে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে নিয়ে যান। বাবা তোমাদের বুদ্ধিযোগ নিজের সাথে জুড়ে দেন, যার জন্য তোমরা স্বর্গের মালিক হও। ভক্তি মার্গে যে পুরুষার্থ করে সেটা অযথার্থ। যথার্থ পুরুষার্থ পরমপিতাই করান। সর্বব্যাপীর গুণ দ্বারা পরমাত্মার সাথে সম্বন্ধ হতে পারে না বরং আরও ছিন্ন হয়ে যায়। এখন তোমরা এক বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগ জুড়েছ আর স্বর্গে বৈকুণ্ঠের রাজত্ব পাওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ। শাস্ত্রে তো ভগবানুবাচ অর্জুনের জন্য লিখিত আছে। শুধুমাত্র একজন অর্জুন কি খোড়াই হবে।

ভগবান তো রাজযোগ অনেককেই শিখিয়েছেন তাইনা। তা না হলে স্বর্গের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হবে। দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই যে বলবে আমি ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পুরুষার্থ করছি। এটা শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরাই করতে পারো। তোমাদের নিশ্চয় আছে যে আমাদের দৈবী রাজধানী ড্রামা অনুসারে অবশ্যই স্থাপন হবেই। আমরা না চাইলেও স্থাপন হবে। স্থাপনা হবে না এটা ইমপসিবল (অসম্ভব)। ড্রামা অবশ্যই স্থাপন করাবে। ড্রামা অবশ্যই আমাদের পুরুষার্থ করাবে পূর্ব কল্প অনুসারে। কিন্তু শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। ড্রামা বলে নিজের মতে চললে হবে না। তোমরা জানো ড্রামা অনুসারে ভারতকে স্বর্গ অবশ্যই হতে হবে, তবুও উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য শ্রীমত অনুসারে পুরুষার্থ করিয়ে থাকেন। সময়ও বলে দেন। ড্রামার প্ল্যান অনুসারেই বাবা এসেছেন। তিনি বলেন এই সঙ্গম যুগ হলো পুরুষার্থ করার জন্য। পতিত থেকে পবিত্র হতেই হবে। সঙ্গম যুগের অনেক মহিমা আছে। লৌকিকে হলো নদী আর সাগরের সঙ্গম, আর এই সঙ্গম তোমাদের এখনই হয়। বাবা বলেন এই সঙ্গমে আমি যুগে-যুগে আসি। সম্পূর্ণ দুনিয়া অবশ্যই পতিত হয়ে গেছে। এরপর পতিত থেকে দুনিয়াকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মানুষ মাত্রই সবাইকে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এখন বিনাশের সময়, পবিত্রতা ছাড়া কোনো সজনী পরমপিতা পরমাত্মা সাজনের পিছনে যেতে পারবে না। তোমরা দেখেছ, পাখি যখন উড়ে যায় তখন ওদের মধ্যে একজন লিডার থাকে, তার পেছনে সমস্ত পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। এখানেও ঠিক তাই। সাজন এসেছেন ফুল তৈরি করতে তোমরা সবাই পবিত্র হয়ে যাবে তারপর যখন আমি যাব তখন তোমরা অসংখ্য সজনীরা আমার পিছনে দৌড়াবে। তোমরা সজনীরা জানো যে আমরা এই শরীর ত্যাগ করে চলে যাব - সাজনের পিছনে। ভগবান এক, ভক্তি অনেক। কেউ কাউকে মানে, কেউ অন্য কাউকে মানে। কেউ বলে সংসার তৈরিই হয়নি। যে যা বলেছে তাই মেনে নিয়েছে, নিজের মত অথবা মানুষের মতকে ভ্রম বলা হয়েছে। বাবা এসে সমস্ত ভ্রম থেকে মুক্ত করেন। এটা হলো দুঃখধাম। এখন সুখধামে যাওয়ার জন্য শ্রীমত পেয়েছ। নিরাকার বাবার মত পাচ্ছ। সাকার মানুষের কাছ থেকে কখনও শ্রীমত পাওয়া যায় না। রাবণ রাজ্যে আসুরি সম্প্রদায় ছাড়া পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমত কেউ-ই দিতে পারে না, যার দ্বারা শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। দিন দিন মানুষ আরও ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওদের সবারই অধঃপতনের কলা, তোমাদের এখন উত্তরণের কলা। তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়ে উঠেছ তারপর নিচে নামার কলা শুরু হবে। দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তারপর শুদ্র হবে। এখন তোমাদের উত্তরণের কলা। উত্তরণের কলায় সবার মঙ্গল হয়। সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে আর তোমরা জীবনমুক্তিতে চলে যাবে। ভারত কখনও শূন্য থাকে না। যখন ভারত স্বর্গে পরিণত হয় তখন আর কোনো খন্ড থাকে না। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম পরে আসে। এর আগে চন্দ্রবংশীয় রামরাজ্য ছিল। তার আগে সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। যখন ক্রাইস্ট ছিল না বৌদ্ধ ছিল, যখন বৌদ্ধ ছিল না তখন ইসলাম ছিল, আর যখন ইসলামও ছিল না তখন রামরাজ্য ছিল। তারও আগে সূর্যবংশী ছিল। এখন সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় পরিবার নেই। বাবা এসেই ৩ ধর্ম স্থাপন করেন। তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী প্রকৃত অর্থেই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। শূদ্র পুরুষার্থ করে না, ব্রাহ্মণরাই ব্রহ্মা দ্বারা শ্রীমত পেয়ে থাকে, যার মাধ্যমে তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবতা হয়ে ওঠো। বাকি অল্প সময় অবশিষ্ট আছে - বিনাশ এলো কি এলো। অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে চলেছে। খারাপ হতে বেশি সময় লাগে না। যদি কেউ একজন বোমা নিক্ষেপ করে তো দ্বিতীয় পক্ষও বোমা ছুড়তে থাকে। তোমরা সূক্ষ্মলোক, মূললোক, বৈকুণ্ঠ দেখে আসছ। সাক্ষাৎকার হয়। কৃষ্ণপুরীরও সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু কেউ ওখানে যেতে পারে না। যাওয়ার সময় তো তখন হবে যখন শিববাবা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, বাকি সাক্ষাৎকার তো হতে থাকবে।

এখন তোমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধ জুড়েছে। তোমাদের পিঠ রাবণ রাজ্যের দিকে। তোমাদের মুখ রামরাজ্যের দিকে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছ। বর্ণ অবিনাশী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অবশ্যই ব্রাহ্মণ বাচ্চা প্রয়োজন। তোমরা ব্রাহ্মণরা উত্তরাধিকার দাদার কাছ থেকে পেয়ে থাকো। স্বর্গের স্থাপনা করেন, রাজযোগ শেখান শিববাবা। এই ঈশ্বরীয় উত্তরাধিকার অর্ধেক কল্প ধরে চলে, তারপর তোমরা আসুরি উত্তরাধিকার পাও। উত্তরণের কলা ২১ জন্মের পর সম্পূর্ণ হবে। তারপর পুনরায় আসুরি রাজ্য শুরু হবে, অসুর হলো রাবণ। পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় বিন্দু সদৃশ। দুনিয়া জানে না যে শিবের রূপ কেমন। ওরা মনে করে এতো বড় লিঙ্গ। বাবা বলেন যেমন তোমরা আত্মার রূপ বিন্দু সদৃশ, ঠিক তেমনি আমি পরমাত্মার রূপও বিন্দু সদৃশ। যেমন তোমরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তেমনি আমিও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আমি সবসময় পরমধামে থাকি, জন্ম মৃত্যুর আবর্তে আসি না। তোমরা জন্ম মৃত্যুর আবর্তে আসো। আমি পতিত-পাবন সুতরাং আমাকে নিশ্চয়ই পরমধামে থাকতে হবে। এখন আমি তোমাদের পবিত্র করে তুলছি। এতে অনেক প্রাপ্তি। ২১ জন্মের জন্য তোমরা বিশ্বের মালিক হও। পুরানো দুনিয়াকে শুধুমাত্র বুদ্ধিযোগ দিয়ে ভুলে যেতে হবে। লৌকিকে বলা হয় এই বাচ্চা অথবা এই ধন (টাকাপয়সা) ঈশ্বর দিয়েছেন। এখন বাবা বলছেন এ'সবই শেষ হয়ে যাবে। এগুলো কিছুই না, এর প্রতি মমতা ত্যাগ কর। ভগবান তোমাদের কাছ থেকে এ'সব নিয়ে কি করবেন? শুধুমাত্র তোমরা মমত্ব ত্যাগ করো। এই ত্যাগ তো সামান্য। আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিচ্ছি। যেমন বাবা যখন নতুন বাড়ি তৈরি

করে তখন পুরানো বাড়ির প্রতি মমত্ব ছুটে গিয়ে নতুন বাড়ির প্রতি মমত্ব জেগে ওঠে। তোমরা বাচ্চারা জানো এই পুরানো দুনিয়া ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এখন আমাদের নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে সেইজন্যই এর প্রতি মমত্ব দূর করে নতুন দুনিয়ার প্রতি মমত্ব রাখতে হবে। কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবে যেমন রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত আসে। এটা হচ্ছে অনন্ত দিন আর রাতের কথা। অর্ধেক কল্প ধরে চলে জ্ঞানের প্রালম্ব। অর্ধেক কল্প ভক্তি। যখন সবকিছু তমোপ্রধান, জড়াজীর্ণ হয়ে পড়ে তখনই আমি আসি। এখন তো ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে গেছে। আমাকে প্রতিটি কণার মধ্যে পাথরে আছি বলা হয়। পাথরকেও পূজা করার জন্য রাখা হয়। পাথরকেই শিব বলে থাকে। পূজার জন্য পাথরের প্রতিমা তৈরি করে থাকে। ভক্তি মার্গের সামগ্রী অনেক। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যজ্ঞ তপ তীর্থ ইত্যাদি করে আসছে, শাস্ত্রও পড়েছে। বাবা বলেন এ'সব করে তোমরা আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। তোমরা স্বয়ং আহ্বান করে বলো হে পতিত-পাবন এসো। পতিত আত্মারা তো যেতে পারবে না। কত ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। গানও আছে এখন অল্প ধৈর্য ধরো। শ্রীমত অনুসারে চললে তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। ২১ জন্মের জন্য তোমরা পুনরায় বিশ্বের মালিক হতে পারবে। একজনই পারলৌকিক পিতা স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। ওখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই। তোমরা ৫ হাজার বছর পরে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। যারা এসে অল্প কিছু শোনে তারাও স্বর্গে যাবে কিন্তু উঁচু পদ পাবে না। যত যোগযুক্ত হয়ে থাকবে ততই পবিত্র হবে আর উঁচু পদ পাবে। শিববাবার স্মরণে থাকতে হবে আর সৃষ্টি চক্রকে ঘোরাতে হবে, অন্যদেরও বোঝাতে হবে তাহলে অনেক উঁচু পদ পাবে। বাবা বলেন অজামিলের মতো পাপিরাও উদ্ধার হয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মৃত্যুলোকের বন্ধনে থেকেও সুখের সম্বন্ধকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে মন-বুদ্ধির ছুটে বেড়ানো বন্ধ করতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্যই এর প্রতি মমত্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে। সমস্ত রকম ভ্রম থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।

বরদানঃ:- যে কোনো বিষয়ে ফুলস্টপের বিন্দু লাগিয়ে সমাপ্তকারী সহজযোগী ভব সমস্ত পয়েন্টসের সার হলো - পয়েন্ট (বিন্দু) হয়ে যাওয়া। পয়েন্ট রূপে স্থিত থাকলে কোশ্চেন মার্কের কিউ (লাইন, ভীড়) সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন কোনো বিষয়ে কোশ্চেন (প্রশ্ন) আসবে তখনই বিন্দু (ফুলস্টপ) লাগাও। ফুলস্টপ লাগানোর সহজ স্লোগান হচ্ছে - যা হয়েছে, যা হচ্ছে, যা হবে সব ভালো হবে, কেননা সঙ্গম যুগ হলোই ভালোর থেকেও ভালো। ভালো বললে ভালোই হবে, এতে সহজযোগী জীবনের অনুভব করতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- স্নেহই হলো সহজ স্মরণের সাধন, স্নেহতে লীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সহজযোগী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই অনাদি খেলা তৈরী হয়ে আছে, এখানে প্রত্যেক পার্টধারীর পার্ট নিজস্ব, একজনের পার্ট অন্যজনের সাথে মিলবে না, এটাও হল প্রাকৃতিক বিস্ময় (The Wonder Of Nature)”

*প্রশ্ন:- ভক্তিমার্গে গঙ্গাজলকে এত মান্যতা কেন দেয়? গঙ্গাজলের সাথে ভক্তদের এত ভালোবাসা কেন?

*উত্তর:- এর কারণ হল বাচ্চারা তোমরা এখন জ্ঞান জলের (অমৃতের) দ্বারা সঙ্গতি প্রাপ্ত করছো, জ্ঞানের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা আছে, যার দ্বারা তোমরা জ্ঞান গঙ্গা হয়ে যাও, এইজন্য ভক্তরা গঙ্গাজলকে এত মান্যতা দেয়। বৈষ্ণবরা সর্বদা গঙ্গা জলই সকল কাজে সাথে রাখে। কিন্তু জলের দ্বারা কারো সঙ্গতি হয় না। সঙ্গতি তো জ্ঞানের দ্বারা হয়। জ্ঞান সাগর বাবা তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়েছেন। আত্মাকে পবিত্র বানানোর সাধন জল নয়, তারজন্য তো জ্ঞান আর যোগের ইনজেকশন চাই যেটা এক বাবার কাছেই আছে।

*গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এটা হল জ্ঞান মার্গ, যার দ্বারা সঙ্গতি হয় বা স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়, এইজন্য একে পার্টশালা বলা বা কলেজ বলা অথবা ইউনিভার্সিটি বলা - কথা তো একই। ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষা আর বাকি গুলোতে স্বাভাবিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এমনিতে সবই হল পার্টশালা, উপার্জন করার জন্য পার্টশালাতে পড়াশোনা করে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে এটা হল আমাদের গুপ্ত পড়াশোনা। অসীম জগতের বাবা এসে আত্মাদের পড়াচ্ছেন। আত্মারাই পড়ছে। যদি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হত তাহলে তোমাদের বুদ্ধিযোগ তার চিত্রের দিকে যেত, তার প্রতি আকর্ষণ হত। তার চিত্র ব্যতীত তোমরা থাকতে পারতে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান নয়। তাই উল্টো বোঝার কারণে মানুষ শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ করে। শরীরকে স্মরণ করা তো খুব সহজ। আত্মিক স্মরণে থাকতে পরিশ্রম করতে হয়। জিজ্ঞাসা করে বাবা কিভাবে স্মরণ করবো? শ্রীকৃষ্ণের চিত্র তো হল সুইট, পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন নিরাকার। তিনি নিজে বলেন, আমি এই বৃদ্ধ তনে বসে বাচ্চারা তোমাদেরকে পুনরায় সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাচ্ছি। এই জ্ঞান খুবই সহজ, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ তো করে তাই না। বেনারসে বলে শিব কাশী, আবার বলে বিশ্বনাথ গঙ্গা। এখন জলের গঙ্গার তো কথা নেই। জ্ঞান সাগর বাবা এই জ্ঞান গঙ্গাদের নিয়ে এসেছেন। তো জ্ঞান-গঙ্গাদেরকে অবশ্যই জ্ঞান দাতা জ্ঞান সাগর বাবারই স্মরণে থাকতে হবে। হে জ্ঞান গঙ্গারা, যদি তোমরা নিজেদেরকে জ্ঞান গঙ্গা মনে করো তাহলে জ্ঞান সাগরকে স্মরণ করো। যারা নিজেদেরকে জ্ঞান গঙ্গা মনে করে না তারা হল অজ্ঞানী। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমাদেরকে জ্ঞান সাগর বাবা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়েছেন। এখন আমাদেরকে পুনরায় সবাইকে এই জ্ঞান অমৃত দান করতে হবে। তারপর কেউ অল্প পরিমাণে গ্রহণ করে কেউ ঝুলি ভরপুর করে নেয়। বৈষ্ণবদের গঙ্গাজলের প্রতি অধিক ভালোবাসা আছে। তারা সবসময় গঙ্গাজল কাজে লাগায়। তোমাদের আবার এই জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা আছে কেননা এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সঙ্গতি প্রাপ্ত করো। শিববাবা এই জ্ঞান দিয়েছেন যে তুমি আত্মা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও তোমরা জেনে গেছো। এটা কে বোঝাচ্ছেন? পরমপিতা পরমাত্মা। কখনও স্বপ্নতেও কারো এই খেয়াল আসবে না যে পরমাত্মার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হয়। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া এই অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। পরমপিতা মানে সকল মনুষ্য মাত্রের রচয়িতা। তাহলে তিনি হলেন রচনার পিতা তাই না। কেবল নিরাকারকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তাঁকে এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। ভক্তি মার্গে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায়। এখানেও তোমরা আত্মার সাক্ষাৎকার করো নি, তথাপি নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চিত করেছো। তোমরা জানো যে আত্মা হল অবিনাশী। আত্মা বেরিয়ে গেলে শরীর কোনও কাজের থাকে না। এটা তো সবাই জানে যে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। কিন্তু আত্মা কি জিনিস, এটা কারোরই জানা নেই। আত্মা বিন্দুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, যেটা ব্রুকুটির মাঝে নিবাস করে। আত্মা হল একদমই ছোটো, আত্মাই সবকিছু করে। আত্মা না থাকলে তো এই কর্মেন্দ্রিয়গুলিও সচল থাকতো না। আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে নিজের ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেকের পার্ট হল নিজস্ব। একজনের পার্ট অন্যজনের সাথে মিলবে না। অ্যাক্টর (Actor) কখনও একইরকম হয় না। এই খেলাকে কেউই বুঝতে পারে না। প্রত্যেক আত্মার নিজস্ব পার্ট আছে। আত্মারা সবাই একই রূপ বিশিষ্ট। কিন্তু শরীর হল ভিন্ন-ভিন্ন। এই অনাদি খেলা পূর্ব থেকেও তৈরী হয়ে আছে। এই কথাগুলিকে বুদ্ধিমান আত্মারাই বুঝতে পারবে। আশ্চর্য হওয়া উচিত - আত্মা হল বিন্দুসম, তারমধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট পূর্ব নির্ধারিত

আছে, যেটা কখনও বিনাশ হয় না, একে বলা হয় প্রকৃতি। আত্মা নিজে বলে যে আমি এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে ভূমিকা পালন করি। আমি সাক্ষী হয়ে সমগ্র সৃষ্টির পার্টধারীদের পার্ট দেখি। আমি পরমপিতা পরমাত্মার থেকে নিজের ২১ জন্মের সুখের উত্তরাধিকার পুনরায় নিষি, যেটার জন্য আমি ২৫০০ বর্ষ (অর্ধেক কল্প) ভক্তি করেছি। তো অবশ্যই ভক্তদের ভগবান প্রাপ্ত হবেই। এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে - নম্বর ওয়ান ভক্ত, পূজারী তোমরাই ছিলে। এই ড্রামাতে সর্ব প্রথম তোমরাই সত্যযুগে দেবী-দেবতার ভূমিকা পালন করতে এসেছিলে। এইসময় তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণে আছো। আমি হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ ধর্মের আত্মা। এখন এই জন্য পড়াশোনা করছি যাতে ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে পরিবর্তিত হয়ে দৈবী ধর্মে যেতে পারি। আত্মার এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়। যখন সঙ্গতি পাওয়ার সময় আসে তখন সবাই সঙ্গতি প্রাপ্ত করে। বাবা বলছেন যে আমিই হলাম সকলের সঙ্গতি দাতা। মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। সর্বদা দেহী-অভিমাত্রী থাকতে হবে। মনে করো কারো বাচ্চা আছে, তো বুঝতে হবে যে কর্মের হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করার জন্য বাচ্চা এসেছে, মারা গেলে তো ব্যস এক শরীর ছেড়ে গিয়ে অন্য শরীর নেয়, হিসেব-নিকেশ এতটাই ছিল, সম্পূর্ণ করেছে, এতে আফশোস করার বা কান্নাকাটি করার কোনও কথাই নেই। সাক্ষী হয়ে খেলা দেখতে হবে।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে তোমরা ৮৪ বার জন্ম নিয়েছো। সত্যযুগে তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে। ব্রহ্মাও অনেক গুরু করেছিলেন কিন্তু এনারও কিছু জানা ছিলো না। মনে করে ৮৪ লাখ জন্ম নেয় কিন্তু এখন তোমরা এইরকম বলবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা আমিই এসে সকলের সদগতি করি। সকল ধর্মের ভক্তরা কোনো না কোনো প্রকারে স্মরণ অবশ্যই করে। বলে যে - ও গড় ফাদার! হে পরমপিতা পরমাত্মা... কিন্তু পরমাত্মাকে জানেই না। কেবল এতটাই বোঝে যে পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন। কিন্তু আমরা সেখানে কিভাবে যাবো, আমরা তো যেতে পারবো না। সত্যযুগী দেবতারাও যেতে পারবে না, তাদেরকেও ৮৪ জন্ম নিতে হয়। সেখানে সুখ আছে, সেখানে কোথাও যাওয়ার চিন্তাও করতে হয় না। বাবাকেও স্মরণ করে না। বলে যে দুঃখে স্মরণ সবাই করে... বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক তৈরী করি। সেখানে তোমরা সর্বদাই সুখী থাকবে। কল্পের আয়ু লক্ষ্য বছর দিয়ে দিয়েছে, এটা হল ভুল। ভক্তিতে অনেক কনফিউশান আছে। দরজায় দরজায় ধাক্কা খাওয়া, যপ-তপ তীর্থ ইত্যাদি করা, এই সব হল ভক্তি মার্গ। অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গ চলতে থাকে, এই খেলাও তৈরী হয়ে আছে। বাবা বলেন, সব বাচ্চাই ড্রামার বশীভূত। যদিও আমি হলাম ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, করণ-করাবনহার। কিন্তু আমিও ড্রামার বশীভূত। একই সময়, একই শরীর ছাড়া অন্য কোনও শরীরে আসতে পারিনা। তিনি বলছেন যে সর্বদা দাদার শরীরেই আসবেন আর এসে এনাকেই ব্রহ্মা বানাবেন? হ্যাঁ, প্রথম প্রথম এনারই জন্ম লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল তাই না, পুনরায় এনাকেই আদিত্য, আদিত্যবী বানাবেন। এই দিলওয়ারা মন্দিরে শিবেরও চিত্র আছে। আদি দেব আদি দেবীও আছে, বাচ্চারাও আছে। সবাই বসে তপস্যা করছে। উপরে স্বর্গও আছে, সম্পূর্ণ স্মরণিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা এখানে বসে বসে দৈবী বৃক্ষের স্থাপনা করছো। সেটা হল জড় চিত্র। এখানে তোমরা চৈতন্যরূপে বসে আছো। শ্রীমত অনুসারে তোমরা স্বর্গের স্থাপনা করছো। যে ভালোভাবে পড়ে এবং পড়ায় সে উঁচুপদ পাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ কিরকম পুরুষার্থ করেছিলেন। তোমরাও পুরুষার্থ করছো পুনরায় দেবতা হওয়ার জন্য তো অবশ্যই দেবতারাও পূর্ব জন্মে পুরুষার্থ করেছিলেন? মানুষ মৃত্যুলোকে থাকে, দেবতারা অমরলোকে থাকেন। ভারত অমরলোক ছিল, পুনরায় মৃত্যুলোক হয়ে গেছে। এখন হল সঙ্গম, একে কুস্তুর মেলা বলা হয়। কুস্তুর সত্যিকারের মেলা হল এটা। আত্মা-পরমাত্মা মিলিত হয়। পূর্বেও অনেকবার মিলিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও অনেকবার মিলিত হবে। কেউ কেউ তো পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবে। কেউ আবার ফিরে চলে যায়। বহুপতঙ্গের মতো অনেকেই আসে। বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় আছে যে এনারা হলেন আমাদের বাপদাদা। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ব্রহ্মাও হলেন শিবের সন্তান। আমরা হলাম ধর্মপুত্র। বাবার বাচ্চা বলেই আমরা পরিচিত। কিন্তু আমরা যারা নিজেদেরকে বি.কে বলে থাকি তো আমরা হয়ে গেলাম শিববংশী ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিববাবা হলেন দাদা, তাঁর মুখ্য বালক হলেন একজন, একের থেকেই তারপর অন্যরা জন্ম নেয়।

তোমরা জানো যে আমাদের ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অনেক। আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে, পড়াচ্ছেন স্বয়ং শিববাবা। ব্রহ্মার আত্মাও আমাকে স্মরণ করে, তোমাদেরকেও স্মরণ করতে হবে। সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী রাজা হবে। এখন তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী হচ্ছে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে এটা স্মরণ করে। গাওয়া হয় যে - স্মরণ করো, জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত করো, সেখানে দুঃখ হয় না। এটা তো হল পুরানো দুনিয়া। এই শরীর হল পুরানো জুতা। বারংবার তাপ্পি লাগতে থাকে। সাপের উদাহরণ দেয় তাই না। সাপ পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নেয়। নতুন চামড়া চকমক করে। তো এটা তোমাদের ৮৪ জন্মের পুরানো শরীর একেবারেই জরাজীর্ণ, তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন তোমাদের আত্মা আর শরীর দুটাই সতোপ্রধান কিভাবে হবে, এটা বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা আমাকে

স্মরণ করো। এই স্মরণ রূপী অগ্নির দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে খাদ পরে আছে, সেটা জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তারপর এই পুরানো শরীর ছেড়ে আত্মা গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করবে। বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। ভক্তি মার্গেও স্মরণ করে তাই না। নাম জপতে থাকে। পূজা করতে থাকে। তাদেরকে স্নান ইত্যাদি করায়। এখানে তো শিববাবাকে স্নান ইত্যাদি করাতে হবে না। তিনি তো হলেন অশরীরী। শিবের মন্দিরে কখনও শিবকে কাপড় ইত্যাদি পরিয়ে শৃঙ্গার করে কি? শ্রীকৃষ্ণকে, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রমুখ দেবতাদেরকে কতোই না শৃঙ্গার করে। নিরাকারের কি আর শৃঙ্গার করবে! তাই বাবা বলছেন তোমরা আমাকে অর্থাৎ নিরাকার শিবকে কেন পূজা করতে? অবশ্যই আমি কিছু করে গেছি তবেই তো তোমরা পূজা ইত্যাদি করেছিলে তাই না। তোমরা আত্মারা হলে নিরাকার - আমিও হলাম নিরাকার। তোমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করো, আমি পুনর্জন্ম নিই না। আমি এসে তোমাদেরকে স্বর্গের, ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রদান করি। সন্ন্যাসীরা তো ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তোমাদেরকে তো কিছু ছাড়তে হবে না। কেবল এই অস্তিম জন্ম পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, ব্যস্। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের আত্মা কাঞ্চন হয়ে যাবে। পারশনাথ, আত্মাকে লোহা থেকে সোনা বানিয়েদেন।

তোমরাই সত্যিকারের উপার্জন করছো। জাগতিক মিথ্যা উপার্জন করো, তার সাথে-সাথে এটাও করো। কোনও পাপ করবে না। সার্জেন তো হলেন এক। প্রত্যেকের কর্মের হিসেব-নিকেশ নিজস্ব। বাবাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বাবা শীঘ্রই উত্তর দেবেন যে এইরকম এইরকম করো। এক বাবা-ই কর্মাতিত অবস্থাতে নিয়ে যান। এটা হল অবিনাশী সার্জনের শ্রীমত। প্রত্যেকের যে যে বন্ধন আছে, তারা এসে জিজ্ঞেস করো। কন্যারা তো পতিদের কানের কাছে ভোঁ-ভোঁ করে সাথে করে নিয়ে আসে। তাদেরকে বোঝানো হয় - পবিত্র না হলে তো স্বর্গে যেতে পারবে না। মরতে তো সবাইকে হবেই। এটাও হল বোঝার কথা। মৃত্যুলোকের এটাই হল অন্ত। এখন হল সঙ্গম। অমরলোকের স্থাপনা হচ্ছে। এখন আমরা বাবার হয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে পুনরায় দেবতা হব। তারপর ঋগ্বেদ, বৈশ্য, শূদ্র হবো। এই মন্ত্র কতোই না সুন্দর, তা সত্ত্বেও তোমরা ভুলে যাও। যোগে না থাকলে তো ৬৩ জন্মের যে পাপের বোঝা মাথার উপর আছে সেটা কিভাবে ভস্ম হবে। গঙ্গার জল দিয়ে থোড়াই পাপ ধুয়ে যাবে। আত্মাতেই পাপ কর্মের ছাপ লেগে আছে। পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা বলে থাকে তাই না। তাই আত্মারা তোমাদের পবিত্র হওয়ার ইনজেকশন চাই। সেই ইজেকশন পতিত-পাবন বাবার কাছে আছে, আর কারোর কাছে এই ইজেকশন নেই এইজন্য সবাই আহ্বান করে যে হে পতিত-পাবন এসো - এসে আমাদের পতিতদেরকে জ্ঞানের ইনজেকশন দিয়ে পাবন করো। এখন বাচ্চাদেরকে যাত্রাতে তো যেতে হবে তাই না। উঠতে-বসতে সর্বদাই যাত্রাতে থাকো। বাবাকে আর পরমধাম গৃহকে স্মরণ করো তো উপার্জন জমা হতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সাক্ষী হয়ে প্রত্যেক পার্টধারীর পার্ট দেখতে হবে। বাবার থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

২) আত্মাকে সত্যিকারের সোনা (কাঞ্চন) বানানোর জন্য এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে।

বরদানঃ:- দাতা হয়ে প্রভূত সম্পদ (খাজানা) গুলির দান করে মহাদানী তথা বিশ্ব সেবধারী ভব সর্বদা স্মরণে রাখো যে বাবার দ্বারা যাকিছু অসীম সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলি দান করতেই হবে। খাজানাগুলিকে কাজে লাগাও। যদি মনের দ্বারা চাও, বা বাণীর দ্বারা, সম্বন্ধ সম্পর্কে সফল করতে থাকো, দাতার বাচ্চা একদিনও দান না করে থাকতে পারে না। বিশ্ব সেবধারীকে প্রত্যেকদিন সেবা করতেই হবে। যদি বাণীর দ্বারা সেবা করার সুযোগ না পাওয়া যায় তাহলে মনের দ্বারা করো, যদি মনের দ্বারা সেবা না করতে পারো তাহলে নিজের কর্ম বা প্র্যাক্টিক্যাল লাইফের দ্বারা করো। যতটা সময় তোমরা মনের দ্বারা, বাণীর দ্বারা নিজেকে উদাহরণ স্বরূপ বানাতে তো উদাহরণকে দেখে স্বতঃতই সবাই আকৃষ্ট হবে।

স্নোগানঃ:- যার কাছে দৃঢ়তার শক্তি আছে তার কাছে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার আদেশ হল স্বদর্শন চক্র আবর্তিত করে নিজের বুদ্ধি যোগ এক পিতার সঙ্গে যুক্ত করো, এতেই বিকর্ম বিনাশ হবে, মাথার উপরে যে পাপের বোঝা আছে সেসব নেমে যাবে”

*প্রশ্নঃ - এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের বিশেষত্ব কী কী?

*উত্তরঃ - এই সঙ্গম যুগই হল কল্যাণকারী যুগ - এই যুগেই আত্মা এবং পরমাত্মার প্রকৃত মিলন মেলা আয়োজিত হয় যাকে কুস্তুর মেলা বলা হয়। ২- এই সময়েই তোমরা সত্য ব্রাহ্মণ হও। ৩- এই সঙ্গমেই তোমরা দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাও। দুঃখ থেকে মুক্ত হও। ৪- এই সময়ে তোমরা জ্ঞান সাগর বাবার দ্বারা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করো। নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান বাবা প্রদান করেন। ৫- তোমরা শ্যাম বর্ণ থেকে গৌর বর্ণে পরিণত হও।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনলো এবং বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথাটি স্থির আছে যে অবশ্যই কলিযুগ হল পাপের দুনিয়া। এই সময় সবাই পাপ কমই করে। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদেরকে কল্প-কল্পের গতি সদগতি প্রদান করেন, যখন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার প্রয়োজন হয় তখন পতিত-পাবন বাবা আসেন, এসে আত্মারূপী বাচ্চাদের নিজ সম করে গড়ে তোলেন। বাবার মধ্যে কোন্ জ্ঞান আছে ? সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে। তোমরা বাচ্চারাও এই সৃষ্টি চক্রকে জানো। এই সম্পূর্ণ চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, বাবার কাছে জ্ঞান আছে, তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। উনি হলেন পতিত-পাবন। এই চক্রটি বোধগম্য হলে, স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী রাজা হও। তাই বুদ্ধিতে সারা দিন এই চক্রটি আবর্তিত হওয়া উচিত, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। পরে সত্যযুগে তো তোমরা এই চক্রটি আবর্তিত করবে না। সেখানে স্ব অর্থাৎ আত্মার সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান থাকে না। না সত্যযুগে, না কলিযুগে, এই জ্ঞান কেবল সঙ্গমযুগেই তোমরা প্রাপ্ত করো। সঙ্গমের অনেক মহিমা আছে। কুস্তুর মেলা আয়োজিত করা হয়, তাইনা। বাস্তবে এ হল জ্ঞান সাগর এবং নদী গুলির অর্থাৎ পরম আত্মা ও আত্মাদের মেলা। ওই কুস্তুর মেলা হল ভক্তি মার্গের। আত্মা ও পরমাত্মার এই মিলন মেলা এই অনুপম সুন্দর কল্যাণকারী সঙ্গমযুগেই হয়, তখন তোমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখের সংসারে যাও তাই শিববাবাকে দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী বলা হয়। অর্ধেক কল্প সুখ এবং অর্ধেক কল্প দুঃখ থাকে। দিন ও রাত হয় অর্ধেক। গৃহ ইত্যাদিও নতুন পুরানো হয়। নতুন গৃহে সুখ, পুরানো গৃহে দুঃখ থাকে। দুনিয়াও নতুন ও পুরানো হয়। অর্ধেক কল্প সুখ থাকে পরে মধ্য থেকে দুঃখ শুরু হয়। দুঃখের পরে পুনরায় সুখ আসে। দুঃখধাম থেকে পুনরায় সুখধাম কীভাবে হয়, কে রচনা করেন, এই কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে। সত্যযুগকে বহু কালের সময় দিয়ে দিয়েছে। যদি সত্য যুগের আয়ু বিশাল হয় তবে মানুষের সংখ্যা কত হওয়া উচিত। ফিরে তো কেউ যায় না। সবাইকে একত্রিত হতেই হবে। ফিরে তো তখন যাবে, যখন শিববাবা স্বয়ং এসে গৃহের রাস্তা বলে দেবেন। এত সব আত্মাদেরকে সঙ্গম যুগে বাবা এসে সঠিক পথ বলে দেন। তোমরা জানো আমরা ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করে এসেছি। সত্য যুগ, ত্রেতায় আমরা কত গুলি জন্ম নিয়েছি, সেখানে কত বছর কে-কে রাজত্ব করেছে, সব কিছু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সত্যযুগে হল ১৬ কলা সম্পূর্ণ, তারপরে ১৪ কলা, তারপরে অবতরণ কলা হয়। এই সময় অনেক দুঃখ। দুঃখ থাকে পুরানো দুনিয়ায়। সত্য যুগকে নতুন দুনিয়া, কলিযুগকে পুরানো দুনিয়া বলা হয়। বর্তমানে হল সঙ্গম। এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়, বাবা নতুন দুনিয়া রচনা করছেন। তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে বেরিয়ে নতুন গৃহে (সত্যযুগে) গিয়ে বসবে। তোমরা বলবে আমরা নতুন গৃহের জন্য পুরুষার্থ করছি যে আমরা নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ প্রাপ্ত করবো। বাবা শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো, আর কোনও কষ্ট দেন না। যেমন করেই হোক সময় বের করে আদেশ পালন করা উচিত। কিন্তু মায়া এমন যে আদেশ পালন করতে দেয় না। বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে দেয় না। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা কল্প পূর্বেও পুরুষার্থ করে এই মায়া রূপী রাবণকে পরাজিত করেছ তবেই তো সত্যযুগের স্থাপনা হয়। যে যতখানি সাহায্য করে তার ততই লাভ হয়। সুতরাং বাচ্চাদের তো এই নলেজ আত্মীয়স্বজন মিত্র পরিজনদেরকেও দেওয়া উচিত। বাবার আদেশ হল যে আমাকে স্মরণ করো, কারণ অর্ধেক কল্পের বিকর্মের বোঝা মাথার উপরে রয়েছে, সেসব ভস্ম করার কোনও উপায় নেই একমাত্র বাবার স্মরণ ব্যতীত। যদিও গঙ্গা যমুনাকে পতিত পাবনী বলে, মানুষ ভাবে আমরা পবিত্র হয়ে যাবো কিন্তু জলের দ্বারা পাপ মিটবে কীভাবে। এ হল পতিত দুনিয়া, তাই তো সবাই আহবান করে হে পতিত-পাবন এসে সত্যযুগের স্থাপনা করুন। এক বাবা ব্যতীত কেউ স্থাপনা করতে পারবে না।

অতএব এ হল নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান। প্রদান করেন একমাত্র বাবা, শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান প্রদান করে না, শ্রীকৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলা হবে না। পতিত-পাবন তো হলেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা, উনি হলেন পুনর্জন্ম রহিত।

তোমরা জানো - শ্রীকৃষ্ণপুরীকেই বিষ্ণুপুরী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব রাজধানী থাকে, রাধার থাকে নিজস্ব রাজধানী পরে তাদের একে অপরের সঙ্গে বিবাহ পূর্বের আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয়। রাধা কৃষ্ণ তো ভাই বোন ছিলেন না। ভাই বোনের নিজেদের মধ্যে বিবাহ হয় না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রয়েছে। প্রথমে এই সব কথা জানতে না। এখন জেনেছো যে রাধে-কৃষ্ণ পরে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। স্বর্গের মহারাজা ও মহারানী, প্রিন্স ও প্রিন্সেস রাধা কৃষ্ণের গায়ন আছে। রাধা কৃষ্ণের মাতা পিতার এমন উঁচু পদমর্যাদা নেই। এমন কেন হয়েছে ? কারণ তাদের মাতা পিতা কম পড়াশোনা করেছে। রাধে কৃষ্ণের যত নাম আছে, তাদের মাতা পিতার তেমন নাম উল্লেখ নেই। বাস্তবে যে জন্ম দাত্রী হয় তার তো নাম থাকা উচিত। কিন্তু নেই, রাধা কৃষ্ণ হলেন সবচেয়ে উঁচুতে। তাদের উপরে কেউ নেই। রাধা কৃষ্ণ প্রথম নম্বরে গিয়েছেন পরে প্রথম নম্বরের মহারাজা মহারানীও হয়েছেন। যদিও জন্ম হয়েছে মাতা পিতার কাছে কিন্তু তবুও তাদের নাম রয়েছে উঁচুতে। এই কথা বুদ্ধিতে ভালো ভাবে বসাতে হবে। যখন তোমরা এখানে বসে আছো তো এই স্বদর্শন চক্র ঘোরালে থাকো। এই চক্র ঘোরালে তোমাদের পাপ ভস্ম হয় অর্থাৎ রাবণের মাথা কাটা যায়। এই সত্যযুগ, ত্রেতা র.... চক্র তাইনা। আমরা প্রথমে সেই দেবতা ছিলাম পরে ঋত্রিয়, বৈশ্য... হয়েছি। এখন পুনরায় আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি। তারপরে পুনরায় আমরা দেবতা হবো। বাবা ওম্ শব্দের অর্থ পৃথক ভাবে বুঝিয়েছেন, হাম সো অর্থাৎ আমিই সেই - এই কথাটির অর্থ হল আলাদা। শাস্ত্রে কিন্তু এক করে দেওয়া হয়েছে। তারা বুঝেছে ওম্ অর্থাৎ আমরা আত্মা আমরাই পরমাত্মা। পরমাত্মাই আত্মা - এ হল উল্টো অর্থ। বাবা বোঝান ওম্ অর্থাৎ আমরা আত্মা, পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান। আমি ভগবান, এই অর্থ নয় ওম্ কথাটির। আমরা আত্মারা হলাম নিরাকার। আমাদের পিতাও হলেন নিরাকার। সাকার দেহের পিতাও হলেন সাকার। আমরা পরমাত্মার সন্তান তাই আমাদের স্বর্গের রাজধানী অবশ্যই চাই। বাবা আমাদের স্বর্গের অবিদ্যার উত্তরাধিকার (বর্স) প্রদান করতে এসেছেন। রাবণ অর্ধেক কল্প পরে অভিশপ্ত করে তখন তোমরা দুঃখী তমোপ্রধান হয়ে যাও। পরে বাবা এসে সুখী হওয়ার বরদান দেন। এমন বলেন না চিরজীব ভব, বরং বলেন আমাকে স্মরণ করো তো এই জন্ম সহ জন্ম জন্মান্তরের যা পাপ আছে সেসব ভস্ম হয়ে যাবে, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। রাবণ রাজ্যে সবাইকে পতিত অবশ্যই হতে হবে। পতিত এবং পবিত্র আত্মা হয়, পরমাত্মা তো হলেন সদা পবিত্র, উনি সবাইকে পবিত্র করেন। পতিত বানায় রাবণ। সত্যযুগে বিকার হয় না। ওটা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া, তবেই তো দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে গান করে - তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন এই মহিমা শিবের সম্মুখে গিয়ে গাইবে না। দেবতার হা হল পবিত্র, তারাই পতিত হয়ে থাকেন, এ হল খেলা। শিববাবা সুখধামের রচনা করেন, শিবকে পিতা বলা হয়। শালগ্রাম আলাদা, রুদ্র যজ্ঞে একটি বিরাট লিঙ্গ রূপ তৈরি করে, আর বাদ বাকি ছোট ছোট শালগ্রাম বানায়। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি, অন্য ধর্মের আত্মাদের জন্য ৮৪ জন্ম বলা হবে না। শিখ ধর্মের লোকেরা ৫০০ বছরে কত গুলি জন্ম নিয়ে থাকতে পারে? আমরা কত গুলি জন্ম নিয়ে থাকি? এই কথা বাবা বোঝান, ব্রাহ্মণদেরই কেশশিখা (টিকি) বিখ্যাত। সত্য ব্রাহ্মণ থাকে সঙ্গমে। এ'হল কল্যাণকারী যুগ। এখানেই তোমাদের সবার কল্যাণ হয়। রাবণ অকল্যাণ করে, পিতা এসে কল্যাণ করেন। অতএব শিববাবার মতানুসরণ করে চলা উচিত, তাইনা। শ্রীমৎ শিব ভগবানুবাচ - শিববাবা জন্ম নেন না, উনি প্রবেশ করেন। জন্ম বলা হবে তখন, যখন প্রতিপালিত হবে। উনি কখনও প্রতিপালিত হন না। শুধু বলেন আমার শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলো। স্বর্গের তোমরা মালিক হও। আমাকে মালিক হতে হবে না, আমি তো হলাম অভোক্তা।

অতএব বুঝতে হবে যে বাবা আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের বোঝাচ্ছেন, আত্মাই বুঝতে পারে। আত্মাই হয় ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার। আত্মা বলে - আমরা দেবতা ছিলাম, পরে আমরা ৮ জন্ম গ্রহণ করে ঋত্রিয় হই, তখন ১২ জন্ম নিয়ে থাকি, তারপরে আমি পতিত হই। এখন বাবা বলছেন বাম্ভারা, আত্মা - অভিমানী ভব। এই কথাটি বুঝতে হবে। আত্মা বলে আমরা সত্যযুগে ছিলাম তখন মহান আত্মা ছিলাম পরে কলিযুগে মহান পাপ আত্মা হয়েছি। সবচেয়ে মহান, মহানতম আত্মা হলেন পরমাত্মা, উনি হলেন সর্বদা পবিত্র। এখানে তো মানুষ সদা পবিত্র থাকে না। সদা পবিত্র তো সুখ ধামে থাকে। ত্রেতায় কিছু কলা বা কোয়ালিটি কম হতে থাকে। বর্তমানে আমাদের উত্তরণ কলা চলছে অর্থাৎ চড়তি কলা। আমরা স্বর্গের মালিক হই। তারপরে ত্রেতায় আসবো ২ কলা বা কোয়ালিটি কমে যাবে পরে দ্বাপরে ৫-টি বিকারের গ্রহণ লাগলে শ্যাম বর্ণ হয়ে যাবে। এখন বাবা বলেন এই ৫-টি বিকার দান করে দাও তাহলে গ্রহণ মুক্ত হবে, তারপরে তোমরা সত্যযুগী সম্পূর্ণ দেবতা হয়ে যাবে। সর্ব প্রথমে দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, কাম বিকারের দান করো। অন্তে এসে নষ্ট মোহ হতে হবে। এখন আত্মারা তোমাদের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে যথাযথভাবে আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি। দ্বাপর থেকে রাবণ অভিশপ্ত করেছে, তাই সবাই দুঃখে আছে। দ্বাপরের রাজা রানীরা কি অসুস্থ হতেন না ? এও তো হল দুঃখ তাইনা। এই

দুনিয়া হলই দুঃখের দুনিয়া, সত্যযুগ হল সুখধাম। অতএব ভগবানের শ্রীমৎ অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। অসীম জগতের পিতার শ্রীমৎ যে অনুসরণ করে না তাকে কুসন্তান বলা হবে। পিতার কাছে অসৎ সন্তানের কি উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে ! সুসন্তান উত্তরাধিকার ভালো ভাবে প্রাপ্ত করে। যে নিজেও পবিত্র হয়, অন্যদেরও পবিত্র বানায়। অসীম জগতের পিতা আমাদের পিতা। আমরা কি কান দিয়ে শুনছি ? তারা বলে হ্যাঁ বাবা, আমরা আপনার শ্রীমৎ অনুসরণ করে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হবোঁ। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান তো নিশ্চয়ই উঁচু থেকে উঁচু পদের অধিকারী করেন। স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন অর্ধেক কল্পের জন্য। লৌকিক পিতার কাছে জাগতিক দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, অল্পকালের সুখ। কলিযুগে আছে কাক বিষ্ঠা সম সুখ তাই সন্ন্যাসী ঘরসংসার ত্যাগ করে। তারা গৃহস্থ ধর্মকে মানেনা। গৃহস্থ ধর্ম তো সত্যযুগে থাকে।

তোমরা জানো এই পড়াশোনার দ্বারা আমরা বিষ্ণুপুরীতে যাই তার জন্য পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন। ভক্তরা জানেনা যে ভগবান কে, তাঁর কর্তব্য কি ? কীভাবে উনি পতিতদের পবিত্র করেন ? এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে। দুনিয়া ওই পতিত-পাবন পিতাকে স্মরণ করছে। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো, অন্যরা সবাই কলিযুগে আছে। তারা ভাবে কলিযুগ তো এখন ছোট শিশু। তোমরা জানো কলিযুগের এখন বিনাশ হবে। এখন তোমাদেরকে সত্যযুগে যেতে হবে। বাবা তোমাদের স্মৃতি জাগ্রত করেছেন - আমি কল্প কল্প তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার বা বর্সা প্রদান করি। তাই সম্পূর্ণ বর্সা নেওয়া উচিত, তাইনা। বাবা এমন বলেন না যে এখানে বসে থাকো। ঘরে গৃহস্থে থাকো শুধুমাত্র স্ব দর্শন চক্র আবর্তিত করো এবং নষ্ট মোহ হও। একমাত্র শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, এখন আমরা জানি আমাদের নতুন সম্বন্ধ যুক্ত হচ্ছে, তাই পুরানো সম্বন্ধ গুলির প্রতি আসক্তি থাকা উচিত নয়। নতুন দুনিয়া, নতুন রাজধানীর প্রতি আসক্তি রাখতে হবে। এখন তো মৃত্যু মাথার উপরে রয়েছে। প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। সত্যযুগে অকালে মৃত্যু হয় না। নির্দিষ্ট সময়ে একটি পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন ধারণ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আমাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্ব দর্শন চক্র ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাই সবার প্রতি আসক্তি দূর করতে হবে।

২) বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পুরোপুরি শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হবে। আত্ম-অভিমানী হয়ে সুসন্তান হতে হবে।

বরদানঃ:- মন এবং বুদ্ধিকে সদা সেবায় বিজি করে রেখে নির্বিঘ্ন সেবাধারী ভব
যে যত সেবায় উৎসাহ উদ্দীপনা বজায় রাখে ততই নির্বিঘ্ন থাকে, কারণ সেবায় বুদ্ধি বিজি থাকে। খালি সময় থাকলে অন্য কারো আসার চান্স থাকে এবং বিজি থাকলে নির্বিঘ্ন থাকা যায়। মন ও বুদ্ধিকে বিজি রাখার জন্য তার টাইম-টেবিল বানাও। সেবা বা স্ব এর প্রতি যে লক্ষ্যটি রয়েছে, সেই লক্ষ্যকে প্রাক্টিক্যালি ধারণ করার জন্য মাঝে মাঝে অ্যাটেনশন অবশ্যই চাই। অ্যাটেনশন কখনও যেন টেনশনে পরিবর্তিত না হয়, যেখানে টেনশন আছে সেখানে মুশকিল অনুভব হয়।

স্লোগানঃ:- সেবা করে যে আশীর্বাদ বা দুয়া প্রাপ্ত হয় - সেটাই হল সুস্থ সবল থাকার সাধন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে ঘর-গৃহস্থে থেকে সকলের প্রতি দায় দায়িত্ব পালন করো, একবার অসীমের সন্ধ্যাস গ্রহণ করে ২১ জন্মের প্রালঙ্ক বানাতে হবে"

- *প্রশ্নঃ - চলতে ফিরতে কোন একটি বিষয় মনে রাখলে, তোমরা এই আত্মিক যাত্রাপথের যাত্রী হয়ে থাকবে ?
- *উত্তরঃ - চলতে ফিরতে যেন স্মরণে থাকে যে আমরা হলাম অ্যাক্টর, আমাদেরকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা এই কথাই মনে করিয়ে দেন। বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি - এই স্মৃতিতে থাকাই হলো মন্মানভব, মধ্যাজী ভব । এটাই হলো আত্মিক যাত্রা, যা তোমাদেরকে বাবা শিখিয়ে থাকেন।
- *প্রশ্নঃ - সদগতির লক্ষণ কি ?
- *উত্তরঃ - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ.... এই যে মহিমা, এই মহিমাই হল সদগতির লক্ষণ, যা তোমরা বাবার থেকে প্রাপ্ত করে থাকো।
- *গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মন....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা পুরুষার্থের ক্রম অনুযায়ী জানে যে, এখন এই পুরাতন নাটকটি সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আর কিছুক্ষণ দুঃখের দিন আর এরপর সদা কালের জন্য সুখ আর সুখই থাকবে। যখন সুখের ঠিকানা জানতে পারা যায়, তখন বোঝা যায় যে এখন এ হল দুঃখধাম আর এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক । এখন সুখের জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো বা স্ত্রীমণ্ড অনুযায়ী চলছো। যে যেকোনো ব্যক্তিকে এটা বোঝানো খুবই সহজ। এখন বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে, বাবা আমাদের নিতে এসেছেন ঘর গৃহস্থে থেকেও পদ্ম ফুলের সমান পবিত্র হয়ে থাকতে হবে, দায় দায়িত্বও অবশ্যই পালন করতে হবে। আর যদি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে না পারে

তবে তো সন্ধ্যাসীদের মত হয়ে গেলো। যে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে না, তবে সেটাকে নিবৃত্তি মার্গ বা হঠযোগ বলা হবে। এখন ভগবান রাজযোগ শিখিয়ে দেন যা আমরা শিখি। ভারতের ধর্ম শাস্ত্র হলো গীতা। সন্ধ্যাসীরা হঠযোগ করে থাকেন, ঘর সংসার সমস্ত ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাওয়া। ওদের জন্ম জন্মান্তর ধরে সন্ধ্যাস গ্রহণ করতে হয়। তোমরা ঘর গৃহস্থে থেকে শুধুমাত্র একবার (বেহদের) সন্ধ্যাস গ্রহণ করে তারপর ২১ জন্ম তার প্রালঙ্ক পেয়ে থাকো। ওদের হলো সীমার সন্ধ্যাস, তোমার হলো অসীম এর সন্ধ্যাস। তোমাদের রাজযোগের অনেক খ্যাতি রয়েছে । ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। উঁচুর থেকেও উঁচু যিনি, তাকেই ভগবান বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান হতে পারেন না। অসীমের পিতা নিরাকার। অসীমের রাজত্ব তিনিই একমাত্র দিতে পারেন। এখানে ঘর গৃহস্থে থেকে কাউকে ঘৃণা করা হয় না। বাবা বলেন এই অন্তিম জন্ম ঘর গৃহস্থে থেকেও পবিত্র হও। কোনো সন্ধ্যাসীকে পতিত পাবন বলা যায় না। তারাও পবিত্র দুনিয়া কামনা করে। সে হলো সম্পূর্ণ এক দুনিয়া সেইজন্যই সকলে পতিত পাবন বাবাকে ডাকে। যারা ঘর গৃহস্থে থাকে না তারা দেবতাদেরও মানে না। তারা কখনোই রাজযোগ শেখাতে পারবে না। আবার বাবা কখনো হঠযোগ শেখাবেন না। এ সবই হল বোঝার মতো বিষয়।

এখন দিল্লিতে ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স হবে। ওখানে এ সকল বোঝাতে হবে, লিখে দিতে হবে। লেখা থাকলে তবে সকলে বুঝে যাবে । এখন আমরা হলাম উঁচুর থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণ কুলের, ওরা হলো শূদ্র বংশের। আমরা আত্মিক, ওরা নাস্তিক। ওরা ঈশ্বরকে জানে না আর আমরা ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হয়ে থাকি। তো মতভেদ তো আছে তাই না । বাবা এসে আমাদেরকে আত্মিক করেন। বাবার হয়ে গেলে, বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এ বড় জটিল কথা। সবার প্রথমে তো বুদ্ধিতে এই বিষয়টি পাক্ষা করতে হবে যে গীতার ভগবান পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। ভারতে দেবী দেবতা ধর্মই ছিল মুখ্য। ভারতবাসী নিজের ধর্ম ভুলে গেছে । এও তোমরা জানো যে ভারতবাসীদেরকে এই ড্রামা অনুযায়ী, নিজের নিজের ধর্ম ভুলতেই হবে, তবেই তো বাবা এসে তা পুনঃস্থাপন করেন । নাহলে বাবা আসবেন কেন ? তিনি বলেন, যখন যখন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, তখন আমি আসি। প্রায় লুপ্ত অবশ্যই হতে হবে। বলা হয় বলদের এক পা ভেঙে গেছে, বাকি তিন পায়ে এই সমস্ত দুনিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ্য হল ৪ ধর্ম। এখন দেবতা ধর্মের পা ভেঙে গেছে অর্থাৎ ওই ধর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই কারণেই বট বৃক্ষের (ঝাড়ের) উদাহরণ

দেওয়া হয়েছে যে, মূল বৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে বাকি শাখা-প্রশাখা বেঁচে আছে। তো এদের মধ্যেও আর দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। বাকি মাঠ পঙ্খ ইত্যাদি অনেক আছে। তোমাদের বুদ্ধি এখন এই জ্ঞানের আলোয় ভরে গেছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ড্রামার এই রহস্য জেনে গেছ যে, সমস্ত ঝাড়টাই এখন পুরাতন হয়ে গিয়েছে। কলি যুগের পর সত্যযুগ অবশ্যই আসবে, এই সৃষ্টি চক্র অবশ্যই ঘুরবে। বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, আমরা আবার বাড়ি ফিরে যাবি। চলতে ফিরতে যেন স্মরণে থাকে, যে এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। মনমনাভব, মধ্যাজী ভব - এর অর্থ এই একই। কোনো বড় সভায় ভাষণ করতে হলে, এটাই বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা পুনরায় বলছেন যে - বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে, নিজেকে আত্মা জেনে, বাবাকে স্মরণ করো, তবেই পাপ দন্ধ হবে। আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। ঘর গৃহস্থে থেকেও কমল পুষ্পের মত হয়ে আমাকে স্মরণ করো। পবিত্র হয়ে থাকো, জ্ঞান ধারণ করো। এখন সকলেরই দুর্গতিতে রয়েছে। সত্য যুগে দেবতারা সন্নতিতে ছিল। পুনরায় বাবা এসে সদগতি প্রদান করান। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ.... এ হলো সদগতির লক্ষণ। এই লক্ষণ কে দেয়? বাবাই দেন। তাঁর লক্ষণ তাহলে কি হবে? তিনি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। তাঁর মহিমা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন নয় যে সকলেই এক। বাবা একজনই, আমরা সকল আত্মারা তাঁর সন্তান। এখন নতুন রচনা করা হচ্ছে। আমরা সকলেই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। কিন্তু ওরা এ সকল বিষয় বুঝতে পারে না। ব্রাহ্মণ বর্ণ সবচেয়ে উঁচু। ভারতেই এই বর্ণের গুণগান হয়। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এই সকল বর্ণের মাধ্যমে যেতে হয়। ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র সঙ্গম যুগেই থাকে।

আচ্ছা সাইলেন্স (নীরবতা) তো খুবই ভালো। শান্তির হার গলায় পরে আছে। এ হলো এক রানীর গল্প। এখন নিজের ঘর শান্তিধামের কথা খুবই মনে পড়ে। সকলেই শান্তির সেই গৃহে যেতে চায় কিন্তু সেখানে যাবার সঠিক পথ কে বলে দেবে? শান্তির সাগর বাবা ছাড়া সেই পথ, কেউ বলে দিতে পারবে না। বাবার মহিমা শ্রেষ্ঠ। শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর..... এই মানব সৃষ্টির বীজ রূপ তিনি - কতটা রাত দিনের পার্থক্য। কৃষ্ণকে সৃষ্টির বীজ রূপ বলা যায় না, বাবার মহিমা তার থেকে ভিন্ন। সর্বব্যাপী বললে মহিমা সিদ্ধ হয় না। আর এমনও নয় যে পরমাত্মা বসে নিজের পূজা নিজেই করবেন। পরমাত্মা তো সদা সর্বদাই পূজনীয়, তিনি কখনোই পূজারী হন না। উপর থেকে যেই আসে সে পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে যায়। পয়েন্ট তো অনেক আছে। এখন দেখো কতজন আসছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোটির মধ্যেও কেউ কেউ এই জ্ঞান ধারণ করে, কারণ এই পথের গন্তব্য অনেক উঁচু। প্রজা তো অনেক হতে থাকবে। কিন্তু কোটির মধ্যেও কেউ কেউ মালার দানা হতে পারে। নারদের উদাহরণ আছে.... তুমি নিজের চেহারা দেখো, তুমি কি লক্ষীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছো? কিছু অল্প সংখ্যকই রাজা হতে পারবে। একজন রাজার অনেক প্রজা হবে। উঁচুতে ওঠার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। রাজাদের মধ্যেও কেউ বড় রাজা তো কেউ ছোট। ভারতে অনেক রাজা রাজত্ব করেছেন, কত রাজত্ব হয়ে এসেছে।

সত্যযুগেও অনেক রাজা, মহারাজারা থাকে, মহারাজাদের আবার প্রিন্স প্রিন্সেসও থাকে। তাদের কাছে অনেক প্রপাটি থাকে, রাজাদের কাছে কম প্রপাটি থাকে। এখন হল প্রজার প্রজাদের উপর রাজ্য। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এটি হল শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জ্ঞান। তারজন্যই তোমরা পুরুষার্থ করছো। লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ পাবে না রাম সীতার জিজ্ঞাসা করা হলে সকলে বলে লক্ষ্মী-নারায়ণের। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবো। এ'সব হল ওয়ান্ডারফুল বিষয়, আর কোনো জায়গাতেই এই সব কথা হয় না। আর না কোনো শাস্ত্রে আছে। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। বাবা বোঝান যে চলতে-ফিরতে নিজেকে অ্যাক্টর মনে করো। এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, এটা সর্বদা যেন স্মরণে থাকে - এটাকেই মনমনাভব, মধ্যাজী ভব বলা হয়। বাবা মুহূর্মুহু স্মরণ করিয়ে দেন, বাচ্চারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। এটি হল রূহানী যাত্রা। এটি বাবা ব্যতীত আর কেউই করতে পারবে না। ভারতের মহিমাও করতে হবে। এই ভারত হল হোলিয়েস্ট ল্যান্ড (পবিত্রতম স্থান)। সকলের দুঃখ হতা সুখ কর্তা, সকলের সন্নতি দাতা বাবার বার্থ প্লেস জন্মস্থান হল এটি। এই বাবা হলেন সকলের লিবরেটরও। এটি হল বড়'র থেকেও বড় তীর্থস্থান। ভারতবাসী যদিও শিবের মন্দিরে যায় কিন্তু তারা বাবাকে জানে না। গান্ধীকে জানে, মনে করে যে তিনি অনেক ভালো ছিলেন, সেইজন্য তার উপরে গিয়ে ফুল অর্পণ করে। লাখ লাখ টাকা খরচা করতে থাকে। এই সময় হল তাদের রাজ্য। যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তাই এই বাবা বসে গুপ্ত ধর্মের স্থাপনা করেন। ভারতে প্রথম দেবতাদের রাজ্য ছিল। দেখানো হয় যে অসুর আর দেবতাদের লড়াই লেগেছিল। কিন্তু এ'রকম কোনো কথাই নেই। এখানে যুদ্ধের ময়দানে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করা যায়। মায়ার উপরে বিজয় তো অবশ্যই সর্বশক্তিমান বাবাই প্রাপ্ত করাবেন। বাবাই রাবণ রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে রামরাজ্যের স্থাপনা করেছেন। এছাড়া ওখানে লড়াই ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। এখন দেখো মানুষের মধ্যে শক্তিমান হল খ্রীস্টানরা। তারা সবার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে। কিন্তু তারা বিশ্বের মালিক হবে, সেই নিয়ম কিন্তু নেই। এই রহস্য তোমরাই জানো। এই সময় সর্বশক্তিমান রাজধানী হল খ্রীস্টানদের। না হলে ওদের সংখ্যা সবথেকে

কম হওয়া উচিত কারণ লাস্টে (অন্তিম) এসেছিল, কিন্তু তিন ধর্মের মধ্যে এরা হল সবচেয়ে তীক্ষ্ণ। সকলকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আছে। এই ড্রামাও তৈরী হয়ে আছে। ঐনার দ্বারাই আবার আমরা রাজধানী প্রাপ্ত করি। গল্পকথাতেও আছে দুই বাঁদর লড়ে মরল আর মাখন তৃতীয় কেউ প্রাপ্ত করল। ওরা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করতে থাকে - মাখন ভারতবাসীরা প্রাপ্ত করে। গল্পটা তো হল পাই পয়সার। অর্থ হল কতো বড়। মানুষ (অবিনাশী ড্রামার) অ্যাক্টর হয়েও ড্রামাকে জানে না। এই জ্ঞানকে তাও গরিবরাই বোঝে। ধনী ব্যক্তির কিছই বুঝতে পারে না। গরিবের ভগবান পতিত-পাবন বাবার-ই গায়ন আছে। এখন প্র্যাকটিকালে পাট প্লে করছেন। বড়-বড় সভাতেও তোমাদেরকে বোঝাতে হবে। বিবেক বলে ধীরে ধীরে বাহবা হওয়া শুরু হবে। লাস্ট মোমেন্টে বাদ্যি বাজবে। এখন তো বাচ্চাদের উপর গ্রহের দশা বসতে থাকে। লাইন ক্লিয়ার নেই। বিঘ্ন পড়তে থাকে। যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ প্রালব্ধ লাভ করবে। পান্ডবেরা তিন পা পৃথিবীর পায়নি - এ হল এখনকার গায়ন। কিন্তু এটা কেউ জানে না যে তারাই আবার বিশ্বের মালিক হবে। প্র্যাকটিকালে তোমরা বাচ্চারা এখন জানো। এতে আফসোস করা যায় না। কল্প পূর্বেও এ'রকমই হয়েছিল। ড্রামার ট্র্যাকে খাড়া থাকতে হবে। নড়াচড়া করলে হবে না। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। ফিরে যাবো সুখধামে। পঠন-পাঠন এমনই করতে হবে যাতে উচ্চপদ প্রাপ্ত করে নেবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সূমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কোনো কথায় আফসোস করবে না। নিজের বুদ্ধির লাইন সর্বদা ক্লিয়ার রাখতে হবে। গ্রহের দশা থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে।

২) ঘর-গৃহস্থের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে, ঘৃণা করলে চলবে না। কমল ফুল সমান থাকতে হবে। আস্তিক হয়ে সকলকে আস্তিক বানাতে হবে।

বরদান:- দরাজদিল হয়ে সেবার প্রত্যক্ষফল প্রকাশিতকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব
যে সকল বাচ্চারা দরাজদিল হয়ে সেবা করতে থাকে তাদের সেবার প্রত্যক্ষফলও বিশালাকারে প্রকাশিত হয়। যে কাজই করো, নিজে করার সময়ও দরাজদিল আবার অন্যদেরকে সহযোগী বানানোতেও দরাজদিল হতে হবে। নিজের প্রতি অথবা সাথী সহযোগী আত্মাদের প্রতিও সংকুচিত হৃদয় রেখো না। বড় হৃদয় সম্পন্ন হওয়ায় মাটিও সোনা হয়ে যায়, দুর্বল সাথীও শক্তিশালী হয়ে যায়, অসম্ভব সফলতাও সম্ভব হয়ে যায়। এরজন্য আমি আমি'র বলি চড়াতে হবে, তাহলে বড় হৃদয়ের অধিকারী বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- কারণকে নিবারণে পরিবর্তন করাই হল শুভচিন্তক হওয়া।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার, তোমার কৃপাতে গহন সুখ..... এখন এই মহিমা কার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়েছে? অবশ্যই পরমাত্মার বিষয়েই গায়ন রয়েছে। কারণ পরমাত্মা স্বয়ং মাতা-পিতা রূপে এসে এই সৃষ্টিকে অপার সুখ প্রদান করেন। নিশ্চয়ই পরমাত্মা কখনও সুখের সৃষ্টি করেছিলেন, তারজন্যই তো ঐনাকে মাতা-পিতা বলে আহ্বান করে। কিন্তু মনুষ্যরা এটা জানেই না যে সুখ কি জিনিস? যখন এই সৃষ্টিতে অপার সুখ ছিল তখন সৃষ্টিতে শান্তি ছিল, কিন্তু এখন সেই সুখ আর নেই। এখন মনুষ্যের এই ইচ্ছা অবশ্যই উৎপন্ন হয় যে সেই সুখ আমাদের দরকার, আবার কেউ ধন পদার্থ চাইতে থাকে, অনেকে বাচ্চা চাইতে থাকে, কেউ তো আবার এটাও চাইতে থাকে যে আমি যেন পতিব্রতা নারী হই। প্রত্যেকের ইচ্ছা তো হল সুখ প্রাপ্তির, তাই না। তাহলে পরমাত্মা কোনো না কোনো সময় তাদের আশা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তাই সত্যযুগের সময় যখন সৃষ্টিতে স্বর্গ ছিল অবশ্যই সেখানে সর্বদা সুখ ছিল, যেখানে স্ত্রী কখনো বিধবা হতো না, তাই সেই ইচ্ছা সত্যযুগে পূর্ণ হয়, যেখানে অপার সুখ আছে। বাদবাকি এই সময়টাই হল কলিযুগ। এই সময়ে মানুষ দুঃখ-ই দুঃখ ভোগ করতে থাকে। তাছাড়া যখন মানুষ প্রবলভাবে দুঃখ ভোগ করতে থাকে তখন বলে যে প্রভুর দেওয়া থালি প্রসাদের মিষ্টি মনে করে ভোগ করতে হবে। কিন্তু যখন স্বয়ং পরমাত্মা এসে আমাদের সমস্ত কর্মের খাতা সমাপ্ত করেন, তখনই

আমরা বলবো তুমি মাতা পিতা..... আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সমুদয় রত্নভাণ্ডারে সম্পন্ন হও - আশীর্বাদ দাও, আশীর্বাদ নাও"

আজ সমুদয় ভান্ডারের মালিক নিজের সম্পন্ন বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার অনেক রকম অবিনাশী অনন্ত ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে আর এমনই ভান্ডার যে সব ভান্ডার এখনও তোমাদের সাথে আছে আর ভবিষ্যতেও অনেক জন্ম তোমরা ভান্ডারের সাথে থাকবে। তোমরা কী জানো ভান্ডার কোন ধরনের আর কত প্রাপ্ত হয়েছে তোমাদের? ভান্ডার থেকে সদা প্রাপ্তি হয়। ভান্ডারে সম্পন্ন আত্মা সদা পরিপূর্ণতার নেশায় থাকে। সম্পন্নতার ঝলক তাদের মুখে ঝলকায় আর সব কর্মে সম্পন্নতার ঝলক আপনা থেকেই নজরে আসে। এই সময়ের মনুষ্যাত্মাদের বিনাশী ভান্ডারের প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য অল্প সময়ের নেশা থাকে, সদা থাকে না, সেইজন্য দুনিয়ার লোকে বলে খালি হয়ে যেতে হবে আর তোমরা বলো পরিপূর্ণ হয়ে যেতে হবে। তোমাদের সকলকে বাপদাদা অনেক ভান্ডার দিয়েছেন। সবচাইতে শ্রেষ্ঠ প্রথম ভান্ডার হলো - জ্ঞান-রত্নের ভান্ডার। এই ভান্ডার সবার প্রাপ্ত হয়েছে তো না! কেউ বঞ্চিত থেকে যায়নি, তাই না! এই জ্ঞান-রত্নের ভান্ডার দ্বারা বিশেষ কী প্রাপ্তি লাভ করছ? জ্ঞান-ভান্ডারের দ্বারা এই সময়ও মুক্তি-জীবনমুক্তির অনুভব করছ। মুক্তিধামে যাবে নাকি জীবন-মুক্ত দেব পদ প্রাপ্ত করবে সেটা তো হলো ভবিষ্যতের বিষয়। কিন্তু এখনও মুক্ত জীবনের অনুভব করছ। কত ব্যাপার থেকে তোমরা মুক্ত, জানা আছে তোমাদের? যত দুঃখ আর অশান্তির কারণ আছে, তার থেকে মুক্ত হয়েছে নাকি এখন মুক্ত হতে হবে? এখন কোনো বিকার আসে না। মুক্ত হয়ে গেছ। যদি আসেও বিজয়ী তো হয়ে যাও, তাই না।

সুতরাং কত ব্যাপার থেকে মুক্ত হয়ে গেছ! লৌকিক জীবন আর অলৌকিক জীবন — এই দুইকে যদি সাথে রাখো তবে কত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। তো এখন তোমরা মুক্তিও প্রাপ্ত করেছ আর জীবনমুক্তিও প্রাপ্ত করেছ। অনেক ব্যর্থ আর বিকল্প, বিকর্ম থেকে মুক্ত হওয়াই জীবনমুক্ত অবস্থা। কত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে? চিত্রতে তোমরা দেখাও তো না কত বন্ধনের রসি মানুষাত্মাদের বেঁধে রেখেছে! এটা কাদের চিত্র? তোমরা তো তারা নও তো না। তোমরা তো মুক্ত হয়েছে, তাই না। সুতরাং জীবনে থেকে জীবনমুক্ত হয়ে গেছ তোমরা। তাইতো জ্ঞানের ভান্ডার দ্বারা বিশেষ মুক্তি-জীবনমুক্তির প্রাপ্তির অনুভব করছ। দ্বিতীয়তঃ, স্মরণ আর যোগ দ্বারা সর্বশক্তির ভান্ডার অনুভব করছ। কত শক্তি আছে? অনেক শক্তি আছে, আছে তো না! আট শক্তি তো একটা স্যাম্পল হিসেবে দেখাও, কিন্তু তোমরা সর্বশক্তির ভান্ডারের মালিক হয়ে গেছ। তৃতীয়তঃ, ধারণার সাবজেক্ট দ্বারা কোন ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে? সমুদয় দিব্য গুণের ভান্ডার। গুণ কত রয়েছে? অনেক আছে, তাই না। সেইজন্যই তো সর্বগুণের ভান্ডার। প্রতিটা গুণের, প্রতিটা শক্তির বিশেষত্ব কত বড়! সব জ্ঞান-রত্নের মহিমা কত বড়! চতুর্থ বিষয় — সেবা দ্বারা সদা খুশির ভান্ডার তোমাদের অনুভূত হয়। যে সেবা করো তা' থেকে বিশেষ কী অনুভব হয়? খুশি হয় তো না। সুতরাং সবচাইতে বড় ভান্ডার হলো অবিনাশী খুশি। তাইতো খুশির ভান্ডার সহজে আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়। পঞ্চমতঃ, সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা ব্রাহ্মণ পরিবারেরও সম্পর্কে আসো, সেবারও সম্বন্ধে আসো। তো সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা কোন ভান্ডার লাভ হয়? সকলের 'শুভ ভাবনা-শুভ কামনা'র ভান্ডার লাভ হয়। এই শুভ ভাবনা শুভ কামনার ভান্ডার অনেক বড় ভান্ডার। যে সকলের আশীর্বাদের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হয়, সম্পন্ন হয় তার কখনও পুরুষার্থে পরিশ্রম করতে হয় না। প্রথম হলো মাতাপিতার আশীর্বাদ, তারপর অন্যদের সাথে সকল সম্বন্ধে আসায় সকলের দ্বারা আশীর্বাদ। তীব্র গতিতে সামনে ওড়ার সর্বাধিক মহান তেজস্বী যন্ত্র হলো 'আশীর্বাদ'। যেমন সায়েন্সের তীব্রগতির রকেট আছে যা সর্বাধিক প্রকান্ড। কিন্তু আশীর্বাদের রকেট তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। বিঘ্ন সামান্যতম স্পর্শও করবে না, তোমরা বিঘ্ন প্রফ হয়ে যাও। যুদ্ধ করতে হয় না। সহজ যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত সব কর্ম, বোল, সঙ্কল্প আপনা থেকেই হয়ে যায়। আশীর্বাদের এই ভান্ডার এমনই। সবচাইতে বৃহৎ ভান্ডার সঙ্গমযুগের এই সময়ের ভান্ডার।

বাস্তবে, ভান্ডার তো অনেক আছে। কিন্তু যে ভান্ডার সম্বন্ধে তোমাদের বলা হয়েছে শুধু সেই ভান্ডারই যদি নিজের ভিতরে অন্তর্লীন করার শক্তি ধারণ করে নাও, তবে সদাই সম্পন্ন হওয়ার কারণে সামান্যতম অস্থিরতা হবে না। অস্থিরতা তখনই হয় যখন খালি থাকে। পরিপূর্ণ আত্মা কখনো অস্থির হবে না। সুতরাং সেই সব ভান্ডার চেক করো, সমুদয় ভান্ডার নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করেছে? সেই সব ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হয়েছে? নাকি কিছুতে হয়েছে আর কিছুতে এখনো অল্প পূর্ণ হতে হবে? ভান্ডার সকলের প্রাপ্ত হয়েছে তো না। এক দ্বারা, একরকম ভান্ডার সকলের প্রাপ্ত হয়েছে। আলাদা আলাদা ভাবে বিতরণ করা হয়নি তো না। কাউকে এক লাখ, কাউকে কোটি দেওয়া হয়েছে — এমন নয় তো না? কিন্তু একটা বিষয় হলো যারা শুধুই নেয়, যা পায় নিয়েও নেয় কিন্তু পাওয়ার সাথে সাথেই ভোজনপান করলো, আনন্দ-মজা করলো আর

শেষ করে দিলো। আরেকটা বিষয় হলো - যারা প্রাপ্ত ভান্ডার সঞ্চয় করে, তারা ভোজনপান করে, আনন্দ-মজাও করে আবার সঞ্চয়ও করে। তৃতীয়তঃ, যারা সঞ্চয় করে, তারা ভোজনপানও করে কিন্তু প্রাপ্ত ভান্ডারও আরও বাড়তে থাকে। বাবার ভান্ডারকে নিজের ভান্ডার বানিয়ে বাড়িয়ে চলে। সুতরাং দেখতে হবে আমি কে - প্রথম নম্বরের, নাকি দ্বিতীয় বা তৃতীয় নম্বরের?

ভান্ডার যতটা স্ব-কার্যে কিংবা অন্যদের সেবার কার্যে তোমরা ইউজ করো ভান্ডার ততই বাড়তে থাকে। ভান্ডার বাড়ানোর চাবি হলো ইউজ করা। প্রথমে নিজের জন্য। যেমন, জ্ঞানের একেকটা রত্ন সময়কালে যদি নিজের জন্য ইউজ করো, তবে খাজানা ইউজ করতে করতে অনুভবী হয়ে যাও। যার খাজানা-প্রাপ্তি হয় সে জীবনে অনুভবের অথরিটি হয়ে যায়। সুতরাং অথরিটির খাজানা অ্যাড (সঞ্চিত) হয়ে যায়। সুতরাং বেড়ে গেল তো না। শুধু শোনা অন্য বিষয়। শোনা মানে নেওয়া নয়। অন্তর্লীন করা আর সময়কালে কার্য-উপযোগী করে তোলাই হলো নেওয়া। যারা শোনে তারা কী করে আর যারা অন্তর্লীন করে তারা কী করে - উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য!

যারা শোনে তাদের দৃশ্য দেখে বাপদাদা মৃদুহাসি হাসেন। যারা শোনে সময়কালে তারা পরিস্থিতি অনুসারে অথবা বিঘ্ন অনুসারে, পয়েন্ট স্মরণ করে - বাপদাদা এই বিঘ্ন পার করার জন্য এই-এই পয়েন্টস দিয়েছেন, এ'রকম করতে হবে, এরকম করা ঠিক নয় - রিপিট করে, স্মরণ করতে থাকে। একদিকে পয়েন্ট মনে করতে থাকে, অন্যদিকে বশীভূতও হয়ে যায়। বলে থাকে - এইরকম করা উচিত নয়, এটা জ্ঞান নয়, এটা দিব্য গুণ নয়, অন্তর্লীন করার শক্তি ধারণ করতে হবে, কাউকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয়। রিপিটও করতে থাকে কিন্তু ফেলও হতে থাকে। সেই সময় যদি তাদের জিজ্ঞাসাও করো যে এটা রাইট? তখন জবাব দেবে - রাইট নয় কিন্তু হয়ে যায়। বলতেও থাকে, ভুলতেও থাকে। সুতরাং তাদের কী বলবে? তারা শুধু শোনে। শুনতে তাদের খুব ভালো লাগে। পয়েন্ট খুব ভালো, শক্তিশালী। কিন্তু ইউজ করার সময় যদি শক্তিশালী পয়েন্ট বিজয়ী না বানায় অথবা অর্ধেক বিজয়ী বানায় তাহলে তাদেরকে কী বলবে? তারা শুধুই শোনে, এটাই বলবে তো না।

যারা অন্তর্লীন করে, তাদের সামনে যেইমাত্র পরিস্থিতি কিংবা সমস্যা আসে, তখন তারা ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে স্ব-স্থিতির দ্বারা পর-স্থিতিকে এমনভাবে পার করে নেয় যেন কিছু ছিলই না। একে বলা হয়ে থাকে অন্তর্লীন করা অর্থাৎ সময়মতো কার্যে প্রয়োগ করা, সময় অনুসারে সব শক্তি, সব পয়েন্টকে, সব গুণকে অর্ডারে চালনা করা। যেমন কোনো স্কুল খাজানা, খাজানা তো স্বয়ং খাজানা দ্বারা ইউজ হয় না, কিন্তু খাজানা ইউজ করে মনুষ্যাত্মা। তারা যখন চায়, যতটা চায়, যেভাবে চায় সেভাবে ইউজ করতে পারে। ঠিক সেরকমই, যেসব খাজানার সম্বন্ধে তোমাদের বলা হয়েছে, তার মালিক কে? তুমি নাকি অন্য কেউ? তোমরা মালিক তো না। মালিকের কাজ কী? খাজানা তাকে চালাবে নাকি সে খাজানাকে চালনা করবে? সুতরাং এরকম সব খাজানার মালিক হয়ে সময়কালে জ্ঞানী অর্থাৎ বিচক্ষণ, নলেজফুল, ত্রিকালদর্শী হয়ে খাজানাকে কার্যে প্রয়োগ করো। এমন নয় যে সহন শক্তিকে অর্ডার করলে সময়মতো হাজির হতে আর কাজ যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সহন শক্তি আসবে। অন্তর্লীন করার শক্তি যে সময়, যে বিধিতে দরকার সেই সময় যেন নিজের কাজ করে। এমন নয় যে, অন্তর্লীন করেছে তো ঠিকই কিন্তু তবুও অল্প-অল্প মুখ থেকে বের হয়ে গেছে, আধঘন্টা অন্তর্লীন করেছে আর এক সেকেন্ড অন্তর্লীন করার পরিবর্তে বলে দিয়েছে। তাহলে একে কী বলবে? খাজানার মালিক হওয়া নাকি গোলাম হওয়া?

বাবার উপর তোমাদের অধিকার আছে, তাইতো এই সমস্ত শক্তির খাজানা, উত্তরাধিকার তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। তাহলে জন্মসিদ্ধ অধিকারের কত নেশা হয়! রাজকুমার তো ছোট হবে, তো খাজানা কী সে তো জানবেই না কিন্তু স্মৃতি সামান্য আসতেই কত নেশা থাকে - আমি রাজার বাচ্চা! সুতরাং এটা মালিকভাবের নেশা, তাই না। অতএব, খাজানাকে কার্যে প্রয়োগ করো। কার্যে তোমরা কম প্রয়োগ করে থাকো। খুশিতে থাকো যে, তোমরা ভরপুর আছ, সবকিছু পেয়েছ। কিন্তু কার্যে প্রয়োগ করা এবং তা' থেকে নিজেকেও প্রাপ্তি করানো আর অন্যদেরও প্রাপ্তি করানো তাতে নম্বরক্রমে হয়ে যাও। নয়তো, নম্বর কেন হবে? যিনি দিচ্ছেন তিনি যখন এক, সবাইকে দেনও একরকম, তখন নম্বর কেন! তাইতো বাপদাদা দেখেছেন অনেক খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে, সবাই পরিপূর্ণও, কিন্তু পরিপূর্ণতার লাভ নেয় না। যেমন লৌকিকেও কেউ কেউ জানে ধন দ্বারা কীভাবে আনন্দ বা লাভ প্রাপ্ত করা যায় এবং কারও কাছে অনেক ধন থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ইউজ করতে হয় তা' জানা নেই, সেইজন্য থাকা সত্ত্বেও মনে হয় যেন নেই। সুতরাং কী আন্ডারলাইন করতে হবে? শুধু শ্রোতা হয়োনা, ইউজ করার বিধি দ্বারা এখনই সিদ্ধি প্রাপ্ত করো এবং অনেক জন্মের সঙ্গতি প্রাপ্ত করো।

এমনকি, দিব্য গুণও বাবার উত্তরাধিকার। সুতরাং প্রাপ্ত হওয়া উত্তরাধিকার কার্যে প্রয়োগ করা কী কঠিন! অর্ডার করো। অর্ডার করতে জানো না? মালিকই অর্ডার করতে জানে। দুর্বল অর্ডার করতে জানে না, সে ভাববে — বলবো কি বলবো না, জানি না সাহায্য পাওয়া যাবে কি যাবে না...। খাজানা তো নিজের, তাই না। বাবার খাজানাই তো নিজের খাজানা। নাকি বাবার আছে আমাদের নেই? বাবা কিসের জন্য দিয়েছেন? নিজের জন্য দিয়েছেন নাকি শুধু দেখে খুশি হওয়ার জন্য দিয়েছেন? কর্মে ব্যবহারের জন্য পেয়েছ। রেজাল্ট দেখা যায় যে, সব খাজানা সঞ্চয় করার বিধিতে ঘাটতি রয়েছে। জ্ঞানের অর্থও এটা নয় যে, পয়েন্ট রিপোর্ট করা কিংবা বুদ্ধিতে রেখে দেওয়া। জ্ঞান অর্থাৎ বোধ, ত্রিকালদর্শী হওয়ার বোধ, সত্য-অসত্যের বোধ, সময়ের অনুকূলে কর্ম করার বোধ। একে বলা হয়ে থাকে জ্ঞান।

যদি কেউ অত্যন্ত বিচক্ষণ হয় আর সময়কালে অবুঝের কার্য করে তো তাকে জ্ঞানী বলবে? তাছাড়া, বিচক্ষণ যদি নির্বোধ হয়ে যায় তবে তাকে কী বলা যাবে? নির্বোধকে কিছু বলা যায় না। কিন্তু যে বিচক্ষণ তাকে সবাই সতর্ক করবে - এটা কী বিচক্ষণতা? সুতরাং জ্ঞানের খাজানা ধারণ করা, জমা করা অর্থাৎ সব সময়, সব কার্য, সব কর্মে বোধের সাথে চলা। বুঝেছ? তোমরা তো খুব সমঝদার, তাই না। 'জ্ঞানী তু আত্মা' তোমরা, নাকি 'জ্ঞান শোনা আত্মা' তোমরা? চেক করে যে, এই রকম জ্ঞানী কতখানি হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল কর্মে, বোলে...। যদি তোমাদের হাত ওঠাতে বলা হয় তো সবাই বলবে তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। কেউ বলবে না যে, আমরা রাম-সীতা হবো। কিন্তু কেউ তো হবে, হবে তো না। সবাই বলবে আমরা বিশ্ব-মহারাজা হবো। সেটা ভালো, উঁচু লক্ষ্য থাকা উচিত। কিন্তু শুধু লক্ষ্য পর্যন্ত নয়, লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান হতে হবে। লক্ষ্য হবে বিশ্ব-মহারাজা হওয়ার আর কর্মে এক গুণ অথবা একটা শক্তিও যদি অর্ডার না মানে, তবে সে বিশ্বের মহারাজা কীভাবে হবে? নিজেরই খাজানা নিজেরই কাজে যদি না আসে তবে বিশ্বের খাজানা আর কী সামলাবে? সেইজন্য সব খাজানায় সম্পন্ন হও আর বিশেষ বর্তমান সময়ে এই সহজ পুরুষার্থ করো যে, সবার থেকে, বাবার থেকে সবসময় আশীর্বাদ যেন নিতে পারো।

আশীর্বাদ কার প্রাপ্ত হয়? যে সন্তুষ্ট থেকে সবাইকে সন্তুষ্ট করে। যেখানে সন্তুষ্টতা থাকবে সেখানে আশীর্বাদ থাকবে। যদি আর কিছু নাও জানো তো কোনো ব্যাপার নয়। ভাষণ করতে যদি না জানো কোনও ব্যাপার নয়। সর্বগুণ ধারণ করতে যদি পরিশ্রম লাগে, সর্বশক্তি কন্ট্রোল করতে যদি পরিশ্রম লাগে সেটাও ছেড়ে দাও। কিন্তু একটা বিষয়, সেটা ধারণ করো যে সবাইকে আশীর্বাদ দিতে হবে আর আশীর্বাদ নিতে হবে। আর তারপরে রাতে চাট চেক করো সহজ পুরুষার্থ ছিল নাকি পরিশ্রম ছিল? আর কিছু না করো, কিন্তু আশীর্বাদ দাও আর আশীর্বাদ নাও। এর মধ্যে সব অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। দিব্য গুণ, শক্তি নিজে থেকেই এসে যাবে। কেউ তোমাকে যদি দুঃখ দেয় তবুও তোমাকে আশীর্বাদ দিতে হবে। তো সহন শক্তি, অন্তর্লীন করার শক্তি হবে তো না, সহনশীলতার গুণ হবে, তাই না। এটা আন্ডারস্ট্যান্ড।

আশীর্বাদ দেওয়া আর আশীর্বাদ নেওয়া - এটা বীজ, এর মধ্যে আপনা থেকেই বৃক্ষ সমাহিত হয়ে আছে। এর বিধি হলো দুটো শব্দ, স্মরণে রাখো। এক হলো, 'শিক্ষা' আরেক হলো, 'ক্ষমা', কৃপা। তো শিক্ষা দেওয়ার তোমরা অনেক চেষ্টা করো, ক্ষমা করতে জানো না। যতই হোক, ক্ষমা করতে হবে, ক্ষমা করাই শিক্ষা দেওয়া হয়ে যাবে। যখন তোমরা শিক্ষা দাও ক্ষমা করতে ভুলে যাও। কিন্তু যদি ক্ষমা করবে তো শিক্ষা আপনা থেকেই এসে যাবে। শিক্ষক হওয়া খুব সহজ। সপ্তাহ-কোর্সের পরেই শিক্ষক হয়ে যাও। অতএব, ক্ষমা করতে হবে, কৃপালু হতে হবে। শুধু শিক্ষক হওয়া নয়, ক্ষমা করার সংস্কার যদি এখন থেকে ধারণ করো তবেই আশীর্বাদ দিতে পারবে। আর এখন থেকে যদি আশীর্বাদ দেওয়ার সংস্কার পাকা করে নাও তবে তোমাদের জড় চিত্র থেকেও তারা তখন আশীর্বাদ নিতে থাকবে। চিত্রের সামনে গিয়ে তারা কী বলে? আশীর্বাদ করো, কৃপা (করুণা/দয়া) করো...। তোমাদের জড় চিত্র থেকে যখন আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারে তাহলে তোমরা সব চৈতন্য আত্মাদের থেকে কত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে! আশীর্বাদের অনন্ত অক্ষয় খাজানা বাপদাদার থেকে প্রতি কদমে তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে, যারা নিতে চায় তারাই নিতে পারে। তোমরা দেখ, যদি শ্রীমৎ অনুসারে কোনো কদম উঠাও তো কী অনুভব হয়? বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় তো না। আর যদি প্রতিটা কদম শ্রীমতে চলো তো প্রতি কদমে কত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে, আশীর্বাদের খাজানা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে!

কেউ যতই যা দিক না কেন তোমরা তাদেরকে আশীর্বাদ দাও। যদি কেউ ক্রোধও করে, তাতেও আশীর্বাদ আছে। ক্রোধের মধ্যে আশীর্বাদ আছে নাকি লড়াই? কেউ যতই ক্রোধ করুক, কিন্তু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা পরবশ, কিন্তু তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান। সুতরাং আশীর্বাদ পাওয়া হলো তো না। স্মরণ করিয়ে দিলো যে, তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান, তোমরা শীতল জল ঢালো। তো ক্রোধী আশীর্বাদ দিলো তো, তাই না। তারা যাই করুক কিন্তু তোমরা তাদের থেকে আশীর্বাদ নাও। তোমাদের বলা হয়েছিল তো না গোলাপ ফুলের মধ্যেও দেখো কত বিশেষত্ব আছে,

জমিতে দেওয়া সারের কত দুর্গন্ধ থেকে নিজে কী নেয়? সুগন্ধি নেয়, নেয় তো না। গোলাপ পুষ্প দুর্গন্ধ থেকে সুগন্ধি নিতে পারে আর তোমরা ক্রোধীর থেকে আশীর্বাদ নিতে পারো না? গোলাপ ফুলের বিশ্ব-মহারাজ হতে হবে নাকি তোমাদের হওয়া উচিত? এটা কখনো ভেবো না যে এ' ঠিক হলে আমিও ঠিক হয়ে যাবো, এই সিস্টেম যদি ঠিক হয় তাহলে আমি ঠিক হয়ে যাবো। কখনো সাগরের সামনে গিয়ে বলবে - "হে তরঙ্গ! তুমি বড় আকারে না এসে ছোট আকারে এসো, ঐক্যে ঐক্যে এসো না, সোজাসুজি এসো?" এই সংসারও সাগর। সব তরঙ্গ না ছোট হবে, না বাঁকা হবে, না সোজা হবে, না বড় বা ছোট হবে। অতএব এই আধার রেখো না যে - এ' যদি ঠিক হয় তবে আমিও ঠিক হয়ে যাবো। সুতরাং পরিস্থিতি বড় নাকি তুমি বড়? বাপদাদার কাছে তো সব বিষয়ই পৌঁছায় তো না। এটা ঠিক করে দাও তো আমিও হয়ে যাবো। এই ক্রোধীকে শীতল করে দাও তবে আমিও শীতল হয়ে যাই। খিটখিটে একে যদি সরিয়ে দাও তো সেন্টার ঠিক হয়ে যাবে। এইরকম আত্মিক বার্তালাপ ক'রোনা। তোমাদের স্লোগানই হলো, "প্রতিশোধ নিও না, পরিবর্তন করে দেখাও।" এ' এইরকম কেন করে, এই রকম করা উচিত নয়, একে পরিবর্তন হতেই হবে...। কিন্তু প্রথমে নিজেকে বদলাও। স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তন বা অন্যের পরিবর্তন। নাকি অন্যের পরিবর্তন দ্বারা স্ব-পরিবর্তন? স্লোগান রং (ভুল) বানিয়ে দাওনি তো? কী করবে? নিজেকে বদলাবে নাকি অন্যের পরিবর্তনে সময় খুঁয়ে দেবে? "এক বছরও লাগিয়ে দেখ - যদি স্ব-পরিবর্তন না করো আর অন্যকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করো, সময় বদলে যাবে কিন্তু না তুমি বদলাবে, না সে বদলাবে।" বুঝেছ! সকল খাজানার মালিক হওয়া অর্থাৎ সময়কালে খাজানাকে কার্যে প্রয়োগ করা। আচ্ছা!

সমুদয় খাজানায় পরিপূর্ণ আত্মাদের, খাজানা- সমূহকে যারা কার্যে প্রয়োগ করে, বাড়িয়ে নেয় সেই 'জ্ঞানী তু আত্মা' বাচ্চাদের, সমুদয় খাজানার মালিক হয়ে সময়কালে বিধিপূর্বক কার্যে প্রয়োগকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সর্বশক্তি, সর্বগুণের অথরিটি হয়ে নিজের মধ্যে এবং অন্যদের পরিপূর্ণ করে এমন বিশেষ আত্মাদের, সদা আশীর্বাদের খাজানা দ্বারা সহজ পুরুষার্থের অনুভবকারী সহজযোগী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- সাধনের বশীভূত হওয়ার পরিবর্তে সেই সমস্তকে ইউজ করে মাস্টার ক্রিয়েটর ভব
সায়েন্সের সাধন যা তোমাদের কাজে আসছে, ড্রামা অনুসারে সায়েন্টিস্টদেরও তখনই টাচ হয়, যখন বাবার প্রয়োজন। কিন্তু এই সাধন ইউজ করতে করতে তার বশ হয়ে যেও না। কখনো কোনো সাধন তার নিজের দিকে যেন আকর্ষণ না করে! মাস্টার ক্রিয়েটর হয়ে ক্রিয়েশনের দ্বারা লাভ ওঠাও। যদি তাদের বশীভূত হয়ে যাও সেইসব সাধন দুঃখ দেবে, সেইজন্য সাধন ইউজ করেও সাধনা যেন নিরন্তর চলে।

স্লোগান:- নিরন্তর যোগী যদি হতে চাও তবে সীমিত আমিকে আর আমিস্ববোধকে অসীমে পরিবর্তন করে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful

Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মানুষ যে বাবাকে ভুলে পাক্কে আটকে গিয়েছে, তাদের উদ্ধার করার পরিশ্রম করো, বিচার সাগর মন্ডন করে সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় প্রদান করো"

*প্রশ্নঃ - গীতাকে কোন্ ধর্মের শাস্ত্র বলা হবে ? এখানে কোন্ রহস্য যুক্ত বিষয় বোঝার মতো ?

*উত্তরঃ - গীতা শাস্ত্র হলো ব্রাহ্মণ, দেবী - দেবতা ধর্মের শাস্ত্র । ব্রাহ্মণ দেবী - দেবতায় নমঃ বলা হয় । একে কেবলমাত্র দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা হবে না, কেননা দেবতাদের মধ্যে তো এই জ্ঞানই নেই । ব্রাহ্মণ এই গীতা জ্ঞান শ্রবণ করে দেবতা হয়, তাই ব্রাহ্মণ এবং দেবী - দেবতা, এই দুইয়ের জন্যই এই শাস্ত্র । একে কোনো হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র বলা হয় না । এ খুবই বোঝার মতো কথা । শ্রীকৃষ্ণ নন, স্বয়ং নিরাকার শিব বাবা তোমাদের এই গীতা জ্ঞান শোনাচ্ছেন ।

*গীতঃ- না তিনি আমাদের থেকে আলাদা হবেন....

ওম্ শান্তি । বাবা খুব ভালোভাবে বাচ্চাদের বসে বোঝান । কোন্ বাবা ? পারলৌকিক বাবা । লৌকিক বাবার তো আর এতো বাচ্চা হয় না । পারলৌকিক বাবার এতো বাচ্চা (আত্মারা) যারা স্মরণ করতে থাকে - হে পতিত পাবন, সর্বের সঙ্গতিদাতা, ও পরমপিতা পরমাত্মা, তাই পিতা বলে ডাকতে থাকে । পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার ভগবান উবাচঃ । নিরাকার পরমাত্মা তো একজনই হয়, তাই না! দু'জন হয় না । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা বসে আছে যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান । তিনি কোথায় থাকেন ? যেখানে আত্মারা থাকে । ঈশ্বর, প্রভু, ভগবান বললে সুখের উত্তরাধিকার নেওয়ার কথা আসে না । বাবা বললে উত্তরাধিকারের কথা স্মরণে আসে, কিন্তু মানুষ বাবাকে জানে না । ড্রামা অনুসারে ভারতবাসী রাবণের মতে চলে নিজের দুর্গতি করে । তাই সবার প্রথমে এই কথা বোঝাতে হবে যে, ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম শরীরধারী, মানুষ হলো স্থূল দেহধারী । কিন্তু স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহধারীকে বাবা বলা হবে না । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই বাবা বলা হয় । ভুল কি হয়েছিলো যাতে দুর্গতি হয়েছিলো ? বাবার কাছে প্রকৃত গীতা শুনলে সঙ্গতি হয় । তাই যে কোনো আত্মাই হোক না কেন, সর্বপ্রথমে তাকে বাবার পরিচয় প্রদান করতে হবে । এই হলো মূল কথা, কিন্তু কারোর বুদ্ধিতেই তা বসে না, তাই তো বাবা এই পোস্টার ছাপিয়েছেন যে, গীতার ভগবান বাচ্চা শ্রীকৃষ্ণ? নাকি পরমপিতা পরমাত্মা? গীতা কোন্ ধর্মের শাস্ত্র? ব্রাহ্মণ আর দেবী - দেবতা ধর্মের বলাটাই সঠিক । খ্রীস্টানদের ধর্ম শাস্ত্র যেমন বাইবেল । তেমনই গীতাকে কেবল দেবী - দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা হবে না, যতক্ষণ না ব্রাহ্মণদের মিলিত করবে । বলা হয় - ব্রাহ্মণ দেবী - দেবতায় নমঃ । বাবা বলেছেন যে, দেবতাদের মধ্যে কোনো জ্ঞান থাকে না । তারা এও জানে না যে, গীতা আমাদের ধর্মের শাস্ত্র । জ্ঞান হলো ব্রাহ্মণদের জন্য । গীতাকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ধর্মের শাস্ত্রও বলা হবে না, কেননা বাবা দুই ধর্মেরই স্থাপনা করেন, তাই দুই ধর্মের শাস্ত্রই বলা হবে । ওরা তো বলে দেয়, এ হলো হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র । আর্যদের শাস্ত্রও বলে দেয় । আর্য সমাজ তো দয়ানন্দ (সরস্বতী) স্থাপন করেছিলেন । যদিও তা নতুন ধর্ম, কিন্তু তা কোনো দেবী - দেবতা ধর্মের নয় । মূল বিষয় হলো গীতার ভগবান কে ? গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়ে গীতা খণ্ডিত করে দেওয়া হয়েছে, কেননা আমার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিল হয়ে গিয়েছে । গীতাতে দেখো, কতো কথা বলা হয়েছে, আর গীতা পাঠশালার কতো সম্মান । তাই এখন দেবতা আর ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গিয়েছে । পূজারীরা বলে, ব্রাহ্মণ দেবী - দেবতায় নমঃ, তারা একথা জানেই না যে, কিভাবে ব্রাহ্মণ দেবতা হয়েছিলো । এ কথা কে বলে দেবে ? বাবা বলেন, আমি ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী বানিয়ে দেবতা তৈরী করি । তাই গীতা হয়ে গেলো ব্রাহ্মণ আর দেবী - দেবতা ধর্মের শাস্ত্র । দেবতা ধর্মের লক্ষ্মী - নারায়ণের মধ্যে তো এই কথা বোঝার মতো এই জ্ঞান নেই, কিন্তু বোঝাবেন কে ? শিব বাবা শোনান যে, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো । কোথায় রুদ্র যজ্ঞ, আর কোথায় শ্রীকৃষ্ণ, তফাৎ আছে । এই জ্ঞান যজ্ঞের পরে সত্যযুগে কোনো মেটেরিয়াল যজ্ঞের রচনা করা হয় না । যজ্ঞ রচনা করা হয় বিপদ দূর করার জন্য । ওখানে কোনো বিপর্যয় হয়ই না যে, যজ্ঞ রচনা করতে হবে । গীতাতে রুদ্র যজ্ঞের কথাও লেখা আছে, আর এও লেখা আছে যে, ভগবান উবাচঃ, তাই গীতাতে আটাতে নুনের পরিমাণের মতো সত্যি আছে, বাকি সবই মিথ্যা । এখন এই বিচার সাগর মন্ডন শিব বাবা করবেন না । ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের করতে হবে । এই সময় মানুষ তো একেবারে পাক্কে আটকে আছে । এই পাক্কে থেকে নির্গত হতে পরিশ্রম লাগে, তাই তো বাবাকে ডাকতে থাকে । বাবা বলেন, তোমাদের পাঁচ বিকার রূপী রাবণকে জয় করতে হবে । তারপর সত্যযুগে তোমরা জীবাত্মারা সুখে থাকবে । যত সংস্কার আছে, তোমরা সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো, তোমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নেই । এখানে সবাই অন্ধকারে

পড়ে আছে । মৃত্যু সামনে উপস্থিত, তবুও বলে থাকে, কলিযুগের এখনো চল্লিশ হাজার বছর বাকি আছে । একে বলা হয় ঘোর অন্ধকার, সকলেই কুস্কর্ণের নিদ্রায় শায়িত । বলা হয়, ভগবান ভক্তির ফল প্রদান করতে আসেন, তিনি সঙ্গতি দাতা, তাহলে তো সবাই দুর্গতিতে আছে, তাই না । গীতাতে যদি শিব পরমাত্মার নাম থাকতো, তাহলে তাঁকে সবাই মানতো । তাহলে বরাবর নিরাকারই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । যুদ্ধের ময়দানের কোনো কথাই নেই । যুদ্ধের ময়দানে এতো বড় জ্ঞান কিভাবে দেবেন ? রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন ? মুখ্য ধর্ম হলো চার, ধর্মশাস্ত্রও হলো চার । এখন তো অনেক প্রকারের ধর্ম, অনেক শাস্ত্র, অনেক চিত্র । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন বসেছে যে, উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিব বাবা, তারপর তাঁর নীচে এলে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর, তারপর সাকারে লক্ষ্মী - নারায়ণ এবং তাঁদের সাম্রাজ্য । আর সঙ্গমে ব্রহ্মা - সরস্বতী, ব্যাস । মানুষ রুদ্র যজ্ঞের যখন রচনা করে তখন শিবের লিঙ্গ বানিয়ে পূজা করে তারপর তা ডুবিয়ে দেয় । দেবী মূর্তিরও পূজা করে তারপর ডুবিয়ে দেয় । তাহলে এ তো পুতুল পূজা হয়ে গেলো, তাই না, কেননা তাঁর কর্তব্য কেউই জানে না । তাঁর মহিমা হলো - পতিত পাবন । তাহলে তিনি কিভাবে পাপাত্মাদের পাবন তৈরী করেন । তোমাদের তো এখন নিজে জেগে অন্যকে জাগাতে হবে, অর্থাৎ বাবার পরিচয় প্রদান করতে হবে । বাবাকে কেউ জানে না । কেবল তারা অর্থ উপার্জন করার জন্য কথা (পাঠ) শোনাতে থাকে । এতে কি হলো ! তোমরা বিদ্বান মন্ডলীতে গিয়ে বোঝাও । এই লড়াইতে অবশ্যই সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে । লিখেও থাকে, আমরা এতো বড় - বড় বোম্ব বানিয়েছি, পূর্ব কল্পেও এর দ্বারাই বিনাশ হয়েছিলো । এই সব বম্ব পূর্ব কল্পে এরা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেনি । তাই এখনো বিনাশ হতেই হবে । বলা হয় -- বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, কাদের? কৌরব আর যাদবদের । এখন তো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব । তাই সমস্ত ভাষাতে লাখ অনুপাতে এই পোস্টার ছাপাও । ইংরাজিতে তো অবশ্যই ছাপানো উচিত । যেখানে - যেখানে গীতা পাঠশালা আছে, সেখানে বিলি করতে থাকো । পোস্টারের উপর যেন ঠিকানা লেখা থাকে । বাবা তো নির্দেশ দেন, কিন্তু করা হলো বাচ্চাদের কাজ । লেখা আছে শিব বাবা । তাহলে শিব বাবাও বাবা, ব্রহ্মাও বাবা কিন্তু বাচ্চারা শিব বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, ব্রহ্মা বাবার থেকে নয় । ব্রহ্মাও তাঁর থেকেই প্রাপ্ত করে ।

বাবা অনেক বুঝিয়েছেন যে, গীতা ম্যাগাজিনেও সর্বপ্রথমে বাবার যথার্থ পরিচয় লেখো, তখন যারা ব্রাহ্মণ হবে, তাদের চট করে তীরবিদ্ধ হবে । না হলে নেবে আর ফেলে দেবে । কোনো বানরকে যদি বই দাও, সে যেমন একদম ছুঁড়ে ফেলে দেবে, মনে করবে কিছুই নেই । বাবা তাই বলেন, এই জ্ঞান আমার ভক্তদের আর গীতা পাঠকারীদের দিও । তাদের মধ্যেও যাদের ভাগ্যে থাকবে, তারা বুঝতে পারবে । বাবা বলেন, এ তো নরক । এখানে যে সব বাচ্চাদের জন্ম হয় - তারা একে অপরকে দুঃখই দিতে থাকে । একে অপরকে আঘাত করতে থাকে । বাকি গরুচ পুরাণে যে বিষয় বৈতরণী নদী দেখানো হয়েছে, তা তো নেই । এই দুনিয়া তো নরক । তাই বাচ্চারা জানে, আজ নরকবাসী, কিন্তু আবার সঙ্গমযুগবাসী হয়, কাল আবার স্বর্গবাসী হবে, তাই পুরুষার্থ করছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস --- 23-03-68

(২৩-০৩-৬৮)

উঁচুর থেকে উঁচু হলেন এক ভগবান অর্থাৎ বাবা । কার বাবা? সমস্ত যে আত্মারা আছে, তাদের সকলের বাবা । যে সকল মনুষ্য আছে, তাদের যে আত্মা আছে, তাদের বাবা । এখন যে সমস্ত আত্মারা এই ধরায় অভিনয় করতে আসে তারা অবশ্যই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে । কেউ কেউ খুব অল্প জন্মও গ্রহণ করে । কেউ কেউ ৮৪ জন্মগ্রহণ করে, কেউ ৮০ জন্মগ্রহণ করে, কেউ আবার ৬০ । দেহধারী যে সকল মনুষ্য আছে, এমনকি এই লক্ষ্মী - নারায়ণও এই বিশ্বের উপর রাজত্ব করেন । সেই সময় নতুন এই দুনিয়াতে অন্য কোনো সাম্রাজ্য ছিলো না । দেহধারী যে সকল মনুষ্যই আছে কেউই সঙ্গতি দান করতে পারেন না । সর্বপ্রথমে হলো সুইট সাইলেন্স হোম । এ হলো সমস্ত আত্মাদের ঘর । বাবাও সেখানেই থাকেন । তাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয় । বাবা যেমন উঁচুর থেকেও উঁচু, তেমনই তাঁর থাকার স্থানও উঁচুর থেকেও উঁচু । বাবা বলেন - আমি উঁচুর থেকেও উঁচু । আমাকেও আসতে হয় । সকলেই আমাকে ডাকতে থাকে, যত যত মানুষ আছে, তারা প্রত্যেকে অবশ্যই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে । কেবলমাত্র বাবাই জন্মগ্রহণ করেন না । পুনর্জন্ম তো সকলকে অবশ্যই নিতে হবে, তা সে যে কোনো ধর্মস্থাপকই হোক না কেন । বুদ্ধকেও তো অবতার বলা হয়, তাই না । বাবাকেও অবতার বলা হয় । তাঁকেও

আসতে হয় । এখন সমস্ত আত্মা এখানে উপস্থিত আছে । কেউই ফিরে যেতে পারে না । পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, তাই তো বৃদ্ধি হয়, তাই না । পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে এই সময় সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । বাবা এসেই এই জ্ঞান দান করেন । বাবাই নলেজফুল, তাঁর মধ্যে আদি - মধ্য এবং অন্তের সমস্ত নলেজ আছে । তাঁকেই নলেজফুল, ক্লিসফুল বলা হয় । তিনি পিসফুল (শান্তির সাগর) এবং এভার পিওর (সদা পবিত্র) । বাকি মনুষ্য মাত্র পবিত্র এবং অপবিত্র হয় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন দৈবী সাম্রাজ্যের প্রথম মহারাজা - মহারাণী । এঁরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন । পুনর্জন্ম এখানেই গ্রহণ করেন । তারপর অন্তিম সময়ে বাবা এসে সবাইকে পবিত্র বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যান । বাবাকেই লিবারেটর (উদ্ধারকর্তা) বলা হয় । এই সময় সমস্ত ধর্মস্থাপক এখানে হাজির । বাকি যা অল্পকিছু আছে, আসতে থাকবে । তাই বৃদ্ধি হতে থাকে । সর্বের সন্নতিদাতা একমাত্র বাবা-ই । তিনি আত্মাদের শান্তিধাম আর সুখধামের মালিক বানান । তোমরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করো । তোমরা যারা প্রথমে এসেছিলে, তারাই আবারও প্রথমে আসবে । ক্রাইস্ট আবার তাঁর নিজের সময়মতো আসবে । ক্রাইস্টের এতো ক্ষমতা নেই যে, কাউকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে । ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি একমাত্র বাবার মধ্যেই আছে । এই সময় হলো রাবণ রাজ্য, আসুরী রাজ্য । ৮৪ জন্মে বিকার সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করে । বাবা বলেন যে, তোমরা দেব দুনিয়ার মালিক ছিলে তারপর রাবণ রাজ্যে তোমরা বিকারী হয়ে গেছো । পুনর্জন্ম সবাইকে অবশ্যই নিতে হয় । ধর্ম স্থাপন করে আবার ফিরে চলে যাবে, এ তো হতে পারে না । তার পালনা অবশ্যই করতে হবে । এমন গায়ন আছে যে - ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা । পুরানো দুনিয়ার বিনাশ । নতুন দুনিয়াতে একই ধর্ম আর একই সাম্রাজ্য ছিলো । এখন আর সেই সব নেই । কেবল চিত্র আছে । একমাত্র গড ফাদারের ধর্ম ছাড়া বাকি সব ধর্মই এখন আছে । যে দেহধারীরা আছে তাদের অবশ্যই পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় । ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড, এই খণ্ড কখনোই বিনাশ হয় না । এ হলো অবিনাশী । যখন এঁদের রাজত্ব ছিলো তখন আর কোনো খণ্ড ছিলো না । কেবল এঁদেরই রাজত্ব ছিলো । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, ব্যাস । আর কিছুই ছিল না । নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ, দৈবী দুনিয়া বলা হয় । নিরাকারী দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয় না । সে হলো সুইট সাইলেন্স হোম । নির্বাণ ধাম । পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত আত্মাকে এই জ্ঞান আর কেউই দিতে পারে না । আত্মা হলো খুবই ছোটো এক বিন্দু । সমস্ত আত্মাদের বাবা হলেন সুপ্রীম সোল । তাঁকে সুপ্রীম ফাদার বলা হয় । তিনি কখনোই পুনর্জন্মে আসেন না । এই সময় নাটকের অন্তিম দৃশ্য । এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো স্টেজ, এখানে খেলা চলছে । এর সময়সীমা হলো পাঁচ হাজার বছর । এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । যখন বাবা এসে সবাইকে উত্তম থেকেও উত্তম বানান । আত্মারা অবিনাশী । এই ড্রামাও অবিনাশী । এ হল এক বানানো খেলা । যা অতীত হয়ে গেছে তা আবার সেই সময়েই ঘটবে । সবার প্রথমে এঁরাই এসেছিলেন । লক্ষ্মী - নারায়ণ এখন আর নেই । প্রকৃত সত্য সঙ্গ এটাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদেরকে বাবা এবং দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুড নাইট । ওম্ শান্তি ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিচার সাগর মন্বন করে মানুষকে পাক থেকে বের করে আনতে হবে । যারা কুস্তকর্ণের নিদ্রায় নিদ্রিত আছে তাদের জাগাতে হবে ।

২) সূক্ষ্ম অথবা স্থূল দেহধারীদের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিয়ে এক নিরাকার বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । সকলের বুদ্ধিযোগ এক বাবার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে ।

বরদান:- প্রকৃত বৈষ্ণব হয়ে পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ স্থিতির অনুভবকারী সম্পূর্ণ পবিত্র ভব সম্পূর্ণ পবিত্রতার পরিভাষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহজ । সম্পূর্ণ পবিত্রতার অর্থ হলো স্বপ্ন মাত্রোও অপবিত্রতা যেন মন আর বুদ্ধিকে টাচ না করে - একেই বলা হয় প্রকৃত বৈষ্ণব । যদিও এখনো নস্বরের ক্রমানুসারে তোমরা পুরুষার্থী, তবুও এই পুরুষার্থের লক্ষ্য হলো সম্পূর্ণ পবিত্রতা, আর এটা সহজও । অসম্ভবকে সম্ভবকারী স্বয়ং সর্বশক্তিমান বাবা সাথে রয়েছেন ।

স্নোগান:- সহজযোগী সে-ই যে হঠ বা পরিশ্রম করার পরিবর্তে রমণীয়তার সাথে পুরুষার্থ করে ।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের রুহানী (আধ্যাত্মিক) যাত্রা অত্যন্ত গুপ্ত, যা তোমাদের বুদ্ধিযোগের দ্বারা করে যেতে হবে, এতেই কামাই (উপার্জন) রয়েছে"

*প্রশ্নঃ - স্মরণের যাত্রায় থাকা বাচ্চাদের লক্ষণ কেমন হবে?

*উত্তরঃ - তারা অত্যন্ত গম্ভীর এবং সুবুদ্ধি সম্পন্ন হবে। সদা শান্তচিত্ত থাকবে। ২) তাদের মধ্যে অশুদ্ধ অহংকার থাকবে না। ৩) তাদের একমাত্র বাবার স্মরণ ব্যতীত আর কোনো কথাই ভালো লাগবে না। ৪) তারা অত্যন্ত স্বল্প এবং ধীরে কথা বলবে। তারা প্রতিটি কার্য ইশারায় করবে। তারা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না বা হাসবে না। ৫) তাদের আচার-আচরণ অত্যন্ত রয়্যাল হবে। তাদের নেশা থাকবে যে আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান। ৬) পরস্পর অত্যন্ত প্রেমময় হয়ে থাকবে। কখনো সম্পর্ক লবণাক্ত হবে না। তাদের বাণী অত্যন্ত ফার্স্ট ক্লাস হবে।

*গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হযো না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে আমরা হলাম রাতের পথিক। কিন্তু এইরকম নয় যে তোমরা রাত্রিতেই বুদ্ধিযোগ যুক্ত করো বা যাত্রায় রয়েছে, না। এ হলো অসীম জগতের কথা। ওই শারীরিক (জিস্মানী) যাত্রা কেবল দিনেই হয়ে থাকে, রাত্রিতে যায় না। রাত্রিতে তো সকলেই শুয়ে পড়ে। এই যাত্রাকে তো তোমরা জানো অথবা বাবা জানেন অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা জানেন আর নিরাকারী আত্মারাই জানে। এখন পরমপিতা পরমাত্মা শরীরে বসে এই যাত্রা শেখাচ্ছেন। একথা কখনো কোনো শাস্ত্রে না শুনেছো, না কোনো বিদ্বান পণ্ডিত শেখাতে পারে। প্রতিটি সময়ে রাতেও, অমৃতবেলাতেও এই মাত্রা হতে পারে। ভক্তরা সকালে উঠে ঘরে বসে পড়ে। পূজো করে। তোমাদেরকেও বলা হয়ে থাকে যে সকালে স্মরণের যাত্রা ভালো হবে। এ হলো রুহানী যাত্রা। বাচ্চারা দেহী অভিমানী হয়েছে। আমরা হলাম আত্মা, এই নিশ্চয় করাও মাসির বাড়ি নয়। প্রতিমুহূর্তে ভুলে যায়। অনেক বাচ্চারা আছে যারা এই যাত্রাকে জানেও না। যদি যাত্রায় গিয়ে থাকে তাহলে প্রতিদিন যাত্রা করবে, তাই না ! যাত্রায় আবার দাঁড়িয়ে পড়ে নাকি! না তা পড়ে না। দাঁড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ যাত্রা করার শখ নেই। তোমাদের হল গুপ্ত যাত্রা, এর বর্ণনা কোন শাস্ত্রে নেই। বুদ্ধিযোগ যাত্রায় যত থাকবে অর্থাৎ বাবাকে যত স্মরণ করতে থাকবে ততই উপার্জন হবে। বুদ্ধির যোগ দৌড় করায় বাবার কাছে, এতে আত্ম অভিমানী হতে হবে। অর্ধেক-কল্প তোমরা দেহ-অভিমানী হয়েছে। সেই অর্ধেক-কল্পের অভ্যাস তোমাদেরকে এই এক জন্মে মুছে ফেলতে হবে অথবা সমাপ্ত করতে হবে। এ কোনো শাস্ত্র শোনার সেই সংসঙ্গ নয়। তোমরা বসে রয়েছে, নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। তারপর বাবার মতেও চলতে হবে। যে মং বাবা ব্রহ্মার দ্বারা দিচ্ছেন। তারপর লক্ষণও ভালো রাখতে হবে। আসুরীয় লক্ষণ হওয়া উচিত নয়। তার মধ্যেও প্রথম নম্বরে রয়েছে শুদ্ধ অহংকার তারপরে আর সব বিকার আসে। তাই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে, এই অভ্যাসই হলো অনেক পরিশ্রমের। অনেকেই রয়েছে যারা এই পরিশ্রমে পৌঁছতে পারে না, কেন ? ভাগ্যে নেই। এই যাত্রায় থাকার লক্ষণ কিরকম হবে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর এবং বুদ্ধিদার হবে। এক বাবার স্মরণ ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ভালো লাগবে না। শান্তি তো অনেকেই পছন্দ করে, সন্ন্যাসীরাও একান্তে জঙ্গল ইত্যাদিতে গিয়ে থাকে। কিন্তু তারা তব্ব অথবা ব্রহ্মের স্মরণে থাকে। ওই যাত্রা হল মিথ্যা কারণ ব্রহ্ম অথবা তব্ব কোনো সর্বশক্তিমান বাবা তো নয়। আত্মাদের বাবা তো হলো একজনই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব, যাকে সকল আত্মারাই আহ্বান করে থাকে। আর তারা এইরকম কখনো বলে না 'হে ব্রহ্ম বাবা', 'হে তব্ব বাবা'। না। আত্মা সদাই বলে 'হে পরমপিতা পরমাত্মা', ওঁনার নাম চাই। ব্রহ্ম তো মহাতব্ব, বসবাসের জায়গা। বাবা বলেন, ব্রহ্ম জ্ঞান বলা এ হলো ভ্রম। কেউ বলে দেয় আর মেনেও নেয়। সকলেই মিথ্যে পথ বলে সেইজন্য দেহী-অভিমানী হতে পারে না। আত্মাই পরমাত্মা বলে দিয়েছে তাহলে আবার যোগ কার সাথে লাগাবে! বাবা বলেন এসব হলো অসত্য জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানই নয়। জ্ঞান এবং ভক্তি দুটি শব্দ আসে। অর্ধেক-কল্প জ্ঞান আর অর্ধেক-কল্প ভক্তি চলতে থাকে। বাবা এসে বোঝান যে এই শাস্ত্র ইত্যাদিতে ভক্তির বর্ণনা রয়েছে। জ্ঞান আলাদা জিনিস, অর্ধেককল্প জ্ঞান সত্যযুগ-ত্রৈতা, দিন। অর্ধেককল্প ভক্তি অর্থাৎ রাত, দ্বাপর-কলিযুগ। এমন সহজ কথাও বিদ্বান আচার্যরা জানেনা। একদম শক্তি থাকে না। তোমরা বলো পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়ান। লোকেরা বলে যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী, পড়াবে কিভাবে? অনেক মাথা খাটাতে হয়। একটি মেয়ে সমাচার লিখেছে -- একজন শেঠ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে যে তুমি শাস্ত্র পড়েছো ? সে বলে, পরমাত্মা আমাদের শাস্ত্রের সার বুঝিয়েছেন, আমাদের দ্বিতীয় গুরু নেই। তখন সে নিজের কথা অনর্গল বলতে থাকে যে শাস্ত্র অবশ্যই পড়া উচিত।

এটা করা উচিত। সে শুনতে থাকে। কিন্তু বড় ব্যক্তিদের বোঝানোর জন্য সাহস চাই। বলা উচিত যে এটাই ঠিক। বেদ-শাস্ত্র পড়তে হবে কিন্তু ভগবানুবাচ -- যে এসব পড়ে আমার সাথে কেউ মিলিত হতে পারে না, মুক্তি জীবন মুক্তি পেতে পারে না। প্রথম কথা এটা বোঝানো উচিত - পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্পর্ক? অবশ্যই আপনি হলেন নগর শেঠ, কেবল একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি? দেখা উচিত যে কি জবাব দেয় কারণ বাবাকে তো সকলেই ভুলে রয়েছে। তাই পরিচয় দেওয়া উচিত। কিন্তু বাচ্চারা এইরকম কথা ভুলে যায়। শ্রীমতানুসারে চলে না। প্রথমেই শ্রীমৎ বলে, আমাকে স্মরণ করো। এক ঘন্টা, আধাঘন্টা কেবল স্মরণ করো। অনেক বাচ্চারা সারাদিনে ৫ মিনিটও স্মরণ করে না, এইসব লক্ষণ থেকে জানতে পারা যায়। অবশ্যই যদি স্মরণ করে, তাহলে আচার-আচরণ অত্যন্ত রয়্যাল হওয়া উচিত। বাচ্চারা রাজাদের কখনো দেখেনি। এই বাবার রথ হলো অত্যন্ত অনুভবী। সকলকেই জানে। কোনো গহনা ইত্যাদি নিতে হলে তখন মহারাজা আসবে -- কেবল হাত লাগাবে আর চলে যাবে, তারপর সেক্রেটারি নিজে থেকেই কথা বলবে। তাহলে তাদের কত আধিপত্য থাকে। তোমরা হলে গুপ্ত কিন্তু অত্যন্ত রয়্যালিটির সঙ্গে চলা উচিত। একদম কম কথা বলা উচিত। কেন? আমাদের টকী(শব্দের দুনিয়া) থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে মূলে যেতে হবে। ভক্তি মার্গে অনেক কান্নাকাটি করে। গান গায়। এখানে তোমাদের একদমই শব্দ করা উচিত নয়। ভিতরে এই জ্ঞান রয়েছে যে আমরা হলাম আত্মা। এখানে আর অল্প দিন বাকি রয়েছে। এখন যেতে হবে। শিববাবা কত অল্প বলেন, কেবল ইশারা দেন যে আমাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। খারাপ বলা না, খারাপ দেখোনা..... অনেক সেন্টারে ভালো ভালো বি.কে.-রা এত উচ্চৈঃস্বরে বলে, হাসে, সে আর জিজ্ঞাসা করো না। বাবা বুঝিয়ে থাকেন। এখানে তোমাদের কত ভালোবাসা থাকা উচিত। সত্যযুগে বাঘে-গরুতে একত্রে জল পান করে। এখানে অত্যন্ত প্রেমময় হয়ে থাকা উচিত। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, আচার-আচরণ অত্যন্ত রয়্যাল হওয়া উচিত। আমরা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। আমরা শ্রীমতে চলে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। শ্রীমতে না চললে তখন কত ডিস-সার্ভিস করে, সেইজন্য সময় লেগে যায়। বাণী অত্যন্ত ফার্স্টক্লাস হওয়া উচিত। স্কুলে বাচ্চারা নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে। কেউ তো অত্যন্ত ভালভাবে পড়ে -- কেউ থার্ডক্লাস। গরীবদের একাগ্রতা অত্যন্ত ভালো। ৫০ জন গরীব এলে একজন আসবে ধনী। কেন? বাবা হলেন দীনদয়াল। মাঝা ছিলেন গরীব। কিন্তু বাবার থেকে এগিয়ে গিয়ে ছিলেন। উনি লিফ্ট পেয়েছিলেন। বাবা ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন - এও হলো লিফ্ট। বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে। লক্ষণও শিখতে হবে, তবেই খুশীর পারদ (নেশা) চড়বে। বাবা বলেন - তোমাদের সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, পবিত্র আত্মা হতে হবে। ঐনার কাছে যখন আসো, তখন শিববাবাকে স্মরণ করে এসো। তোমাদের শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। ইনি তো গ্রামের ছেলে ছিলেন। এ হলোই অনাথ, দুঃখ প্রদানকারী ছেলেদের (মানুষের) দুনিয়া। 'ছো করে' (সিন্ধী শব্দ) অর্থাৎ কেন পতন হয়েছে? মায়া ফেলে দিয়েছে। বাবা কারণ বলেন যে তোমরা ভারতবাসীরা স্বর্গের মালিক ছিলে। আবার পড়ে গেলে কেন? আমায় অর্থাৎ বাবাকে ভুলে গেছো। এখন আমায় স্মরণ করো তবেই চড়তে পারবে। মুখ্য কথাই হলো বাবাকে স্মরণ করা, জ্ঞানের কথা শোনা এবং শোনানো। সার্ভিস করতে হবে। মাঝাও সার্ভিস করতেন। বাবা বেশী যেতে পারেন না। বাচ্চারা উপার্জন করে থাকে তখন সেবাধারী হয়ে যায়। বাবাকে তো এক জায়গায় থাকতে হবে। সকলকেই এখানে এসে রিফ্রেশ হতে হবে। এখানে মধুবনে যখন আসে তখন সাগর বাবা অনেক পয়েন্টস্ দেন। তফাৎ রয়েছে, তাই না! অবশ্যই সেন্টারগুলিতে ভালো-ভালোরা রয়েছে তবুও এখানে আসতে হয়। বাবা ভালভাবে বোঝান। অনেক ভাল-ভাল বাচ্চারাও পরস্পর লবণাক্ত সম্পর্কের (লুনপানী) হয় তাহলে তারা অন্যদের কিভাবে শেখাবে? পরস্পর কথা বলে না, কত বদনাম করে সেইজন্য বাবা মুরলী শোনান যাতে বাচ্চাদের চোখ খোলে। কিন্তু ব্রাহ্মণীরা পরস্পর মিলিত হয় না। কথা বলে না। এ হলো অতি উচ্চ গুণব্যা। বাবা বলেন -- আমি আসি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিকে পরিণত করতে। কোনো অস্ত্রশস্ত্র বলে নয়। না কোনো খরচের কথা রয়েছে। কেবল বাবাকে স্মরণ করো আর দৈবগুণ ধারণ করো। পরস্পরের সঙ্গে অতি মিষ্টি করে বলো। সকলকে জ্ঞানের কথা শোনাও। তোমাদের কাজই এই। এই চিত্রগুলির মাধ্যমে বোঝাতে হবে। ওরা ভক্তির গান গায় যে 'হে পতিত-পাবন এসো', এসে পবিত্র করো। গীতার ভগবান এসে পবিত্র বানিয়েছেন। তোমরা জানো যে গীতার ভগবান আমাদের পুনরায় নর থেকে নারায়ণ, মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত করছেন। কিন্তু নিজের মধ্যকার গুণও তো দেখো। মিথ্যা তো যেন কারো-কারোর নাস্তার ওয়ান ধর্ম। বাচ্চারা, তোমাদের (কাউকে) দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। কাউকে দুঃখ দিলে তবে সে হলো পশুর থেকেও খারাপ। মুখে আলাদা কিছু বলে আর পরস্পরের সম্পর্ক লবণাক্ত হতে থাকে তখন প্রচুর ডিস-সার্ভিস করে। একেই মায়ার গ্রহণ বলা হয়ে থাকে। কারোর উপর গ্রহের দশা বসলে তখন গ্লানি করতে লেগে পড়ে। কারোর গ্রহের দশা অল্পসময়ের জন্য চলে, কারোর শেষ পর্যন্তও নামে না। সেইজন্য বাচ্চাদের সার্ভিস করতে থাকতে হবে। তারা বলে, বাবা সার্ভিস ছাড়া আমরা থাকতে পারি না। আমাদের কোথাও পাঠাও। যারা সার্ভিসই জানে না, বাবা তাদের অ্যালাউ করবে নাকি, না তা করবে না। দেখবে, তাদের সার্ভিসের শখ আছে কি? বলে যে বাবা আমাদের অমুক সার্ভিসের শখ আছে তখন বাবা পাঠিয়ে দেন। সার্ভিস ব্যতীত পদ কি পাবে? তোমাদের সার্ভিসই

হলো মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করা। এটা জিজ্ঞাসা করতেই হবে যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্বন্ধ? কুরুক্ষেত্রে যারা রয়েছেন, বাবা তাদের এই ডাইরেকশন দিয়ে থাকেন যে বড় বড় বোর্ড লাগিয়ে দাও। মেলায় এই পোস্টার অবশ্যই লাগিয়ে দাও। তখন সকলেরই বিচার চলবে যে এরা ঠিকই জিজ্ঞাসা করে। এ অত্যন্ত ভালো কথা। ওখানে এমন পান্ডা রয়েছে যার মাথা খারাপ করে দেয়। দেখা গেছে যে - তীর্থে অনেক বেশী সার্ভিস হতে পারে না। ওরা (পান্ডা) বুঝেও যায় তারপর বলে, আমরা যদি এই জ্ঞান বোঝাতে লেগে পড়ি তাহলে আমাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে। এতসব ফলোয়ার্সরা বলবে যে এ বি.কে.-দের উপর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছে। এতে অনেক বোধ এবং দূরদর্শিতা চাই। মহিমা শিববার, ঊঁনার শ্রীমতে চলা উচিত। জ্ঞানে বুদ্ধি অত্যন্ত ভালো হওয়া উচিত। শ্রীমতানুসারেই চলা উচিত। অনেকের অহংকার চলে আসে যে আমার মতন কেউ নেই। কেউ তো এমন বুদ্ধিও আছে যে মনে করে ব্রহ্মাও কে এমন? যেমন আমরা জিজ্ঞাসু, তেমনই ব্রহ্মাও জিজ্ঞাসু। কোনো পয়েন্টস এ আমরা তীক্ষ্ণ, কোনো পয়েন্টস এ আবার ব্রহ্মা তীব্রবেগে যাবেন। আরে, মাম্মা-বাবা তো সকলের থেকে তীক্ষ্ণ হবেন। তোমরা ঊঁনাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করো কেন? অনেকের অহংকার চলে আসে। বাবা বলেন - রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ে পড়ো না। বাঁদরের মতো মনোবৃত্তি ত্যাগ করো। নাহলে পুনরায় সাজাভোগ করতে হবে। দৈবগুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে কখনো উল্টো মত দেওয়া উচিত নয় যার ফলে তার বুদ্ধিযোগ ভেঙে যায়। গল্প-কাহিনী উল্টো মত দেয়। এও শাস্ত্রতে রয়েছে, তাই না! রাম হলো একজন, বাকি সকলেই হলো সীতা। বাচ্চাদের আচার-আচরণ অত্যন্ত দিব্য হওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্য-পিতা সৎ বানাতে এসেছেন, সেইজন্য কখনো মিথ্যা বলবে না। সদা সৎ হয়ে থাকতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

২) মুখে জ্ঞানের কথা বলতে হবে। বাণী অত্যন্ত ফার্স্ট ক্লাস (মধুর) রাখতে হবে। কাউকে উল্টো মত দিয়ে কুমন্ত্রণা দেওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- কম্প্যানিয়নকে (সঙ্গী) কন্সাইন্ড রূপে অনুভবকারী স্মৃতি স্বরূপ ভব অনেক বাচ্চারা বাবাকে নিজের কম্প্যানিয়ন (সাথী) তো বানিয়েছে কিন্তু সাথীকে কন্সাইন্ডরূপে অনুভব করো, আলাদা হতেই পারবে না। কারোর শক্তি নেই যে আমার কন্সাইন্ড রূপকে আলাদা করতে পারে, এরকম অনুভব বার-বার স্মৃতিতে আনতে-আনতে স্মৃতি-স্বরূপ হয়ে যাবে। যত কন্সাইন্ডরূপের অনুভব বৃদ্ধি করতে থাকবে ততই ব্রাহ্মণ জীবন অত্যন্ত প্রেমময়, মনোরঞ্জনক অনুভূত হবে।

স্লোগানঃ:- দৃঢ় সঙ্কল্পের বেল্ট বাঁধা থাকলে তখন সীট থেকে আপসেট হতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার গতি সঙ্গতি করার যে মত বা রায় তা সবার থেকে আলাদা, সেইজন্যই গাওয়া হয়, তোমার গতি মতি তুমিই জানো, তিনি স্বয়ং নিজের মত দিয়ে থাকেন"

*প্রশ্নঃ - ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলার অধিকারী কারা? তাদের স্বভাব কেমন হবে?

*উত্তরঃ - যারা বাবার মতো মিষ্টি এবং স্নেহী হয়,যে কখনও মতপার্থক্যের মধ্যে থাকে না, তারাই ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলার অধিকারী হয়। বি.কে.দের স্বভাব খুব মিষ্টি হওয়া উচিত। অন্তরে এতটুকুও কটুতা অথবা দেহ-অভিমান যেন না থাকে।

*গীতঃ- ওম নমঃ শিবায়...

ওম শান্তি । সব সেন্টারে অমূল্য রত্নদেরকে অসীম জগতের পিতা বোঝাচ্ছেন, সেন্টারে থাকা বাচ্চারা বুঝতে পারবে আর শুনতে পারবে যে বাবা কি বোঝাচ্ছেন। দেখো, এই দুনিয়াতে প্রত্যেকের একের প্রতি অপরের কেবল ঘৃণা । ফর্সাদের কালোদের প্রতি ঘৃণা থাকে। মনে মনে ভাবে এ আমাদের গ্রাম থেকে যেন বেরিয়ে যায় এতটাই ঘৃণা থাকে। এতো ধর্মের মানুষ আছে, কিন্তু সবাই একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করে থাকে। এটা হচ্ছে রাবণের রাজ্য, এর এখন শেষ সময়। মানুষ তো জানে না, ডাকতেই থাকে হে পতিত-পাবন, দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা, হে লিবরেটর (মুক্তিদাতা) এসো। দুঃখ তো সবারই। বুদ্ধিও বলে থাকে একে হেভেন তো বলা যায় না। স্বর্গই সবার স্মরণ আসে, সুতরাং এখন নিশ্চয়ই এটা নরক। নতুন দুনিয়া অবশ্যই ছিল, পুনরায় সেই শান্তির পরে সুখের দুনিয়া অবশ্যই আসবে। ওখানে এই দুঃখধামের চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। এখন সুখ-শান্তির নাম নিশান কিছুই নেই। ৫ হাজার বছর আগে সুখধাম ছিল। বাকি সমস্ত আত্মারা তখন শান্তিধামে থাকতো। এ'কথাও তোমরা এখন জেনেছ যখন তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের বুঝিয়েছেন। বলাও হয়ে থাকে ঈশ্বর তোমাদের সুবুদ্ধি দেবেন। এমনটা বলবে না যে ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর সু-মত দাও। ঈশ্বরের নামই নিয়ে থাকে। নিশ্চয়ই তবে কেউ আছেন। এই সময় ঈশ্বর এসেই মত দেন আর সাকারে এসেই দেবেন। লেখা আছে শ্রীমত ভগবানুবাচ, কিন্তু কৃষ্ণের নাম সেখানে লেখা হয়েছে। বাস্তবে হলো নিরাকার ভগবানের মত। তবে নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে। ভগবান তো সমগ্র দুনিয়া পরিক্রমা করে বেড়াননি! না তিনি সমগ্র দুনিয়াতে আসতে পারেন, না ভগবান সবার কাছে যেতে পারে। না সবাই পরমাত্মার সামনে আসতে পারেন। কত অসংখ্য মানুষ আছে। কোনো নামকরা মানুষ এলে, সবাই কি তাকে দেখার সুযোগ পাবে নাকি। এতো এতো মানুষ আত্মাদেরকে বাবা এসে গতি বা সঙ্গতি দিয়ে থাকেন। শান্তিধাম আর সুখধাম আলাদা-আলাদা। সুখধামে অশান্তি নেই। দুঃখধামে শান্তি নেই। এ'সব বিষয়ে বাবা এসে বুঝিয়ে থাকেন, যা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। ভগবানকে বলা হয় নলেজফুল, তিনি সবকিছু জানেন। ওঁনার গতি বা সঙ্গতির মত সবার থেকে আলাদা। গানও গায় হে প্রভু তোমার গতি মতি তুমিই জানো। যখন তুমি বলবে তখনই আমরা জানব। নিশ্চয়ই তাঁকে আসতে হবে, তা না হলে সঙ্গতি কিভাবে দেবেন। সবার সঙ্গতি দাতা এবং সবার পিতা তিনি। সবাই নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই, সবাই বাবা তো হতে পারে না। এ হলো বোঝার মতো বিষয়। কিন্তু আসুরি মত যা শুনিয়েছে সেটাই সবাই মেনেছে। সবাই আসুরি মতের অধীনে। তোমাদের কাছে এখন কতো আলোক। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ যারা এতো উচ্চ সঙ্গতি পেয়েছে, তাদের মধ্যেও এই নলেজ থাকে না। ত্রিকালদর্শী বাবার কাছ থেকেই, তারা রাজস্ব পেয়েছে। বাবা এসে কাদের ত্রিকালদর্শী করে তোলেন? নিশ্চয়ই বাচ্চাদের করবেন। নিজের বাচ্চাদের শেখাবেন তারপর তাদের থেকে অন্যরাও শিখবে। ব্রহ্মা হলেন বাবার সন্তান। ব্রহ্মার বাচ্চারা তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। বিশ্ব বা শঙ্করকে বাচ্চা বলা যায় না। গায়ন আছে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, সুতরাং এই ব্রহ্মাও পিতা, শিবও পিতা। দুজনেই পিতা। নিশ্চয়ই ব্রহ্মা দ্বারাই সৃষ্টি রচনা করবেন। গায়ন আছে ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণদের স্থাপনা হয়েছে। অনেক ধর্মের যেমন মানুষ আছে, এক ধর্মেরও মানুষ ছিল। সবটাই মানুষের কথা। এখানে জানোয়ারের কথা তো হতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন সবার আগে জিজ্ঞাসা করো পতিত-পাবন কে ? পরমপিতা পরমাত্মা নাকি গঙ্গা জল? এ'বিষয়ে সবাই ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তারা তখন এতো মেলা ইত্যাদির মধ্যে যে ছুটে বেড়ায়, সেগুলো থেকে মুক্ত হবে। বলে থাকে পতিত-পাবন, সুতরাং বুদ্ধি উপরের দিকে যায়। পতিত-পাবনী গঙ্গা বললে বুদ্ধি জলের দিকে যায়। জ্ঞান অমৃত নাম শুনে গঙ্গাজলকেই অমৃত মনে করে। সুতরাং সবথেকে মুখ্য প্রশ্ন হলো এটাই।

বাবা অনেক রকম যুক্তি বলে দেন কিন্তু তোমাদের অন্তত কিছু অন্তত মনে রাখা উচিত। বাচ্চারা লেখে অনেকেই প্রভাবিত

হয়েছিল কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে কিছুই বসেনি। শুধু এইটুকুই বুঝেছে যে ব্রহ্মাকুমারীরা ভালো পথের হদিশ দেখায়। ঘরে গিয়ে সব ভুলে যায় সেইজন্যই যখন প্রদর্শনীতে আসে প্রতিটি বিষয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে লেখানো উচিত। শত-শত আসে, কিন্তু কারো বুদ্ধিতেই একটা কথাও বসে না। বাবার কাছে এমন খবর আসে না যে এই-এই প্রধান বিষয়ে ভাষণ দিয়েছি। এটা হলো স্কুল, টিচার জিজ্ঞাসা করলে স্টুডেন্টসদের উত্তর দিতে হবে। তোমরা টিচার হয়ে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেবে। বাচ্চারা খুব খুশি হয়। তোমরা বাচ্চারা অবতরণের কলা এবং উত্তরণের (চড়তি) কলা দুটি বিষয়েই বুঝিয়ে থাকো। কেউ মুক্তিতে গেছে, কেউ জীবনমুক্তিতে গেছে। তার ফলে সবারই ভালো হয়েছে। এটা সবার জন্যই উত্তরণের কলা হয়ে গেল। তারপর আবারও ঐ সত্যপ্রধান সত্যযুগ নিবাসকারীদের তমোপ্রধান হয়ে নিচে অবশ্যই নামতে হবে। সুতরাং এটাও দেখাতে হবে যে দ্বাপর থেকেই নিচে নেমে আসার কলা শুরু হয়। উত্তরণ এবং অবতরণ কলারও স্লাইড আছে। কিন্তু বাচ্চারা বোঝায় না। প্রতিটি বিষয় তোমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, এটা ঈশ্বরীয় পড়াশোনা, এখানে তোমাদের টিচার হয়ে বসা উচিত। ভাষণ দিলে, স্টেজ সেক্রেটারি হলে, এগুলো তো কমন (সাধারণ) ব্যাপার। এখানে প্রতিটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সবার সঙ্গতি দাতা, পতিত-পাবন বাবা একজন নাকি সর্বব্যাপী? যদি সর্বব্যাপী হন তবে বাবা কিভাবে হতে পারেন? বলো পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর গীতার ভগবান নাকি শ্রীকৃষ্ণ? ভগবান কাকে বলবে? নিশ্চয়ই নিরাকারকে বলবে। এই হিসেবে গীতা খন্ডন হয়ে গেছে। গীতা হলো মাতা-পিতা, সেটাই যখন খন্ডন হয়ে গেছে তখন অন্যান্য শাস্ত্রও খন্ডন হয়ে যায়। তোমরা প্রমাণ করে বলো যে সম্পূর্ণ দুনিয়াতে মিথ্যাচার, সবাই পাথরবুদ্ধির হয়ে গেছে। পরশবুদ্ধি হয় সত্যযুগে। পাথরবুদ্ধির হয়ে গেছে সবাই তবেই তো বাবা এসে পরশবুদ্ধি করে তোলেন। যারা পরশবুদ্ধির ছিল তারাই এখন পাথরবুদ্ধির হয়ে গেছে, যখন সৃষ্টিরও অন্তিম সময় চলছে। এর মাঝের সময়টাতে আমরা বলতে পারি না যে তুচ্ছ বুদ্ধি বা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। শেষে গিয়ে সবকিছু তমোপ্রধান হয়ে যায়। ক্রিস্টান ধর্ম যখন এসেছে তখন এমনটা বলা হয় না যে ওরা তমোগুণী ছিল। না। তাদেরও সত্য, রজঃ এবং তমঃ-র মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই সময় সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। এর বিনাশ হতেই হবে। এর উপরে যথার্থ রূপে ভাষণ দিতে হবে। এমন নয় যে যা মনে আসে বলে দিলে। বড় বড় অঙ্করে এই ধাঁধাটি লেখো, যাতে সবাই পড়তে পারে যে গীতার ভগবান পুনর্জন্ম রহিত। জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা নাকি শ্রীকৃষ্ণ? ভগবানই গীতা রচনা করেছেন আর পতিতদের পবিত্র করেছেন। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। এখন কৃষ্ণের আত্মাও পবিত্র হচ্ছে। এই বিষয়ে কেউ কথা বলে না। ৫ বিকার নিয়ে অনেক ডায়ালগ হতে থাকে (অনেক অনেকে অনেক বক্তব্য রাখে)। বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস করা উচিত। কেউ-কেউ নিজেদের খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করে কিন্তু ভাবা উচিত যে কিভাবে (সত্যিই) বুদ্ধিমান হওয়া যায়? এখনও পর্যন্ত তোমরা কাঁচা। প্রতিটি মার্চেন্ট (বণিক) এবং ভিন্ন ধর্মের প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা করে নিমন্ত্রণ করা উচিত। রামকৃষ্ণ আশ্রমের বিরাট মঠ আছে। হরিজনদেরও অ্যাসোসিয়েশন আছে, তাদের মধ্যে যে প্রধান তাকেও নিমন্ত্রণ করে ডাকা উচিত। এমন কেউ থাকা উচিত যে এই ধরনের কাজ করে এবং সেই কাজে ব্যস্ত থাকে। নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। বাবা শ্রীমত দেন। মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তোমরা মায়েদের খুব ভালোভাবে চ্যালেঞ্জ করা উচিত। কমজোর হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কিছু ব্রাহ্মণদের নিজেদের মধ্যে বনিবনা হয়না। মত পার্থক্যের জন্য একে অপরের সাথে কথাও বলে না। ওদের ভীষণ দেহ-অভিমান থাকে। রামরাজ্যে যাওয়ার জন্য তো যোগ্য হতে হবে তাইনা। এটা হলো ঈশ্বরীয় রাজ্য, এখানে আসুরি স্বভাবের যারা তারা থাকতে পারে না। তাদের বি.কে বলার কোনো অধিকার নেই। বাবা কত মিষ্টি আর প্রিয়, সুতরাং বাবার সমান হতে হবে। কিছু-কিছু বাচ্চারা খুব তিক্ত হয়। বাবা বলেন এ তো জঙ্গলি কাঁটা। সুতরাং প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে জিজ্ঞাসা করে তারপর লেখানো উচিত। পতিত-পাবন পরমাত্মা নাকি গঙ্গা? সবার সঙ্গতি দাতা পরমপিতা পরমাত্মা নাকি গঙ্গার জল? এমন চিত্র তৈরি করা উচিত। প্রজেক্টরেও এই ধরনের ধাঁধা রাখতে পারো। এখন বিচার করো গীতার ভগবান কে? বাবা তো ডায়রেকশন দেন। প্রথমে মূল বিষয় প্রমাণ করো। অল্ফ-কে (ঈশ্বর) জানলে সবকিছু জানতে পারবে। বীজকে জানলে বৃক্ষ সম্পর্কেও জানতে পারবে। বাচ্চারা তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে, মানুষ তো বলে বি.কে. খুব ভালো সার্ভিস করছে, সুতরাং মানুষের এটার থেকে লাভ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু একজনও আসে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিহঙ্গ মার্গের সেবা করতে হবে। কখনও মতপার্থক্যে আসা উচিত নয়।

২) টিচার হয়ে সবাইকে অল্ফ এর পরিচয় দিতে হবে। উত্তরণের কলা আর অবতরণ কলার রহস্য বুঝিয়ে বলতে হবে।
জ্ঞানের ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে সত্যতা প্রমাণ করতে হবে।

বরদান:- মাস্টার দাতা হয়ে খুশির খাজানা বন্টন করে সবার শুভকামনার পাত্র ভব
বর্তমান সময়ে সবারই অবিনাশী খুশির প্রয়োজন রয়েছে, সবাই খুশির ভিখারি, তোমরা দাতার সন্তান।
দাতার বাচ্চাদের কাজ হলো দেওয়া। যারাই সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে তাদের খুশি প্রদান করো। কেউ-ই যেন
খালি (শূন্য) না যায়, এতোটাই ভরপুর হও। প্রতিটি মূহুর্তে মাস্টার দাতা হয়ে কিছু দিচ্ছি নাকি শুধু নিজের
ভিতরেই খুশিতে থাকছি চেক করো। যত বেশি অন্যদের দেবে ততই সবার আশীর্বাদের পাত্র হতে পারবে
আর এই আশীর্বাদ সহজ পুরুষার্থী বানিয়ে দেবে।

স্লোগান:- সঙ্গম যুগের প্রাপ্তি গুলিকে স্মরণে রাখলে দুঃখ বা ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের কথা স্মরণে আসবে না।

মাতেশ্বরী জী'র অমূল্য মহাবাক্য -

১) ওম্ বলতে থাকো (রেটো) মানে ওম্ জপ করো। যে সময় আমরা ওম্ শব্দ বলে থাকি এই ওম্ বলার অর্থ এই নয় যে
ওম্ শব্দের উচ্চারণ করতে হবে। শুধুমাত্র ওম্ বললে জীবনে কোনো লাভ হবে না। ওম্-এর অর্থ হলো স্বরূপে স্থিত হওয়া।
ওম্ এর অর্থ জানলে মানুষের সেই শান্তি প্রাপ্ত হয়। মানুষ তো অবশ্যই চায় যে আমরা যেন শান্তি পাই। শান্তি স্থাপনের জন্য
মানুষ অনেক সঙ্কলন করে থাকে কিন্তু রেজাল্ট দেখা যায় যে সেটা আরও অশান্তি দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কেননা
মুখ্য কারণ হচ্ছে মনুষ্যাত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত ৫ বিকারকে নষ্ট না করবে ততদিন এই দুনিয়াতে শান্তি কখনোই আসতে পারে
না। সুতরাং প্রথমে প্রত্যেক মানুষকে নিজের ৫ বিকারকে বশীভূত করতে হবে আর নিজের আত্মার ডোর পরমাত্মার সাথে
যুক্ত করতে হবে, তবেই শান্তি স্থাপন হবে। সুতরাং মানুষের নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমি কি আমার ৫
বিকারকে নষ্ট করেছি? তাদের উপর জয় লাভ করার জন্য আমি কি চেষ্টা করেছি? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি নিজের
৫ বিকারকে কিভাবে বশীভূত করব, তখন এই উপায় বলে দেওয়া হয় যে প্রথমে তাদের জ্ঞান এবং যোগের ধূপ দিতে হবে
আর পরমপিতা পরমাত্মার মহাবাক্য হলো, আমার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করে আমার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে আমি
সর্বশক্তিমান প্রভুকে স্মরণ করলে বিকার দূরে সরে যেতে থাকবে। এতটা সাধনা করতে হবে, যা স্বয়ং পরমাত্মা এসে
আমাদের শেখান।

২) তোমার গতি মতি তুমিই জানো এই মহিমা কার জন্য করা হয়? পরমাত্মা সঙ্গতি করার জন্য যে মত দিয়ে থাকেন
তা একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষ জানতে পারে না। মানুষের শুধুমাত্র এটাই ইচ্ছা থাকে আমরা সবসময়ের জন্য সুখ চাই,
কিন্তু সেই সুখ কিভাবে পাবে ? যতক্ষণ না মানুষ তাদের ৫ বিকারকে ভস্ম করে তাদের কর্ম নিরপেক্ষ না করবে ততক্ষণ
তারা সুখ পেতে পারে না, কেননা কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি অত্যন্ত গভীর এবং শুধুমাত্র পরমাত্মা ছাড়া কোনো মনুষ্য
আত্মা সেই কর্মের গতি সম্পর্কে জানতে পারবে না। যতক্ষণ না পরমাত্মা এসে সেই গতির কথা শোনাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত
মানুষের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে না, সেইজন্যই মানুষ বলে থাকে তোমার গতি মতি তুমিই জানো। এদের সঙ্গতি
করবার মত পরমাত্মার কাছে আছে। কিভাবে কর্মকে অকর্ম করে তুলতে হবে, এই শিক্ষা দেওয়া পরমাত্মার কাজ।
মানুষের তো এই সম্পর্কে জ্ঞান নেই, যার ফলে উল্টো কাজ করতেই থাকে, এখন মানুষের প্রথম কর্তব্য হলো নিজের
কর্মকে সংশোধন করা, তবেই মানুষ জীবনের সম্পূর্ণ লাভ উঠাতে পারবে। আচ্ছা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium
Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent
1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent
1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent
1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent
1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent
2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের অনেক কদর করতে হবে, কারণ এই যন্ত্রের দ্বারাই ভারত স্বর্গ হয়, তোমরা হলে এই যন্ত্রের রক্ষক”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা বাবাকে অথবা টিচারকে কিভাবে এবং কখন তালাক দেয় ?

*উত্তরঃ - যখন বাবাকে অথবা টিচারকে ভুলে যায়, মুরলী মিস করে, পড়েও না, শোনেও না, অর্থাৎ বাবাকে তালাক দিয়ে দেয়। বাবা বলছেন বাচ্চারা তোমরা আমাকে তালাক দেবে না।

*প্রশ্নঃ - তোমাদের সত্য জ্ঞান মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় কেন?

*উত্তরঃ - কেননা এই জ্ঞান পরম্পরাক্রমে চলে না। এখনই প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। এই জ্ঞান কারো জানা নেই। এটা হল নতুন জ্ঞান এইজন্য তাদের বুঝতে সমস্যা হয়।

*গীতঃ- তুমি হলে আমার মাতা, পিতা, সহায়ক, স্বামী, বন্ধু, রক্ষক সবকিছু...

ওম্ শান্তি । যাঁর সাথে বাচ্চারা এখন যোগযুক্ত আছে, বাইরের মানুষ তাঁরই মহিমা গান করে থাকে। তোমরা তাঁর স্মরণে বসে আছো। নিজেকে আত্মা মনে করে, দেহের অভিমান ত্যাগ করে একেরই স্মরণে থাকতে হবে। এখন তোমরা আত্মা-অভিমानी হয়েছো। পূর্বে তোমরা দেহ-অভিমानी ছিলে। সত্যযুগে তোমরা বাবাকে জানতে না, কেননা তখন তোমরা সুখে থাকতে তাই বাবার কথা স্মরণে থাকত না। এখানে দুঃখে আছো তাই আহ্বান করছো। গায়নও আছে দুঃখ হরণকারী - সুখ প্রদানকারী। বাস্তবে সত্যিকারের হরিদ্বার হল এটাই। সাধারণ মানুষ হরি বলতে শ্রীকৃষ্ণকে আর বৈকুণ্ঠকে শ্রীকৃষ্ণের হরিদ্বার বলে থাকে। তোমরা জানো যে বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণকে হরি বলা যাবে না। দুঃখ-হরণকারীকে হরি বলা হয়। তোমরা জানো যে শিববাবা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বার অথবা বৈকুণ্ঠ, সত্যযুগের দ্বারোদঘাটন করতে এসেছেন। কেউ মহল তৈরী করে তো কেউ ওপেনিং সেরিমনী করে তাই না! তো বাবা এসেছেন হরি দ্বারের সেরিমনী করতে। কৃষ্ণের রাজধানীতে তো কংস থাকে না। বাবার দ্বারা আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার নিষি। বাবা-ই এসে স্বর্গ স্থাপন করছেন। স্থাপন করাকে সেরিমনী বলা হয়। মহল তৈরীর প্রথমে ফাউন্ডেশন লাগানো হয় তার উপর সম্পূর্ণ মহল তৈরী হয়, তারপর সেরিমনী করা হয়। তো বাবা ফাউন্ডেশন লাগাতে এসেছেন। ১৯৩৭ সালে ফাউন্ডেশন লাগিয়েছিলেন, এখন পুনরায় তোমরা স্থাপন করছো। তোমরা এ'জন্য খুশীতে থাকো যে বাবা এসেছেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে আর আমরা নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি। এই পৃথিবীতেই স্বর্গ ছিল, এখন পুনরায় স্থাপন করছেন। প্রত্যেককে সত্য পরিচয় দিচ্ছেন। ধর্ম স্থাপককে পয়গম্বর (সংবাদ দূত) বলা হয়, তাই না। সত্য-সত্য পরিচয় আমিই প্রদান করি। আমিই রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের স্থাপনা করছি। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি বেদ শাস্ত্রের দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। এইসব হল ভক্তি মার্গের শাস্ত্র। ভক্তি মার্গে অনেক সামগ্রী আছে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা ভক্তি করে এসেছো। এখন জ্ঞান শোনো, এরপর সত্যযুগে আর জ্ঞান শুনতে পাবে না। কথিত আছে - জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দিয়েছেন। সত্যযুগে অন্ধকার থাকবে না যে ভক্তি করবে! বাবার থেকে জ্ঞান শোনো তাহলে আর ভক্তি থাকবে না।

তোমরা জানো যে রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয়, রামরাজ্য কাকে বলা হয়। তোমাদের এখন জ্ঞানের প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েছে, বাবা তোমাদেরকে অজ্ঞানরূপী অন্ধকার থেকে জাগরিত করছেন। এখন দেখো দীপাবলী পালন করে, সেখানে কোনও দীপ ছোট তো কোনটি বড় তৈরী করে। এখন এই ছোট বড় দীপক জাগ্রত হচ্ছে তাই না, জ্ঞান রূপী ঘূত প্রাপ্ত হচ্ছে। মানুষ মারা গেলেপ্রদীপে ঘী ঢালতে থাকে যাতে প্রাণী (আত্মা) অন্ধকারে ঠোঁকর না খায়। সেটা হল পার্থিব জগতের কথা, তোমাদের হল অসীম জগতের কথা। যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই ঠোঁকর খাওয়া শুরু হয়ে যায়। এখন দিন দিন আরও বেশী বেশী ঠোঁকর খাচ্ছে। প্রথমে একের ভক্তি করতো, এখন তো মানুষের, রাস্তার তোমাথা-রও ভক্তি (পূজা) করে। ভক্তির অনেক সামগ্রী আছে, যতটা বৃক্ষের সামগ্রী আছে। বীজ থেকে কত বড় বৃক্ষ নির্গত হয়, ভক্তিও এতটাই। জ্ঞান হল বীজ, এই সৃষ্টি তো হল অনাদি অবিনাশী। এর কখনও বিনাশ হয় না। এই সৃষ্টি, চক্র লাগাতেই থাকে। বীজও একটা তো বৃক্ষও (ঝাড়) একটা। এমন নয় যে আকাশে, পাতালে, সূর্যে, চন্দ্রে দুনিয়া আছে। এখানে তো বিজ্ঞানীরা চাঁদে গিয়ে থাকার প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু এটা জানে না যে বিজ্ঞানের দ্বারাই সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হবে আর রাজস্ব তোমরা নেবে। তোমরা বলবে যে - এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত আছে। অন্যরা এই কথাগুলি বুঝতে পারবে না। রাজস্ব তোমাদেরই প্রাপ্ত হবে কেননা কৃষ্ণপূরী আর খ্রীষ্টান পুরীর সাথে কানেকশন আছে। এরাই ভারতবাসীদেরকে নিজেদের

মধ্যে যুদ্ধ করিয়ে কৃষ্ণপুরীকে খ্রীষ্টান পুরী বানিয়েছে। এখন বাবা বলছেন যে হিসাব নিতে হবে, এদেরকে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়ে মাখন তোমাদেরকে দিচ্ছেন অথবা তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। এরা নিজেদের মধ্যে অবশ্যই লড়াই করবে। এক দেশ মনে করে সে শক্তিসম্পন্ন তো অন্য এক দেশ মনে করে যে সে শক্তিসম্পন্ন, সে-ই জিতবে। কিন্তু সবথেকে বেশী শক্তি সম্পন্ন হলে তোমরা। জয় তোমাদের হবেই। মহাবীর মহাবীরনী বলা হয়ে থাকে। বাবা বলছেন - মায়ার তুফান তো আসবেই কিন্তু সেই মায়াকে কর্মে রূপান্তরিত করবে না। যোগবলের দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে আর বাহুবলের দ্বারা বিনাশ হচ্ছে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, একে বলা যায় যোগবল। আবার জ্ঞানবলও বলা যায়। জ্ঞানবল কেন বলা যায়? কেননা শাস্ত্রে বল নেই। শাস্ত্র পড়ে কারো মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয় না। ভক্তির শাস্ত্র বলা হয়। জ্ঞানের কোনও শাস্ত্র হয় না। এখন রামের যে পুস্তক তৈরী হয়েছে (রামায়ণ) বা যাকিছু শাস্ত্র ইত্যাদি আছে, যুদ্ধের সময় সব নষ্ট হয়ে যাবে। মিথ্যা গীতা, সত্য গীতা সব নষ্ট হয়ে যাবে কেননা তোমাদের সঙ্গতি প্রাপ্ত হবে। সব কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। বাকি আর কোনও কামনা থাকবে না। এখন তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রকে জেনে গেছো। তোমরা এখন 'অন্তহীন' বলতে পারবে না। অন্তহীন বলে থাকে নাস্তিকরা। বলে থাকে - গড় ফাদার, কিন্তু নাম, রূপ, দেশ, কাল, কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তোমরা তাঁর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, পতিতদেরকে পবিত্র করার কর্তব্যকে জেনে গেছো। সাধারণ মানুষ তো রাবণকে জ্বালায়। এসব দেখে তোমাদের এখন হাসি পায়। জন্ম-জন্মান্তর তোমরাও রাবণকে জ্বালাতে। এখন তো রাবণ রাজ্যের বিনাশ হবে তারপর আসে দীপাবলী। সেখানে শুধুই আলোর প্রকাশ, তাকে রামরাজ্য বলা হয়। বলে তো সবাই যে - রামরাজ্য চাই। কিন্তু রামরাজ্যকে জানেই না। এখন তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে আর রাবণরাজ্য ট্রান্সফার হয়ে যাবে রামরাজ্যে। তার আগে তোমরা যাবে রুদ্রমালাতে। আর এইসব ইসলামী, বৌদ্ধী আত্মারা অর্ধেক কল্প মুক্তিতে থাকবে। যখন আমাদের সত্যযুগের প্রালম্ব সম্পূর্ণ হবে তখন ভক্তি শুরু হবে। তারপর দ্বাপরকে রাবণরাজ্য বলা হবে কেননা নিজেদের দেবতা ধর্মকে ভুলে যাবে। এটা হবে অবশ্যই। বট গাছের উদাহরণ দেওয়া হয়। বাচ্চারা জানে যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে। সবাই ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যখন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়ে যাবে, তখন এইসব ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। কথিত আছে - অনেক অধর্মের বিনাশ, এক সত্য ধর্মের স্থাপনা হোক। এখানে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। যে নিজে ধারণা করবে আর অন্যদেরকেও করাবে, তারা উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। বাবা বলছেন যে মুখ্যতঃ এই কথাটি অবশ্যই ধারণা করো যে আমাদেরকে নিরাকার বাবা পড়াচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ পড়াচ্ছেন না। চিত্রও বানানো হয়েছে - একদিকে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র, অন্যদিকে শিবের। জিজ্ঞেস করতে হবে - এখন বলো গীতার ভগবান কে? বিচার করো। বোঝাতে তোমাদের অনেক সহজ মনে হবে যে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয় শিব। তোমরা জানো যে গীতার জ্ঞান পুনরায় বাবা প্রদান করছেন। গীতও আছে - 'গীতার জ্ঞান পুনরায় শোনাতে হবে।' গীত তো তোমরা বানাও নি। সাধারণ মানুষই তো বানিয়েছে, অর্থ কিছুই জানেনা। বলে যে - গীতার ভগবান ঘোড়ার গাড়িতে বসে জ্ঞান দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ঘোড়ার গাড়ি থোড়াই আসবে। যদি শ্রীকৃষ্ণ হত তাহলে তার জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ গাড়ি নিয়ে আসতো। বড় বড় ধনবান এসে যেত। এখানে তো নিজের মোটর (শরীর)-ও নেই। আমি আসিই পতিত শরীরে। তিনি হলেন গুপ্ত তাই না। শ্রীকৃষ্ণের তো কথাই নেই। পুনরায় তোমরা ভক্তি মার্গে আমাকে কতো সম্মান দাও। সোমনাথের মন্দির তৈরী করো। কোনও একটা মন্দির থোড়াই হবে, অনেক হবে, তবে তো তারা লুটতে আসবে। তো সমগ্র অসীমের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তোমরা জেনে গেছো। বাবাকে বলা হয় নলেজফুল। তো এখানে জ্ঞানও প্রদান করা হয়, পড়াশোনাও করানো হয়। জ্ঞান হল মন্বনা ভব, এর দ্বারা ই সঙ্গতি হয়। পুনরায় মধ্যাজী ভব-র পড়া পড়াতে থাকেন। টিচার আর গুরুর পাট একসাথে চলে। সমগ্র বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন।

সত্যিকারের নাস্ত (সল্যাসিনী) হলে তোমরা, কারণ তোমরা এক-কে স্মরণ করো। নান-রা গলায় ক্রস পরে থাকে। ক্রাইস্টকে স্মরণ করতে থাকে, মনে করে ক্রাইস্ট ভগবানের সন্তান ছিলেন। তোমরা জানো যে ক্রাইস্ট কোনও ভগবানের সন্তান ছিলেন না, ক্রাইস্টের আত্মা ভগবানের সন্তান ছিলেন। এ'রকম তো আমরা সবাই। বাবা এসে তিন ধর্ম স্থাপন করেন। তোমরা হলে উচ্চ থেকে উচ্চতম শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণ কেননা তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চতম সেবা মানে বিশ্বের সেবা করছো। মানুষ আত্মাকে জ্ঞান প্রদান করছো। আত্মারা, বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অবশ্যই বাবা কল্প-কল্পের সঙ্গম যুগে উত্তরাধিকার প্রদান করতে আসেন। শাস্ত্রে তো যুগে যুগে লিখে দিয়েছে। কল্প - কথাটি মাঝখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাঁর নামই হল পতিত-পাবন। তাহলে যুগে - যুগে এসে কি করবেন! কল্পে একবার এসে পবিত্র বানিয়ে চলে যান। তাই বাবা বলছেন - আমাকে তালাক দিয়ে চলে যেও না। আজকাল স্ত্রী-রা পতিদেরকে তালাক দিয়ে দেয় তবে হিন্দু নারী পতিকে কখনও তালাক দেয় না। তোমাদেরকে মুরলী অবশ্যই শুনতে হবে। মুরলী শোনো না, মানে বাবা আর টিচারকে ভুলে যাও, এটাও একপ্রকার তালাক দেওয়া। তোমাদেরকে অনেক অ্যাটেনশন দিতে হবে। এখন ফেল

করে গেলে তো কল্প-কল্পান্তর ফেল করতে থাকবে। অন্তিম কালে সবাই জেনে যাবে যে কে কে কত পড়াশোনা করেছে। সবাই বলে যে শান্তি চাই। মানে মুক্তি চায়। কথিত আছে - দুঃখে স্মরণ সবাই করে... তো অর্ধেক কল্প হল সুখ আর অর্ধেক কল্প হল দুঃখ। সুখ-দুঃখের খেলা ভারতেই হয়। তোমরা তো বলবে - আমরাই দেবতা, আমরাই ঋত্রিয়...তো 'আমিই সেই' - এর অর্থও তো কেউ জানে না। তাই বাবা বলেন - মন্মনা ভব, মধ্যাজী ভব। নিজে ধারণ করে অন্যদেরকে করালে তো অহো সৌভাগ্য। স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। কোথায় গঙ্গায় স্নান করা আর কোথায় যোগে থেকে পবিত্র হওয়া!

বাচ্চাদেরকে যন্ত্রের টাকার প্রতি অনেক কদর করতে হবে, কেননা এর দ্বারাই ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। বাবা হলেন গরীবের ভগবান। গরীব এক-এক পয়সা দিলে তবেই তো সে ধনী হতে পারবে। স্বর্গে সুস্বাস্থ্য, ধন-সম্পত্তি, সুখ থাকবে। যদি সুস্বাস্থ্য আর ধন-সম্পত্তি থাকে তো সুখও থাকবে। আর যদি সুস্বাস্থ্য থাকে আর ধন-সম্পত্তি না থাকে তাহলে সুখী থাকতে পারবে না। সত্যযুগে সুস্বাস্থ্য আর ধন-সম্পত্তি থাকে তাই সর্বদাই সুখ বিরাজমান। সেখানে কখনও ক্রন্দন করতে হয় না। তাই তোমরাও এখানে ক্রন্দন করবে না। কিন্তু মায়ার তুফান মূর্ছিত করে দেয়। সুস্বাস্থ্য পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক হাসপাতাল থেকে আর ধন-সম্পত্তি পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক পড়াশোনা থেকে। তাই দেখো আমার বাচ্চারা কতোই না গরীব। তিন পা পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক হাসপাতাল খুলে দেয়। যেখান থেকে সকলের সুস্বাস্থ্য আর ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মায়ার তুফানে কখনও মূর্ছিত হবে না। সর্বদা খুশীতে থাকবে।

২) আমাকে নিরাকার বাবা পড়াচ্ছেন, এই নেশাতে থাকতে হবে। এই মিথ্যা দুনিয়াতে কোনও কামনা রাখবে না।

বরদান:- প্রত্যেক দিনের মুরলীর সাধন দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে পাশ উইথ অনার ভব
প্রত্যেক দিনের মুরলী হল মনকে ব্যস্ত রাখার সাধন (উপকরণ), মুরলীর কোনও একটি পয়েন্টের উপরে মনন-চিন্তন করতে থাকো তবে মন ব্যস্ত থাকবে আর ব্যর্থ স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে। মনকে মন্মা, বাণী আর কর্মণা সেবাতে এতটাই ব্যস্ত করে দাও যে ব্যর্থ সংকল্প আসবেই না, তবেই ফাইনাল পেপারে পাশ উইথ অনার হতে পারবে। যদি ব্যর্থ সংকল্প চলার অভ্যাস হয়ে যায়, তবে যেকোনও সময়ে ধোঁকা খেয়ে যাবে।

স্লোগান:- প্ল্যানকে প্র্যাক্টিক্যালি নিয়ে আসার জন্য বালক আর মালিক ভাবের ব্যালেন্স রাখো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা, যিনি সদা সুখ প্রদান করেন, রোজ পড়ান, জ্ঞানের খাজানা প্রদান করেন, এমন বাবাকে তোমরা ভুলে যেও না, শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে থাকো”

*প্রশ্নঃ - বাবার জাদুকরী কি যা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় ?

*উত্তরঃ - কাঁটার এই জঙ্গলকে পরিবর্তন করে সুন্দর বাগানে পরিণত করা, পতিত মানুষদের পবিত্র করে দেবতা বানিয়ে দেওয়া - এই কাজটি হল জাদুর কাজ (জাদুকরী)। কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। বাবা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সোশ্যাল ওয়ার্কার উনি পতিত দেহ, পতিত দুনিয়ায় এসে সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যাবে না....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা নিজের জন্য গীত শুনলো। তোমরা হলে মাতা-পিতার ক্ষীর সম (মিষ্টি) সন্তান। বাবা, ক্ষীর সম সন্তানদের বলেন যে, মাঝা বাবা বলে ডেকে আগামী দিনে ভুলে যেও না। যদি ভুলবে তবে বর্ষা (অবিনাশী উত্তরাধিকার) হারাবে। কিন্তু বাচ্চারা সব কথা শুনও ভুলে যায়। তবুও বাবা সহজ পথ বলে দেন। ঘর বাড়ি, গৃহস্থ ব্যবহার ইত্যাদি কিছুই ত্যাগ করান না। বাবা বলেন, সে গৃহস্থী হোক কিম্বা ব্যাচেলর (কুমার), শুধুমাত্র শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলার পুরুষার্থ করো। এমন পিতাকে কখনও ভুলে যাবে না। বাবা অনুযোগ করে বলেন, কোনো কোনো বাচ্চারা মাঝা-বাবা বলে অথচ তারপর আর কখনও নিজের খবর দেয় না। বাবার কাছে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করে তারপরে তাঁকে ভুলে যায় এবং নরকের সম্পত্তি প্রদানকারী লৌকিক পিতাকে খুব খুশীতে চিঠি লেখে। চিঠি না এলে মাতা পিতা সন্দেহ করে, ভাবে অসুস্থ হয়েছে কি? সেইরকম ভাবে অসীম জগতের পিতাও এমন ভাবেন যে বাচ্চাদের কিরূপ অবস্থা হয়েছে ? অপেক্ষা তো থাকে তাইনা। লৌকিক সন্তানরা এমনও থাকে যারা দুঃখ দেয়, তবুও তাদের প্রতি মোহ কমে না। এখানে ওয়ান্ডার দেখো, যে পিতাকে বলে তুমি মাতা-পিতা... সম্মুখে বসেও আছেন। যদিও সব বাচ্চারা মুরলী দ্বারাও শুনবে। বাবা জানেন নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে কারা সুসন্তান, কারা নয়। বাবা মাঝা বলে পরিত্যাগ করে চলে যায়। গীতেও বলা হয়েছে এমন পিতাকে কেন ভুলে যাও ? এমন পিতাকে প্রতিদিন চিঠি লেখা উচিত। বাবাও রোজ খাজানা প্রদান করেন। রোজ পড়ান, ভালোও বাসেন। পিতা, শিক্ষক, সন্তান তিন রূপেই বাবা আছেন। লৌকিক পিতাকে তো বাচ্চারা চিঠি লেখে। গুরুকেও স্মরণ করে। কিন্তু সদা সুখ প্রদান করেন যিনি, সত্য খণ্ডের মালিক বানান বাবা তাঁকেই ভুলে যায়। চিঠিও লেখে না। বাবার চিন্তা থাকে যে কি হল ? মায়া আক্রমণ করলো নাকি বিকারগ্রস্ত করে দিল। বাবা তো মুরলীতেই বাচ্চাদেরকে সাবধান করবেন তাইনা। বাবা পরামর্শ দেন যে এমনভাবে নিজেকে রক্ষা করতে থাকো কারণ ইনি হলেন বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান। সবচেয়ে আগে চলছে। এনার কাছে সব রকমের ঝড় ইত্যাদি আসে। মহাবীর, হনুমান এনাকেই বলবে। সর্বপ্রথম শূরবীর (রুস্তম) হওয়ার দরুন মায়াও রুস্তম রূপে প্রথমে এনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। বাবা বলেন তোমাদের সম্মুখে যে ঝড় ইত্যাদি আসে সেসব প্রথমে আমার সামনে আসবে। ব্রহ্মাবাবা অনুভবও বলেন। তোমরা বলবে বাবা আপনার কাছে ঝড় আসবে কীভাবে ? আপনি তো বৃদ্ধ। বাবা বলেন আমার কাছে সব আসে। নাহলে আমি তোমাদের সতর্ক করবো কীভাবে ? কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে জানায় না। ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ডুবে মরে। নিজের পদ ভ্রষ্ট করে নেয় তাই বাবা বলেন একে অপরকে স্মরণ করতে থাকো - বাবাকে পত্র তো লিখে দাও। প্রতিটি কথায় একে অপরকে সতর্ক করো। মায়া খুব শক্তিশালী। ঘৃষি মেরে দেয়।

তোমরা বাচ্চারা হলে সম্পূর্ণ দুনিয়ার সত্যিকারের সোশ্যাল ওয়ার্কার্স। তারা হল জাগতিক সোশ্যাল ওয়ার্কার তারা দৈহিক জগতের সেবা করে, শিবপিতা তো হলেন সম্পূর্ণ দুনিয়ার সোশ্যাল ওয়ার্কার। সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার দায়িত্ব হল বাবার। বাবাকেই আহ্বান করে। এমন পিতাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করে তারপরে বাচ্চারা ভুলে যায়। এই গীতও কারো প্রেরণায় টাচ হয়েছে। যেমন কোনো কোনো শাস্ত্র রচনা হিসেবে ভালো হলে মানুষ নিজের কাছে রাখে। এখানে তো শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি কিছুই নেই। এই চিত্রও নিজেদের দ্বারাই রচিত। ওই সব চিত্র হল সংশয় বুদ্ধিধারীদের দ্বারা তৈরি। আর এখানকার এই চিত্র গুলি তৈরি হয় নিশ্চয়বুদ্ধিধারীদের দ্বারা।

দুনিয়া তো এই কথা জানেই না যে ভারত স্বর্গ ছিল। ভারতের অনেক সম্মান রয়েছে। এখানে শিববাবা আসেন। শিবকে বাবা বলা হয় তারপরে হলেন ব্রহ্মা বাবা। বিষ্ণুকে বাবা বলবে না। এই কথাও তোমরা বাচ্চারাই জানো। দুনিয়ার মানুষ

তো বলে হে পতিত-পাবন এসো, আমরা পতিত হয়েছি এসে আমাদের পবিত্র করো। কিন্তু এই কথা জানেনা যে উনি পতিত থেকে পবিত্র করবেন কীভাবে। কোথায় নিয়ে যাবেন ? শুধু তোতা পাখির মতন মুখস্থ বলতে থাকে। অর্থ কিছুই জানেনা। আরে, গড ফাদার বলছে, ফাদার মানে হল প্রপারটি, অন্য কাউকে ফাদার বলা হয় না। বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও ফাদার বলা হয় না, তাহলে অন্য কাউকে বলবে কীভাবে। সবাই বুঝেছে যে গড ফাদার হলেন নিরাকার। আত্মা এই দেহে স্থিত হয়ে আহবান করে - ও গড ফাদার! বাবা এসে দেহী অভিমানী করেন। তোমরা বাবাকে বলো বাবা আমাদের পবিত্র করো এবং পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। শিববাবা আসেন - ভারতে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের রচনা করতে।

বাবা বলেন তোমরা প্রবৃত্তি মার্গে পবিত্র ছিলে। তোমরাই চাও পবিত্র হতে। স্বর্গকে স্মরণ করো। বৈকুণ্ঠ বললে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে আসে। এই কথার বোধ নেই যে প্রবৃত্তি মার্গের মহারাজা-মহারানী, লক্ষ্মী-নারায়ণকে স্মরণ করি। এখন মানুষ চায় শান্তি। এ হল সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রশ্ন। তার দায়িত্ব এক বাবার উপরে রয়েছে। যখন ভারত নরকে পরিণত হয় তখন তাকে স্বর্গে পরিণত করতে একমাত্র বাবা আসেন। নরকে পরিণত কে করে, কবে করে ? সে কথা কেউ জানেনা। বাবা বলেন আমি তোমাকে স্বর্গবাসী বানাই। সুইট ওয়ার্ল্ডে নিয়ে গিয়ে তোমাদের সুইট বাদশাহীর জগতে পাঠিয়ে দেবো। এমন বাবার কাছে তো রাত দিন পড়াশোনা করে সম্পূর্ণ বর্সা (অবিনাশী উত্তরাধিকার) নেওয়া উচিত। বাস্তবে রাত দিন পড়ানো হয় না। বাবা বলেন সকালে এবং রাতে এক ঘন্টা রেগুলার (নিয়মিত) পড়া করো। সকালে তো সবাই সময় পায়। এক সেকেন্ডের কথা। শুধুমাত্র বাবা এবং বর্সাকে স্মরণ করতে হবে। তবুও তোমরা ভুলে যাও। তারপরে বলো বাবা আমরা কি করব! স্মরণও খুব সহজ। সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানও খুব সহজ। এ হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া, তোমাদের তো পুণ্যের দুনিয়ায় যেতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ করো। গৃহস্থ ব্যবহারে যারা আছে তাদের জন্যও খুব সহজ। বাবা বাচ্চাদের অবশ্যই স্মরণ করেন। অমুকের চিঠি কেন আসে না, কি হয়েছে তার ? অথবা যখন সম্মুখে আসে তখন জিজ্ঞাসা করি - কি হল অগুস্তান হয়ে গিয়েছিলে কি ? বাবার প্রতি এতটা লভ (ভালোবাসা) থাকে না, টাকা পয়সা উপার্জনকারীদের প্রতি ভালোবাসা চলে যায়। বাবাকে খবর দেওয়া উচিত, বাবা আমরা আত্মিক জীবনে খুশীতে আছি। অন্যদেরও পরিচয় দিতেই থাকি। বাবা তো রোজ মুরলীতে স্মরণ-স্নেহ পাঠিয়ে দেন। যদিও এক একজনের নাম তো লিখতে পারবেন না, তাই বাচ্চাদের নিজের খবর বাবাকে দেওয়া উচিত।

এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়ার মুখ কালিমাময় হয়েছে। বাবা এসে তাদের গৌর বর্ণে পরিণত করেন। বাবা ভারতের মুখ কালো থেকে গৌর বর্ণের দিকে ঘুরিয়ে দেন। কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগানে পরিণত করেন। কেমন জাদুকরী! স্বর্গের বাগানে ভারতই থাকে। সেখানে এই কথার জ্ঞান থাকে না যে আমাদের পরে কারা কারা আসবে। শুধু এই জ্ঞান থাকে আমরাই হলাম বিশ্বের মালিক। সত্যযুগকে বলা হয় গার্ডেন অফ আল্লাহ। পরে গড কোনো জঙ্গলের নির্মাণ করেন না। জঙ্গলে পরিণত করে রাবণ। রাবণ হল পুরানো শত্রু, যার পরিচয় কারো জানা নেই। বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কার সন্তান ? বাবা আমরা ব্রহ্মার সন্তান, শিববাবার নাতি নাতনি। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বর্সা প্রদান করেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। তোমরা বাবার সন্তান হয়েছে বর্সা নেওয়ার জন্য। বাবা বলেন স্মরণে রাখবে, ভুলে যাবে না। বাচ্চারা বলে বাবা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাই। আরে তোমাদের যে নরকবাসী বানায় তাকে স্মরণ কর এবং স্বর্গবাসী করেন বাবাকে ভুলে যাও ? বাবাকে স্মরণে রাখলে বর্সার স্মরণও থাকবে। এই সময় তো বাবা হাজির হয়েছেন। বলাও হয় হাজিরা হুজুর... উনি হলেন গুপ্ত। এমন বলবো না যে, আমরা তাঁকে দেখি। আত্মা হল গুপ্ত তো পিতাও হলেন গুপ্ত। আত্মা দেহে প্রবেশ করে কথা বলে, আমারও দেহের প্রয়োজন হয়। নাহলে আসবো কীভাবে ? গর্ভে প্রবেশ করে এলে তো গর্ভ জেলেও আসতে হয়। আমি গর্ভ জেলে কেন আসবো, আমি কি পাপকর্ম করেছি ? গর্ভ মহল থাকে স্বর্গে। আমি স্বর্গে এসে কি করবো ? স্বর্গের মালিক তো বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বানাই। এখানে সম্মুখে বসে শুনলে সকলের আনন্দ অনুভব হয়। এখান থেকে বাইরে গেলেই সব কিছু ভুলে যায়। ২১ জন্মের রাজত্ব অর্জন করা এবং সাধারণ প্রজায় পদ প্রাপ্ত করা, দুইয়ে পার্থক্য তো আছে, তাইনা। ভীল অর্থাৎ আদিবাসীরা রোটলা (একপ্রকারের শক্ত রুটি) খায়। ধনীরা ভালো খাবার খায়। পার্থক্য তো থাকে পদমর্যাদার। কিন্তু দুঃখী তো দুইজনেই হয়। স্বর্গে আবার সবাই সুখী থাকে, কিন্তু পদমর্যাদা নম্বর অনুসারে হয়। আমাদের তো পুরুষার্থ করে উচ্চ পদের অধিকারী হতে হবে। মাম্মা-বাবাকে ফলো করতে হবে। এইসময় শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। তো মাতা-পিতাকে ফলো করতে হবে। মাতা-পিতা তো সাকারে চাই। শিববাবাকে তো পুরুষার্থ করতে হবে না। মাম্মা বাবা পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করেন। তারপরে যে ভালো পুরুষার্থ করে, রাজ সিংহাসনে বিরাজিত হয়। ৮ জন পাস উইথ অনার হয়। তাতেই আসা উচিত। তাতে না আসতে পারলে ১০৮ এর লিস্টে এসো। মার্জিন তো ১৬১০৮ এরও আছে। ১৬১০৮ এর বিশাল মালা আছে। বসে মালা জপ করে টেনে টেনে। এখানে মালা জপ করার কোনো কথা নেই। বাবা তো বলেন ফলো করো। ইনি ব্রহ্মাবাবা বৃদ্ধ হয়েও পড়াশোনা করে পাস করে নম্বর ওয়ান

হন। মাঝ্মা তরুণী হয়েও নম্বর ওয়ান হয়েছেন। তাহলে তোমরা পুরুষার্থ কেন করো না। গাফিলতি কেন করো ? বাবাকে পত্রও লেখে না, স্মরণও করে না। প্রতিজ্ঞা করে যায় কিন্তু বাইরে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। আমরা বলেও থাকি - তোমরা বাইরে গিয়েই ভুলে যাবে। তারা বলে বাবা আমরা ভুলবো না। তারপরে ভুলে যায়। ওয়ান্ডার তাইনা। ই হল একেবারে নতুন পড়াশোনা যা কোনও শাস্ত্রে নেই। কেউ বুঝতে পারে না। এখন বাবা দৃষ্টি দিয়েছেন - এই অন্তিম জন্মে। বাবা বলেন - আমি গীতাও পড়েছিলাম। নারায়ণের পূজাও করে ছিলাম। সিংহাসনেও নারায়ণের চিত্র রাখতেন (হিস্ট্রি শোনাতেন) লক্ষ্মীকে কীভাবে মুক্ত করে দিয়েছেন। দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে খুব যুক্তি সহকারে চলতে হয়। তোমরাও গুপ্ত রীতি বাবার পরিচয় দিতে থাকো যে পিতা ও বর্সাকে স্মরণ করো। স্বর্গের দেবী-দেবতা, তাই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র বানিয়েছেন। প্রথমে ত্রিমূর্তি চিত্র দেওয়া ছিল না কারণ ব্রহ্মাকে দেখে সবাই অসন্তুষ্ট হত। কিন্তু ব্রহ্মা ব্যতীত কাজ হবে কীভাবে। বি.কে. পিতাকে না দেখলে কাজ হবে কীভাবে ? বাবা বলেন গীতায় লেখা আছে - মন্মনাভব, মধ্যাজি ভব। মুক্তির বর্সা হোক বা জীবনমুক্তির বর্সা দুই ই আমি প্রদান করতে পারি, অন্য কেউ নয়। কথা গুলি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন অবশ্যই করতে হবে। দিনের বেলায় যতই কর্ম করো কিন্তু অমৃতবেলায় ৪-টে থেকে ৫-টা বসে স্মরণ করো তো অনেক সুখানুভূতি হবে। বাবা সুইট হোম থেকে বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের পড়াতে আসেন, পরে ফিরে যান। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে খাদ দূর হবে (বিকার গুলি দূর হবে)। যখন সত্য সোনায়ে পরিণত হবো তখন পাস উইথ অনার হবো। যদি উচ্চ পদের অধিকারী হতে হয় তবে পুরুষার্থের দ্বারা কি না হতে পারে ? বাবা তবুও বলেন - এই ঈশ্বরীয় শৈশবের কথা ভুলে যাবে না। এমন বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করা উচিত। স্মরণের দ্বারা তোমরা কাঞ্জে পরিণত হও। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনোরকম গাফিলতি করবে না। একে অপরকে সাবধান করে, পিতার স্মরণ করিয়ে উল্লসিত লাভ করবে। নিজের ঈশ্বরীয় শৈশবের কথা স্মরণে রাখবে।

২) মাতা-পিতাকে ফলো করতে থাকতে হবে। মায়ার ঝড়কে ভয় করবে না। অমৃতবেলায় শিববাবার স্মরণে বসে সুখের অনুভব করতে হবে।

বরদানঃ:- দূততার শক্তির দ্বারা সফলতা প্রাপ্তকারী, প্রয়োগশালী, ত্রিকালদর্শী ভব
বাপদাদার বরদান হল - যেখানে দূততা আছে সেখানে সফলতা রয়েছে। অতএব দূততা সহকারে কোনও গুণ বা শক্তিকে প্রয়োগ করার প্রোগ্রাম বানাও এবং প্রথমে নিজের মধ্যে সন্তুষ্টতা অনুভব করো। দূত সঙ্কল্প হল যে "আমাকে করতেই হবে"। অন্যদের অমনোযোগিতা যেন প্রভাবিত না করে। ত্রিকালদর্শী স্থিতির আসনে বিরাজিত হয়ে সময় প্রমাণ বিধির দ্বারা সর্ব প্রথমে নিজে সিদ্ধি স্বরূপ হও। তবে প্রয়োগশালী আত্মাদের পাওয়ারফুল সংগঠন তৈরি হবে এবং সেই সংগঠনের কিরণ অনেক কাজ করে দেখাবে।

স্লোগানঃ:- যে সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে সে-ই হল সন্তুষ্টমণি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - একে অপরকে দুঃখ দেওয়া, সে তো ভূতের কাজ । তুমি কখনো কাউকে দুঃখ দিও না। রামরাজত্বে ভূত (রাবণ) থাকে না"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ কথা শুনে মূর্ছিত (অজ্ঞান) হয়ে যাবে না, আনন্দে থাকতে হবে?

*উত্তর:- কোনো অসুখ ইত্যাদি হলে যেন তোমরা মূর্ছিত হয়ে যেও না । যদি দেহবোধে আটকে থাকো, নিজেকে আত্মা না মনে করো, সারাদিনে দেহতেই তোমাদের মনোযোগ থেকে যায় অর্থাৎ যেন মরে পড়ে আছো । বাবা বলেন, বাচ্চারা যদি যোগে থাকে তাহলে শারীরিক কষ্ট কম অনুভব হবে । যোগবলের মাধ্যমে দুঃখ দূর হয়, অনন্ত আনন্দের আভাস হয়। কথায় আছে যে নিজের হাতে পেশাই করে নিজে খায় সে-ই তার নেশা বোঝে। যোগের মাধ্যমে কর্মভোগ দূর করতে হবে ।

*গীত:- তুমি রাত হারিয়েছো...

ওম্ শান্তি । এই সব কথা শাস্ত্রেও লেখা আছে। একে অপরকে তারা বুদ্ধিয়েও দেয়, তবুও সময় নষ্ট করা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না। নানান গুরু নানান মত। যারা ভালো ভালো ভক্ত তারা কুঠুরিতে বসে গোমুখ কাপড় হয়, তার মধ্যে হাত রেখে মালা ঘোরাতে থাকে। এও এক ধরনের ফ্যাশন। এখন বাবা বলেন যে, এ সমস্ত ত্যাগ করো। আত্মার কাজ হল বাবাকে স্মরণ করা। এর জন্য মালা ঘোরানোর কোনো প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে সুন্দর গীত হলো - ওম্ নমঃ শিবায় এর। এই গানের মধ্যে আসে তুমি মাতা পিতা। ভগবানকে বলা হয় রচয়িতা । তিনি কি রচনা করেন ? ওরা ভাবে, তিনি নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। ওরা গান করে, তুমি মাতা পিতা । কিন্তু শুধুমাত্র গানটাই গেয়ে থাকে তার অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। ঈশ্বর তো হলেন আমাদের পিতা, তো মাও চাই। মা ছাড়া সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কেবল এটা জানে না যে কিভাবে সৃষ্টি করে। যদি মাতা পিতা বলে ডাকে তবে তার অর্থ নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে অবশ্যই তারা ভাই-বোন। সুতরাং বিকারের দৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়, যখন আত্মা রূপে আছে তখন পবিত্র হয়ে থাকার কথা আসছেই না। ভাই বোন সম্বন্ধের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তখন তো ভাই ভাই - এই সম্বন্ধ থাকে। খুব ভালোভাবে পয়েন্ট বোঝানো হয়। কিন্তু মায়া এমন প্রবল যে ঝট করে নিচে ফেলে দেয়। যেমন যখন ঝড় ওঠে তখন বড় বড় জঙ্গলও তছনছ হয়ে যায়, শুধুমাত্র একটি বটবৃক্ষ এর ঝড় কখনো বড় বড় ঝড়েও পড়ে যায় না। তো এই কথা বোঝানো খুবই সহজ। সকলেই গায় তুমি মাতা পিতা, পাস্ট এর ভজন কীর্তন করে, ভক্তিমার্গের। মাতা পিতা সৃষ্টি রচনা করেন। তাদের বালক হয়ে গেলে অবশ্যই অত্যন্ত নিবিড় সুখ দেবেন তারা। এটা কেউ জানে না যে তিনি আমাদের মাতা পিতাও বটে, শিক্ষকও এবং গুরুও। মহিমা গান করে, তুমি মাতা পিতা। সুতরাং তারা ভাই বোন হয়ে গেল। তাহলে তার পরেও তোমরা বিকারগ্রস্ত কীভাবে হতে পারো ? আমরা পুনরায় তাঁর বালক হয়ে যাই এবং জানি যে আমরা যদি ঘর সংসারে থাকি, তবুও আমরা তাঁকেই স্মরণ করি। আমরা ব্রহ্মার সন্তান তাই নিজেরা ভাই-বোন। তাই বলাও হয় ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মারও রচয়িতা হলেন তিনি। মাতা পিতা এসে সুখ প্রদান করেন। এখন সেই নিবিড় সুখ পাওয়ার জন্য আমরা মাতা পিতার থেকে রাজযোগ শিখছি। সেই নিবিড় সুখ লাভ শুধুমাত্র সত্যযুগেই সম্ভব। বাবা যে স্বর্গের স্থাপনা করেন তা থেকে সেই নিবিড় সুখের অনুভব হয়। যখন আমরা দুঃখে থাকি, তখন আমরা সুখের দিকে গমন করার শিক্ষা লাভ করি । সেই মাতা পিতাই এসে সুখ প্রদান করেন। অ্যাডম-ইভ এর কথা সবাই জানে । নিশ্চয়ই তারা ভগবানের সন্তান। তাহলে ভগবান কে ? এই রাজত্ব তো রাবণরূপী ভূতের । কিন্তু রাবণ যে কি বস্তু তা কেউ জানে না । এখন সেই ভূত অর্থাৎ বিকার সকলের মধ্যেই আছে। তারই রাজত্ব এখন চলছে। শুধুমাত্র ক্রোধের ভূত নয়, সকল বিকারের ভূত। ঠিক যেমন ভাবে যদি কেউ কিছু লুকিয়ে রাখে তখন বাবা অ্যাটেনশন দিয়ে মনে করিয়ে দেন যে এই সমস্ত রাজত্বটাই আসুরিক এবং ভৌতিক। বাচ্চারা, এমনভাবে তোমাদেরকেও সকলকে মনোযোগ সহকারে বোঝানোর যুক্তি বের করতে হবে।

তোমরা জানো যে বাবা এই যে জ্ঞান প্রদান করেন - তা সকল ধর্মের জন্য। বাকি সকলের বুদ্ধির যোগসূত্র সেই বাবার থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে। বিকারের ভূত বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ সূত্র জুড়তে দেয় না বরং আরো বেশি করে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়। বাবা এসে এই ভূতের উপর বিজয় প্রাপ্ত করিয়ে দেন। আজকালকার জগতে ঋদ্ধি সিদ্ধিকারী অনেকেই আছে। তারা একে অপরকে দুঃখ দেয়। এতো হলোই সেই ভূতদের দুনিয়া। কামরূপী বিকার থাকলে তারা একে অপরকে আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত শুধু দুঃখ-ই দেয়। একে অপরকে দুঃখ দেওয়া - সে তো ভূতের কাজ। সত্য যুগে ভূত থাকে না।

বাইবেলে ভুতের উল্লেখ করা আছে। রাবণ অর্থাৎ ভূত। রাম রাজত্বে ভূত থাকে না। সেখানে তো জয়-জয়কার হয়। সেখানে নিবিড় সুখের অনুভব হয়। ওম নমঃ শিবায় - এই গানটি খুবই সুন্দর। শিব হলেন মাতা পিতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু সম্পর্কে মাতা পিতা বলা হয় না। শিবকেই পিতা বলা হয়। অ্যাডম - ইভ তো এখানে ব্রহ্মা সরস্বতী। ওখানে শুধুমাত্র গডফাদারকে প্রার্থনা করে - হে গডফাদার। ভারত তো সেই মাতা পিতার আদি স্থান। তাদের জন্ম এখানেই হয়েছে। সুতরাং সকলকে এটাই বোঝাতে হবে যদি তোমরা মাতা পিতা হিসেবে তাঁকে ডাকো তো তোমরা নিজেরা অবশ্যই ভাই বোন সম্বন্ধে যুক্ত। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দত্তক নিয়েছেন (অ্যাডপ্ট করেছেন), এই যে এত ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা তৈরি হয়েছে। এদের সকলকে শিববাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা অ্যাডপ্ট করতে থাকেন। নতুন সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মার দ্বারাই করা হয়ে থাকে। এই জ্ঞান বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে পারো না। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন যে এই নমঃ শিবায় এর সংগীত বাজিয়ে যে কোনো জায়গায় বোঝানোর চেষ্টা করো। আমরা মাতা পিতার বালক হলাম কীভাবে, তা বসে বোঝাও। ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপন করা হয়েছিল, এখন কলিযুগের অন্তিম সময়ে পুনরায় তিনি স্থাপনার কাজ করছেন। এখন এই সহজ জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। মায়ার তুফান আমাদেরকে যোগে বসতে দেয় না, বুদ্ধি জট পাকিয়ে যায়। না হলে এভাবে বুঝিয়ে দেওয়া খুবই ভালো কথা। প্রথমে বোঝানো উচিত যে রচয়িতা একমাত্র একজনই। তাকেই সবাই পিতা বলে থাকে, তিনি নিরাকার জনম মরণ রহিত। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শংকর হলেন সূক্ষ্ম শরীরধারী। ৮৪ জন্ম ধরে মানুষ কর্মফল ভোগ করে। সূক্ষ্মবতনে এরকম কোন ফল ভোগ হবে না। তুমি জানো যে আমরা মাতা পিতার নতুন সন্তান। বাবা এসে আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছেন। ভক্তি মার্গে ব্রহ্মার অনেক হাত দেখানো হয়েছে কিন্তু তার অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। যে সমস্ত চিত্র রচনা হয়েছে এবং শাস্ত্র রচনা হয়েছে সে সবই এই ড্রামার আধারে হয়েছে। ব্রহ্মার দিন ছিল, তারপর ভক্তিমার্গ শুরু হয়, এখন সেই সময় চলছে এই রাজযোগ একমাত্র বাবাই এসে আমাদের শিখিয়ে দেন। আমাদের স্মৃতিতে তা সব সময় যেন থাকে। বলা হয় যদি নিজে হাতে পেমাই করে খাও তবেই নেশায় চড়বে। কিন্তু বুদ্ধির যোগ চাই - বাবার সাথে।

12-11-2022

এখানে তো অনেকেরই বুদ্ধিযোগ ঝুলে রয়েছে পুরানো দুনিয়ার আত্মীয় পরিজন ইত্যাদির দিকে নাহলে দেহ অভিমানে ফেঁসে রয়েছে। একটু আধটু অসুখ বিসুখ হলেই মরণাপন্ন হয়ে যায়। আরে যোগে থাকলে যন্ত্রণাও কমে যাবে। যোগে না থাকলে অসুখ কীভাবে সারবে, থেয়াল রাখা উচিত যে, মাতা-পিতা যাঁরা পবিত্র হয়ে ওঠেন, তাঁরাই আবার সবার প্রথমে পতিতও হবেন, ওঁাদের অসুখের জন্য অনেক ভোগ ভুগতে হয়। কিন্তু যোগে থাকার কারণে অসুখও দ্রুত আরোগ্য হয়ে যায়। নইলে তাঁদের ভোগও অনেক বেশী। কিন্তু যোগবলের দ্বারা দুঃখ দূর হয়ে যায় আর অনেক আনন্দে থাকে - বাবার থেকে আমরা স্বর্গের গহন সুখ প্রাপ্ত করছি। অনেক বাচ্চারা রয়েছে যারা একদম মূর্ছিত হয়ে পড়ে। সূরজিৎ (সন্তোনে) হয় না, তাই বোঝা যায় এ দেহ-অভিমানে ফেঁসে আছে। নিজেকে আত্মা মনে করে না, সারাদিন দেহের ধ্যানেই থাকে। যেন মারা গেছে। বাবা এসে কবর থেকে উঠিয়ে জ্ঞানের কিচিমিটির করা (টিকলু টিকলু) শেখান। তোমাদের জ্ঞানের বুলবুলি হতে হবে। ছোট কন্যারাও এখানে অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বাইরে ছোট বাচ্চারা মাতা পিতাকে প্রকাশ করে থাকে। ইহলোক ও পরলোকে গৌরবান্বিত করে থাকে তাই না। এটাও তোমরা দেখবে যে ছোট ছোট কন্যারা মা বাবাকে জ্ঞান প্রদান করবে। কুমারীদের সম্মান থাকে। কুমারীদের সকলে নমস্কার করে। শিবশক্তি সেনাতে সকলেই হল কুমারী। যদিও মাতারা আছে কিন্তু তাদেরকেও কুমারী বলা হয়, তাই না। ছোট কন্যারা বড়দেরকে শো করে। কোনো কোনো কন্যার খুবই ভালো, কিন্তু তাদের মোহ থাকলে, সেই মোহ সর্বনাশ করে দেয়। মোহ হল বড়ই খারাপ। যেন বাঁদর বাঁদরী বানিয়ে দেয়। তোমরা জানো যে বাঁদরীদের মধ্যে কত মোহ থাকে। এই মোহেরও ভূত আছে। বাবার থেকে বিমুখ করে দেয়। মাতা পিতা শব্দ দুটি এখান থেকেই বেরিয়েছে। বাস্তবে মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণকে দেখানো হয়, শ্রীকৃষ্ণের সাথে রাধার নাম গীতাতে তো নেই। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা হল পৃথক, সর্বগুণ সম্পন্ন শোলো কলা সম্পূর্ণ... পরামাত্মার মহিমা হল পৃথক। শিবের আরতিতে অনেক মহিমা করতে থাকে। কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। পূজা করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে।

তোমরা জানো যে মাম্মা বাবা আর আমরা ব্রাহ্মণরা সবথেকে বেশী পূজারী হয়েছি। এখন আবার এসে ব্রাহ্মণ হয়েছি, তাও নম্বর ক্রমানুসারে। কর্মের ভোগও আছে, তা যোগের দ্বারা সরাতে হবে। দেহ-অভিমানকেও ত্যাগ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে অনেক খুশিতে থাকতে হবে। মাতা পিতার থেকে আমরা গহন সুখ প্রাপ্ত করি। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা আমার রথ লোনে নিয়েছেন। বাবা তো এই রথের অনেক যত্ন করবেন। প্রথমে তো এটা মনে করতাম আমি আত্মা এই রথকে খাওয়াই। কিন্তু এখন বলবো একে খাওয়ান তো তিনি। বাবাও আমাদেরকে খাওয়ান।

আমরাও ওঁনাকে খাওয়াই। বাবা স্বয়ং বলেন আমি অনেক জন্মের অন্তর জন্মে প্রবেশ করি। ইনি নিজের জন্মকে জানেন না, আমি জানি। তোমরা বলো বাবা আবার আমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন। এনার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে সত্যযুগে। সত্যযুগে তো রাজা প্রজা ইত্যাদি সকলেই আছে। পুরুষার্থ করতে হবে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। যদি এখন প্রাপ্ত না করে তাহলে কল্প-কল্প মিস করতে থাকবে। এতটা উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। এটি হল জন্ম জন্মান্তরের বাজী। তাহলে কতটা শ্রীমতের আধারে চলতে হবে! এ হল কল্প-কল্পের জন্য পঠন-পাঠন। এতে অনেক মনোযোগ দিতে হবে। সাত দিনের লক্ষ্য স্থির করে তারপর মুরলী ঘরে অধ্যয়ন করতে পারো। যদিও আমেরিকা ইত্যাদির দিকে চলে যাও তাও বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো। কেবল এক সপ্তাহ ধারণা করে যাও। আহার-পানিয়ে অসুবিধা হয়। কিন্তু এমনও অনেক জিনিস আছে যেগুলো খেতে পারো, যেমন ডবল রোটি (পাউরুটি), জ্যাম, মোরঝা এসব খেতে পারো। অভ্যাস হয়ে যাবে। তখন আর কোনো জিনিসই ভালো লাগবে না। তোমরা সকলে হলে ভগবানের সন্তান, পারস্পরিক সম্বন্ধে হলে ভাই বোন। ব্রহ্মার বাচ্চারাও হলে ভাই বোন। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও ভাই বোন হয়ে থাকলে তবেই তো পবিত্র থাকতে পারবে। হল খুবই সহজ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞানের বুলবুলি হয়ে জ্ঞানের কিচিরমিচি করে সকলকে কবর থেকে বের করতে হবে। মাতা-পিতাকে শো করতে হবে।

২) নিজের ভিতরে কোনো ভূতের প্রবেশ করতে দেবে না। মোহের ভূত-ই সর্বনাশ করে দেয়, সেইজন্য ভূতের থেকে সাবধান থাকতে হবে। এক বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগ রাখতে হবে।

বরদানঃ-

বেহদের অধিকারের স্মৃতি দ্বারা অপার খুশিতে থাকা সদা নিশ্চিত্ত ভব
আজকাল দুনিয়াতে কেউ যদি কোনো অধিকারও প্রাপ্ত করে তাহলেও কতো পরিশ্রম করে সেই অধিকার প্রাপ্ত করতে হয়। তোমরা তো বিনা পরিশ্রমে অধিকার প্রাপ্ত করে নিয়েছো। বাবার বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ অধিকার প্রাপ্ত করা। নিজের মনে করা আর অধিকার প্রাপ্ত করা। তাই বাঃ আমি হলাম অধিকারী আত্মা! এই বেহদের অধিকারের খুশিতে থাকো। এই অবিনাশী অধিকার হলই নিশ্চিত। আর যেটা নিশ্চিত থাকে সেখানে নিশ্চিত্ত থাকা যায়।

স্নোগানঃ-

সকলের আশীর্বাদের দ্বারা তীব্রগতিতে উর্ধ্ব উড়তে পারলেই সমস্যার পাহাড় সহজেই অতিক্রম করতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পূর্বজ আর পূজ্য"র স্মৃতিতে থেকে সকলের অলৌকিক প্রতিপালন করো"

আজ বিশ্ব-রচয়িতা বাবা তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠ রচনাকে দেখছেন। সকল রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা হলে তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা, কেননা তোমরাই হলে বিশ্বের পূর্বজ আত্মা। একদিকে তোমরা হলে পূর্বজ, তার সাথে সাথে তোমরা হলে পূজ্য আত্মাও। এই কল্প-বৃক্ষের ফাউন্ডেশন অর্থাৎ মূল (জড়) হলে তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা। এই বৃক্ষের প্রধান (মূল) আধার 'কান্ড'ও (তন্য) তোমরা। সেইজন্য তোমরা হলে সকল আত্মাদের কাছে পূর্বজ। সৃষ্টি চক্রের মধ্যে যাদেরকে বিশেষতঃ ধর্ম-পিতা বলা হয়, সেই সব ধর্ম-পিতাদেরও তোমাদের অর্থাৎ পূর্বজ আত্মাদের দ্বারাই বাবার সন্দেশ (বার্তা) প্রাপ্ত হয়ে থাকে, যার আধারেই সময়ানুসারে সেই সব ধর্ম-পিতারা নিজেদের ধর্মের আত্মাদের প্রতি বার্তা প্রেরণ করবার নিমিত্ত হয়ে যায়। যেমন ব্রহ্মা বাবা হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, তো ব্রহ্মার সাথে তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাও হলে সাথী, সেই কারণেই তোমরা পূর্বজ আত্মা বলে খ্যাত।

পূর্বজ আত্মাদের, ডাইরেক্ট হোক কিম্বা ইন্ডাইরেক্ট, সকল আত্মাদের সাথে কানেকশন রয়েছে। বৃক্ষের সাথে যেমন সব ডালপালার সম্বন্ধ মূলের সাথে বা কান্ডের সাথে অবশ্যই থাকে। তা সে যে কোনো ছোট বা বড় ধর্মের শাখা প্রশাখাই হোক না কেন, সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবেই থাকে। সুতরাং পূর্বজ তোমরা। অর্ধ কল্প রাজ্য-অধিকারী হওয়ার পরে আবার পূজ্য আত্মা হয়ে যাও তোমরা। পূজ্য হওয়াতেও তোমরা আত্মাদের মতো পূজ্য আর আর কোনো ধর্মের আত্মাদের হয় না। তোমাদের অর্থাৎ পূজ্য আত্মাদের যে 'রকম বিধিপূর্বক পূজা হয়ে থাকে, সেই রকম কোনো ধর্ম-পিতারও হয় না। বাবার কার্যেও তোমরা ব্রাহ্মণরা সাথী হয়ে থাকো, তাদেরও দেবতা বা দেবীর রূপে বিধিপূর্বক পূজা হয়ে থাকে। আর কোনো ধর্ম-পিতার সাথী, ধর্মকে লালন পালনকারী আত্মাদের বিধিপূর্বক পূজা হয় না। গায়ন হয়। স্ট্যাচু (মূর্তি) বানায়। কিন্তু তোমরা যেমন পূজ্য হও, তা হয় না।

তোমাদের গায়নও হয়ে থাকে তো পূজ্যও হয়ে থাকে। গায়নের বিধিও হল তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের সকলের থেকে আলাদা। তোমাদের অর্থাৎ দেবতাদের গায়ন যেমন খুব সুন্দর ভাবে কীর্তনের রূপে হয়ে থাকে, আরতীর রূপে হয়ে থাকে, সেইরকম অন্য আত্মাদের গায়ন সেইভাবে হয় না। এটা কেন হয়? এর কারণ হলো, তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ রচনা, পূর্বজ আর পূজ্যও। আদি আত্মারা হলে তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা। কেননা আদি দেব ব্রহ্মার সহযোগী শ্রেষ্ঠ কার্যে নিমিত্ত হয়েছো তোমরা। অনাদি রূপেও পরম আত্মার অতি সমীপে থাকো তোমরা। আত্মাদের যে চিত্র তোমরা দেখাও তাতে সবথেকে কাছে (সমীপ) কোন্ আত্মাদেরকে দেখিয়ে থাকো? তারা হলে তোমরা। সুতরাং অনাদি রূপেও অতি সমীপে হলে তোমরা, ডবল বিদেশীরা যাকে বলে নিয়ারেস্ট আর ডিয়ারেস্ট। এই রকম নিজেকে মনে করো?

পূর্বজদের কাজ কী? পূর্বজরা সকলকে প্রতিপালিত করে। বড়রাই লালন পালন করবে, এ'কথাই প্রসিদ্ধ। তো তোমরা সব পূর্বজ আত্মারা সকল আত্মাদের পালনা করছো? নাকি কেবল নিজেদের আগত স্টুডেন্টদেরকেই প্রতিপালিত করছো? নাকি সম্বন্ধ সম্পর্কে আসা আত্মাদের প্রতিপালন করছো? সমগ্র বিশ্বের আত্মাদের পূর্বজ তোমরা নাকি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ আত্মাদের পূর্বজ? গাছের মূল বা কান্ড যেটা হয় তা পুরো বৃক্ষের হয়। কেবল নিজের কান্ডের জন্য হয় না, সব ডালপালার জন্যই হয়। মূল বা কান্ডের দ্বারা গোটা বৃক্ষের পাতা গুলি জল পেয়ে থাকে। শুধুমাত্র কিছু ডালপালাই জল পায় নাকি? সবাই পায়, তাই না! লাস্টে যে আছে সেও পায়। এতখানি অসীম জগতের নেশা রয়েছে? নাকি অসীম এর থেকে সীমার মধ্যেও চলে আসো? কতখানি সেবা করতে হবে তাহলে! এক একটি পাতাকে জল প্রদান করতে হবে অর্থাৎ সকল আত্মাদেরকে প্রতিপালিত করবার নিমিত্ত হলে তোমরা।

যখন কোনো ধর্মের আত্মাদের সামনে আসো তোমরা অথবা তাদেরকে দেখাও, তখন "হে পূর্বজ আত্মারা! তোমরা এই রকম অনুভব করো যে এই সব আত্মারা হল আমাদের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের বংশের?" আমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাও হলাম মাস্টার গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার অর্থাৎ আমরা হলাম পূর্বজ, এরা তো আমাদেরই?" নাকি ব্রাহ্মণ আত্মারাই কেবল আমাদের? যখন ভাই-ভাই বলো তবে তোমরা পূর্বজ আত্মারা হলে বড় ভাই অর্থাৎ বাবার সমান তোমরা। এই স্মৃতিকেই প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনুভব করতে হবে আর করাতে হবে। তোমরা পূর্বজ আত্মাদের পালনার স্বরূপ কেমন হবে?

লৌকিক জীবনেও লালন পালনের আধার কী হয়ে থাকে? লালন করা অর্থাৎ প্রত্যেককে শক্তিশালী বানানো। যে কোনো বিধিতে, সাধনের (উপকরণ) সাহায্যে প্রতিপালনের দ্বারা শক্তিশালী বানিয়ে তোলা হয় - তা সে খাবার খাইয়েই হোক কিম্বা পড়াশোনা করিয়ে। কিন্তু প্রতিপালন এর প্রত্যক্ষ স্বরূপ আত্মার মধ্যে শক্তি, শরীরে শক্তি আসে। তো পালনার প্রত্যক্ষ স্বরূপ হলো শক্তিশালী বানানো।

তোমরা পূর্বজ আত্মাদের পালনার বিধি কী? অলৌকিক পালনার স্বরূপ হলো নিজের মধ্যে বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সর্ব শক্তি গুলি অন্য আত্মাদের মধ্যে ভরে দেওয়া। যে আত্মার যে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে, তাকে সেই সময় সেই শক্তির দ্বারা প্রতিপালিত করা - এই রকম পালনা করতে পারো? পূর্বজ যে তোমরা তাই না! সকলেই পূর্বজ আত্মা নাকি ছোট? সকলে পূর্বজ তোমরা নাকি কেউ কেউ বিশেষ আত্মাও রয়েছে? তো পূর্বজরা তোমরা পালনা দিতে পারো তো? কেবল সেন্টারের পালনা করছো নাকি সমগ্র বিশ্বের পালনা করে থাকো? বর্তমান সময়ে তোমরা পূর্বজ আত্মাদের পালনার প্রয়োজন সমগ্র বিশ্বের আত্মাদের।

সমাচার তো সবাই ইন্টারেস্টের সাথে শুনে থাকো যে কোথায় কী কী ঘটনা ঘটছে। (অযোধ্যার ঘটনার পরে কিছু কিছু স্থান থেকে হিংসার সমাচার আসছে) কিন্তু পূর্বজ আত্মারা সমাচার শোনার পরে সকলকে পালনা দিয়েছো? অশান্তির সময় তোমাদের, পূর্বজ আত্মাদের আরও বিশেষ কার্য স্বভাবতঃই এসে যায়। তোমরা তো হলেই পূর্বজ! নিজের নিজের পালনার সেবাতে নিয়োজিত হয়ে যাও। যেমন বিশেষতঃ অশান্তির সময় পুলিশ বা মিলিটারী মনে করে যে অশান্তিকে শান্ত করা আমাদের কাজ। অর্ডার পাওয়া মাত্রই পৌঁছে যায় তারা, আর এই রকম সময় বিশেষ অ্যাটেনশানের সাথে নিজের সেবার প্রতি অ্যালাইন হয়ে যায়। তোমরা সবাই অস্থিরতার সমাচার তো পেয়েছো, কিন্তু সেবাতে অ্যালাইন হয়েছো নাকি কেবল শোনার আনন্দ নিয়েছো? নিজেদের পূর্বজ ভাবের স্মৃতিতে এসেছো? সকল আত্মাদেরকে শান্তির শক্তির দ্বারা পালনা দিয়েছো? নাকি এটাই ভাবতে থেকেছো যে, এখানে এটা হলো, ওখানে ওটা হলো? বিশেষ আত্মাদেরকে এই রকম সময়ে সেবার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। নিজের বৃত্তির দ্বারা, মন্সা-শক্তির দ্বারা বিশেষ সেবা করেছো? নাকি যেমন বিধিপূর্বক স্মরণে থাকো, সেবা করে থাকো, সেই রকমই করেছো? তোমরা হলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) সোশ্যাল ওয়ার্কারও। সুতরাং রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কাররা তোমরা নিজেদের বিশেষ এক্সট্রা সোশ্যাল সেবা করেছো? তোমাদের যে এতখানি দায়িত্ব তা কি তোমরা বুঝেছো? নাকি প্রোগ্রাম পাবো তারপর করবো? এই রকম সময়ে সেকেন্ডে নিজের সেবাতে অ্যালাইন হয়ে যাওয়া উচিত। এটাই হল তোমরা পূর্বজ আত্মাদের কর্তব্য।

এখনও বিশ্বে অস্থিরতা রয়েছে আর এই অস্থিরতা তো সময়ে সময়ে বাড়তেই থাকবে। তোমরা আত্মাদের কর্তব্য হল এই রকম সময়ে আত্মাদের মধ্যে বিশেষ করে শান্তির, সহ্য শক্তির সাহস সঞ্চার করে দেওয়া, লাইট-হাউস হয়ে সকলকে শান্তির লাইট দেওয়া। বুঝতে পেরেছো, কী করতে হবে? এখন নিজের দায়িত্ব বা কর্তব্য পূরণ করো আর তীব্র গতির সাথে পূরণ করো, যার দ্বারা আত্মারা আত্মিক শক্তির স্বস্তি পায়, দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিতে শীতল জলের অনুভব করে। এই কর্তব্য পূরণ করতে পারবে? দূর থেকেও করতে পারো নাকি যখন সামনে আসবে তখন করবে? তোমরা করছো ঠিকই, কিন্তু এখন অস্থিরতা যত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তোমাদের সেবাও যেন ততই তীব্রতা পায়। বুঝেছো, পূর্বজদের পালনা কী? এই রকম না হয় যে, পূর্বজ অথচ পালনা করতে পারো না। পূর্বজ'র কাজই হলো পালনার দ্বারা শক্তি দেওয়া। শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী স্থিতির দ্বারা পরিস্থিতিকে পার করবার শক্তির অনুভব করাও। আচ্ছা!

চতুর্দিকের সকল আদি দেব ব্রহ্মার সহায়তাকারী আদি আত্মাদেরকে, সকল আত্মাদের ফাউন্ডেশন পূর্বজ আত্মাদেরকে, সদা সকল আত্মাদের প্রতি অসীম সেবার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি রাখতে পারা আত্মাদেরকে, সকল আত্মিক সোশ্যাল সেবাদারী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎ : - বর্তমান সময়ে অশান্ত আত্মাদেরকে শান্তি দেওয়া - এটাই হল সকলের বিশেষ কার্য। রহমদিল (দয়ালু) বাবার বাচ্চাদের, সকল আত্মাদের প্রতি দয়া আসে তো, তাই না? যার অন্তর দয়ালু পরিপূর্ণ (রহমদিল) সে করবে? রহম এর অর্থই হল যে কোনো ভাবেই হোক সাহস প্রদান করা, নির্বল আত্মাদেরকে বল প্রদান করা। তো আত্মাদের দুঃখের সংকল্প তো মাস্টার সুখদাতা আত্মাদের কাছে পৌঁছেই যায়। সেখানে যেমন দুঃখের ঢেউ রয়েছে, তেমনি বিশেষ আত্মাদের মধ্যে সেবার বিশেষ তরঙ্গ খেলে যে - দিতে হবে, কিছু করতে হবে। কী করা হয়েছে, প্রত্যেককে সেই সেবার এক্সট্রা চার্ট চেক করা চাই। সাধারণ সেবা যেমন চলছে, সেটা তো চলবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বায়ুমন্ডলের দ্বারা, বৃত্তির দ্বারা সেবার বিশেষ অ্যাটেনশান রাখো। এর দ্বারা স্ব এর স্থিতিও স্বতঃতই শক্তিশালী হয়ে যাবে। এই রকম ঢেউ ছড়িয়ে

দিয়েছো? বিশ্বের রাজা হতে চলেছো, অতএব সকল আত্মাদের প্রতি সেই তরঙ্গ পৌঁছে যেতে হবে, তাই না? কোনো আত্মাই যাতে বঞ্চিত না থেকে যায়। তা সে অন্য ধর্মের আত্মাই হোক না কেন, তারা তো আমাদের বংশেরই। যে ধর্মের আত্মাই হোক না কেন, মূল তো সেই একটিই। এই ঢেউ আছে? (না নেই) অ্যাটেনশন প্লীজ!

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার -

"ব্যর্থের প্রভাবের মধ্যে নিজেকে এনো না, নিজের শ্রেষ্ঠ প্রভাব ফেলতে পারো এইরূপ হও"

সদা নিজেকে পুরুষার্থে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আত্মা আমি - এই রূপ অনুভব করো? পুরুষার্থে কখনো কখনো স্ববিরতার (থেমে যাওয়া) কলা, কখনো উতরাই (নেমে যাওয়া) কলা - এই রকম হওয়া উচিত নয়। কখনো খুব ভালো, কখনো ভালো, কখনো একটু ভালো - এই রকম নয়। সদা খুব ভালো। কারণ সময় কম আর সম্পূর্ণ হওয়ার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য রয়েছে। সুতরাং নিজেরও পুরুষার্থের গतिकে তীব্র করার প্রয়োজন। পুরুষার্থের তীব্র গতির নিদর্শন হলো - সে সদা ডবল লাইট হবে, কোনো প্রকারেরই বোঝার অনুভব হবে না। প্রকৃতির দ্বারা কোনো পরিস্থিতিই আসুক, কিন্তু ব্যক্তিদের দ্বারাই যদি কোনো পরিস্থিতি আসুক না কেন, সকল পরিস্থিতি, স্ব-স্থিতির সামনে কোনো কিছুই অনুভব হবে না। স্ব-স্থিতির শক্তি পর-স্থিতির থেকে অনেক উপরে, কেন? এটা হল স্ব আর ওটা হল পর। নিজের শক্তিকে তোমরা ভুলে যাও, তখনই পর-স্থিতি বড় বলে মনে হয়। সদা ডবল লাইট এর অর্থই হল লাইট অর্থাৎ উঁচুতে থাকা। হাল্কা জিনিস সব সময় উপরে উঠে যায় আর বোঝা সব সময় নীচে নিয়ে যায়। অর্ধেক কল্প তো নীচেই আসতে থেকেছো তাই না? কিন্তু এখন সময় হলো উঁচুতে যাওয়ার। তাহলে কী করতে হবে? সর্বদা উপরে। তাহলে কী করতে হবে? সদা উপরে।

শরীরের ক্ষেত্রেও দেখো, আত্মার নিবাস স্থান হলো উপরে, উঁচুতে। পায়ে তো নয়। শরীরে যেমন আত্মার স্থান হল উঁচুতে, সেই রকমই স্থিতিও সর্বদা যেন উঁচুতে থাকে। ব্রাহ্মণদের চিহ্ন হিসেবেও কেশশিখাকে (টিকি) উপরেই দেখানো হয় তাই না! শিখার (চোটি/টিকি) অর্থই হল উঁচু। সুতরাং স্থূল চিহ্ন এইজন্যই দেখানো হয়েছে যে স্থিতি হলো উঁচুতে। শূদ্রকে নীচে দেখানো হয়, ব্রাহ্মণকে উপরে দেখানো হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণদের স্থান আর স্থিতি দুটোই হলো উচ্চ। যদি স্থানের কথা স্মরণে থাকে তবে স্থিতিও স্বভাবতঃই উঁচু হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিও সর্বদা উপরে থাকে। কেননা আত্মা, আত্মাকে দেখে, আত্মা তো হলো উপরে, তাহলে দৃষ্টি তো উপরেই যাবে। যখনই কারো সাথে দেখা হলো অথবা যখন কারো সাথে কথা বলছো তো আত্মাকে দেখে কথা বলছো, আত্মার সাথেই কথা বলছো। তোমাদের দৃষ্টি আত্মার দিকে যায়। আত্মা কপালে থাকে তাই না! তাহলে উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থাকা হলো সহজ।

যখন এই রকম স্থিতি হয়ে যাবে তখন নীচের বিষয় গুলির থেকে, নীচের বায়ুমন্ডলের থেকে সর্বদাই দূরে থাকবে, তার প্রভাবে আসবে না। ভালো প্রভাব পড়ে নাকি খারাপও পড়ে যায়? প্রবৃত্তিতে যদি খারাপ বায়ুমণ্ডল থাকে, তখন কি করে থাকো? প্রভাবিত হয়ে যাও? খারাপকে তোমরা ভালো বানিয়ে থাকো নাকি প্রভাবে চলে আসো? কেননা মায়াও দেখে যে আত্মা, আগ্নেয় তো ধরে ফেলেছে। আগ্নেয় পেরে এবার হাত ধরবে, হাতের পরে পায়ে পড়বে। সেইজন্য প্রভাবে এসো না। প্রভাবে আসা নয়, শ্রেষ্ঠ প্রভাব ফেলতে পারার মতো হও। তো ব্রাহ্মণ আত্মা অর্থাৎ সদা ডবল লাইট, উঁচুতে থাকা। এই স্মৃতিতে সামনে উড়তে থাকো। আত্মা!

সকলে খুশীতে থাকো তো না? দুঃখের ঢেউ আসে না তো? কেননা যারা দুঃখধাম ছেড়ে চলে গেছে তাদের কাছে দুঃখের ঢেউ কীকরে আসতে পারবে? সঙ্গমে দুঃখধাম আর সুখধাম দুয়েরই জ্ঞান রয়েছে। দুয়েরই নলেজফুল শক্তিশালী আত্মা তোমরা। ভুল করেও দুঃখধামে যেতে পারবে না। সদা খুশীতে যারা থাকে, তাদের কাছে দুঃখের ঢেউ কখনোই আসতে পারে না। আত্মা! সেবা আর স্ব উল্লসিত দুয়েরই ব্যালেন্স রাখো। এই রকম না হয় যে সেবাতে মেতে গেলে তো স্ব উল্লসিত কথা ভুলে গেলে। সেবার শখ বেশী রয়েছে। কিন্তু দুয়েরই ব্যালেন্স। বুঝেছো? ভালো ভাবেই চলছো তোমার, কিন্তু কেবল ভালো পর্যন্তই আটকে থেকো না, আরও ভালোর থেকেও ভালো।

বরদান:-

নিজের জীবনকে হীরে তুল্য ভ্যালুয়েবল বানিয়ে স্মৃতি আর বিস্মৃতির ঘূর্ণিপাক থেকে মুক্ত ভব এই সঙ্গমযুগ হলো স্মৃতির যুগ আর কলিযুগ হলো বিস্মৃতির যুগ। যদি নিজের শ্রেষ্ঠ পার্ট, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের সদা স্মৃতি থাকে, তবে হীরে তুল্য ভ্যালুয়েবল তোমরা আর যদি বিস্মৃতি হয় তবে তোমরা হলে পাথরবুদ্ধি। এ হলো স্মৃতি আর বিস্মৃতির খেলা। সঙ্গমযুগে যারা বাস করে, তারা কখনোই কলিযুগে ঘুরপাক খেতে যাবে

না। আর বুদ্ধি যদি এতটুকুও গেছে, তবে ঘূর্ণাবর্তে ফেঁসে যাকে। কেননা কলিয়ুগে রয়েছে অনেক জৌলুস, কিন্তু সেই জৌলুস হলো ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

স্লোগান:- নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে ল' অ্যান্ড অর্ডার অনুসারে চালনাকারীই হলো সত্যিকারের রাজযোগী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতে চলে স্বচ্ছ এবং শুদ্ধ হয়ে ধারণা করে তারপর যুক্তিযুক্ত (সঠিক) সেবা করতে হবে, অহংকার করবে না, তোমাদের শুদ্ধ গর্বে থাকতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি বিষয়ের কারণে বাবাকে এতো বড় নলেজ প্রদান করতে হয়?

*উত্তরঃ - গীতার রচয়িতা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে সিদ্ধ করার জন্য বাবা তোমাদের এতো বড় নলেজ প্রদান করেন। সবথেকে বড় ভুল এই হলো যে, গীতাতে পতিত - পাবন বাবার জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, এই বিষয়টিকেই সিদ্ধ করতে হবে। এর জন্য ভিন্ন - ভিন্ন যুক্তি রচনা করতে হবে। বাবার মহিমা আর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আলাদা - আলাদা ভাবে বলতে হবে।

*গীতঃ- মরণ তোমার গলিতেই...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনেছে, বলা হয় -- তোমার দ্বারে এসেছি বেঁচে থেকেও মরবার জন্য। কার দ্বারে? তার পরে এই কথা বেরিয়ে আসে, যদি গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় তাহলে এই সব বিষয় হতে পারে না। তিনি হলেন সত্যযুগের প্রিন্স। গীতা শ্রীকৃষ্ণ শোনাননি। গীতা পরমপিতা পরমাত্মা শুনিয়েছেন। সমস্তকিছুই এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই একটি কথাকে যদি বুঝতে পেরে যায় তাহলে ভারতের যে এতো শাস্ত্র আছে -- সবই মিথ্যা, একথা সিদ্ধ হয়ে যাবে। এ সবই ভক্তিমার্গের। এখানে কর্মকাণ্ড, তীর্থযাত্রা, জপতপ ইত্যাদির কাহিনী লেখা আছে। ভক্তিমার্গে তোমরা এতো পরিশ্রম করে এসেছো, সে তো এখানে দরকার নেই। এ তো সেকেন্ডের কথা। কেবলমাত্র এই একটি কথা সিদ্ধ করার জন্যেও বাবাকে কতো জ্ঞান দান করতে হয়। প্রাচীন নলেজ, যা ভগবানই দিয়েছিলেন, তাই হলো নলেজ। সমস্তকিছুই গীতার উপর। পরমপিতা পরমাত্মা এসেই দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনের কারণে সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শিখিয়েছিলেন, যা এখন প্রায় অবলুপ্ত। মানুষ মনে করে, শ্রীকৃষ্ণ আবার এসে গীতা শোনবেন, কিন্তু তোমাদের এখন এই কথা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করতে হবে যে, গীতা পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনিই শুনিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আর পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা হল আলাদা - আলাদা। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স, যিনি সহজ রাজযোগের দ্বারা রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলেন। যখন পড়তেন, তখন নাম - রূপ অন্য, আর যখন রাজ্য - ভাগ্য পেয়েছিলেন, তখন অন্য। প্রথমে পতিত তারপর পাবন হয়েছে, এই কথা সিদ্ধ করে বলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে কখনোই পতিত - পাবন বলা হবে না। পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবা। এখন সেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা যে কালো অর্থাৎ শ্যাম হয়ে গেছে, তিনি আবার পতিত - পাবনের দ্বারা রাজযোগ শিখে ভবিষ্যৎ পাবন দুনিয়ার প্রিন্স তৈরী হচ্ছেন। এই কথা সিদ্ধ করে বোঝাতে গেলে যুক্তির প্রয়োজন। ফরেনার্সদেরও সিদ্ধ করে বলতে হবে। এক নম্বর হলো সর্বশাস্ত্র শিরোমণি গীতা, শ্রীমৎ ভাগবত গীতা মাতা। এখন মাতাকে কে জন্ম দিয়েছে? বাবাই মাতাকে দত্তক নেন। এমন বলা হবে না যে, ক্রাইস্ট বাইবেল দত্তক নিয়েছিলেন। ক্রাইস্ট যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাই পুস্তক হিসাবে বাইবেল নাম দিয়ে মানুষ পড়তে থাকে। এখন গীতার শিক্ষা কে দিয়েছিলেন, যা পুস্তক বানিয়ে মানুষ পড়তে থাকে। এ কথা কেউই জানে না, আর সকলের শাস্ত্রের কথা সবাই জানে। এই যে সহজ রাজযোগের শিক্ষা, তা কে দিয়েছিলেন, এই কথা সিদ্ধ করতে হবে। দুনিয়া তো দিনে - দিনে তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। এই সব কথা স্বচ্ছ বুদ্ধিতেই বসতে পারে। যে শ্রীমতে চলবে না, তার ধারণাও হতে পারবে না। শ্রীমৎ বলবে, তুমি একদমই বোঝাতে পারো না। বাবা চট করে বলে দেবেন -- মুখ্য কথা এটাই হলো যে, গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা। তিনিই হলেন পতিত পাবন। মানুষ তো সর্বব্যাপী বলে দেয় বা ব্রহ্ম তত্ত্বও বলে দেয়। যেই আসে, সে না বুঝেই বলে দেয়। এই গীতা থেকেই সমস্ত ভুল তৈরী হয়েছে, যা হলো - গীতার রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকে বলে দিয়েছে। তাই তোমাদের বোঝানোর জন্য যুক্তি বা উপায় রচনা করতে হবে। গুপ্তা জীকেও বলতেন যে, বেনারসে এই কথা সিদ্ধ করে বোঝাও যে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন।

এখন দিল্লীতে সম্মেলন হয়। সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষদের ডেকে বলে যে, কি উপায় করা যায়, যাতে শান্তি আসবে? এখন এই শান্তি স্থাপন করা তো এদের হাতে নেই। মানুষ বলেও থাকে - হে পতিত পাবন, এসো। এখন এই পতিতরা কিভাবে শান্তি স্থাপন করতে পারবে? তাই মানুষ ডাকতে থাকে, কিন্তু পতিত পাবনকেই তারা জানে না। বলে দেয় -- রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। তিনি তো নেই। মিথ্যাই ডাকতে থাকে, কিছুই জানে না। উদাহরণ আছে -- ইন্দুর নম্বর অনুসারে হলুদের বোঝা পেয়েছিলো। এতে অনেক বড় যুক্তির প্রয়োজন, যাতে সিদ্ধ হয়ে যাবে যে - গীতা ভগবান রচনা করেছিলেন। ওরা

বলে দেয় - যেই হোক, তারা সবাই তো ভগবান। বাবা বলেন - ভগবান উবাচঃ, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, যে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে অন্তিম জন্মে আছে, তাঁকে দত্তক নিয়ে ব্রহ্মা বানিয়ে তাঁর দ্বারা গীতা জ্ঞান দান করি। ওই ব্রহ্মা আবার এই সহজ রাজযোগের দ্বারা সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স হন। এই কথা বোঝার মতো ক্ষমতা আর অন্য কারোর বুদ্ধিতে নেই। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও যথার্থ রীতিতে এখনো সেই শুদ্ধ গর্ব বা অহংকার আসেনি। এতো প্রদর্শনী ইত্যাদি করে -- তবুও সঠিককে সিদ্ধ করতে পারে না। প্রথমে এই ভুল সঠিক করে প্রমাণ দিয়ে বলতে হবে যে, শ্রীমৎ ভাগবত গীতা হলো সর্ব শাস্ত্রের মাতাপিতা। এর রচয়িতা কে ছিলেন? ক্রাইস্ট যেমন বাইবেলের রচনা করেছিলেন। সে হলো খ্রিস্টান ধর্মের শাস্ত্র। আচ্ছা, বাইবেলের পিতা কে? ক্রাইস্ট। তাঁকে মাতাপিতা বলা হবে না। ওখানে তো মায়ের কোনো কথাই নেই। এ তো এখানেই মাতাপিতা আছেন। খ্রিস্টানরা শ্রীকৃষ্ণের ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা ক্রাইস্টকে মানে। এখন এই গীতা কে শুনিয়েছিলেন? এর দ্বারা কোন ধর্ম স্থাপন হয়েছিলো? এ কথা কেউই জানে না। তারা কখনোই বলে না যে, পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মা যজ্ঞ রচনা করেছিলেন। গোলার চিত্র দেখে বুঝতে পারবে, বরাবর পরমপিতা পরমাত্মা এই জ্ঞান দিয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিলেন, তারা কোনো জ্ঞান দেন নি। জ্ঞান দান করার জন্য দ্বিতীয় কাউকে চাই। কেউ তো তাঁদের পাস করিয়েছিলেন, তাই না। এই রাজত্ব প্রাপ্ত করার জ্ঞান কে দিয়েছিলেন? ভাগ্য তো আর এমনিতে তৈরী হয় না। ভাগ্য তৈরী করেন বাবা, অথবা টিচার। গুরু তো গতি করেন, কিন্তু এই গতি - সন্নতির অর্থও মানুষ বুঝতে পারে না। প্রবৃত্তি মার্গের যারা, তাদের সন্নতি হয়। গতির অর্থ, সবাই বাবার কাছে চলে যায়। এই কথা কেউই বুঝতে পারে না। ওরা তো ভক্তির বড় - বড় দোকান খুলে বসে আছে। প্রকৃত জ্ঞানের একটাও দোকান নেই। সবই ভক্তির। বাবা বলেন, এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সবই ভক্তির সামগ্রী। এই উপতপ ইত্যাদি করলেও আমাকে প্রাপ্ত করা যায় না। আমি তো বাচ্চাদের জ্ঞান দান করে পবিত্র বানাই। আমি সমগ্র সৃষ্টির সন্নতি করি। ভায়া গতিতে গিয়ে তারপর সন্নতিতে আসতে হবে। সবাই তো আর সত্যযুগে আসবে না, এই ড্রামা তৈরীই আছে। পূর্ব কল্পে তোমাদের যা শিখিয়েছিলাম, যে চিত্র বানিয়েছিলাম, তা আবারও এখন বানাচ্ছি। এই যে বড় ভুল হয়েছে, তা যদি সিদ্ধ হয়ে যায়, তখন যুক্তির দ্বারা চিত্র বানানো হবে। বলা হয়, তিন ধর্মের চরণের উপর এই সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। এক দেবতা ধর্মের চরণ ভেঙ্গে গেছে, তাই দুলতে থাকে। প্রথমে এই একটি চরণের উপর এই সৃষ্টি চমৎকার ছিলো। তখন একই ধর্ম ছিলো, যাকে অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়। তারপর সেই এক চরণ হারিয়ে গিয়ে তিন চরণ নির্গত হয়েছে, যাতে কোনো শক্তিই থাকে না। তাদের নিজেদের মধ্যেই লড়াই - ঝগড়া চলতে থাকে। ধনী (বাবা) কে জানেই না। সকলেই অনাথ হয়ে গেছে। এই কথা বোঝার জন্য অনেক বড় যুক্তি চাই। প্রদর্শনীতেও মুখ্য এই কথাই বোঝাতে হবে যে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন, পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁর জন্মভূমি হলো ভারত। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সাকার, তিনি নিরাকার। তাঁর মহিমা পৃথক। এমন যুক্তির দ্বারা কার্টুন বানানো উচিত, যাতে সিদ্ধ হয়ে যায় যে, গীতা পরমাত্মার গায়ন, আর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এমন তৈরী করেছিলেন। বলা হয়, ব্রহ্মার দিন হলো জ্ঞান, আর ব্রহ্মার রাত হলো ভক্তি। এখন হলো রাত। সত্যযুগ কে স্থাপন করেন? ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন? সূক্ষ্মবতনেও কোথা থেকে এলেন? প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে পরমাত্মা দত্তক নেন। পরমপিতা পরমাত্মাই প্রথম - প্রথম সূক্ষ্ম সৃষ্টি রচনা করেন। ওখানে তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করান। ওখানে প্রজাপিতা থাকে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন? এই কথা কেউই বুঝতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম জন্মে পরমপিতা পরমাত্মা তাঁকে নিজের রথ বানিয়েছেন। এ কারোর বুদ্ধিতেই নেই। এ অনেক গভীরভাবে বোঝার মতো ক্লাস। টিচার জানে যে, এই স্টুডেন্ট কি ধরণের। তাহলে কি বাবা বুঝতে পারবেন না? এ হলো অসীম জগতের পিতার অসীম জগতের ক্লাস। এখানকার কথাই অনন্য। শাস্ত্রতে প্রলয় দেখিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে দিয়েছে।

তোমরা জানো যে, শ্রীকৃষ্ণ গীতা শোনান নি। তিনি তো গীতার জ্ঞান শুনে রাজ্য পদ প্রাপ্ত করেছিলেন। তোমাদের সিদ্ধ করে বলতে হবে --- গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিব, তাঁর গুণ এই। এই ভুলের কারণেই ভারত কড়ির তুল্য হয়ে গেছে। এখন পরমপিতা পরমাত্মা এই জ্ঞানের কলস মাতাদের উপর রেখেছেন। মাতারাই স্বর্গের দ্বার খোলে। এই সব কথা নোট করে বোঝানো উচিত। ভক্তি বাস্তবে গৃহস্থীদের জন্য। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গের সহজ রাজযোগ। আমরা তা সিদ্ধ করে বোঝানোর জন্য এসেছি। বাচ্চাদের যুক্তিযুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। বাচ্চাদেরই বাবাকে প্রদর্শন করাতে হবে। সর্বদা হাসিমুখ, অচল, স্থির এবং মস্তিতে থাকতে হবে, ভবিষ্যতে এমন অনেক বাচ্চা অবশ্যই বেড়িয়ে আসবে। ব্রহ্মাকুমার - কুমারী তারাই, যারা ২১ জন্মের জন্য বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করায়। কুমারীদের অনেক মহিমা, তারমধ্যে মুখ্য হলেন মাম্মা। তিনি হলেন জ্ঞান সূর্য, ইনি হলেন গুপ্ত মাম্মা (ব্রহ্মা)। এই রহস্য খুব কম জনই বুঝতে পারে। মন্দিরও সেই মাম্মারই। এই গুপ্ত বৃদ্ধ মাম্মার কোনো মন্দির নেই। এই মাতা- পিতা কম্বাইন্ড। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রিন্স। গীতার ভগবানের মহিমা পৃথক। তিনি হলেন পতিত - পাবন, লিবারেটর (মুক্তিদাতা), গাইড। তাই পরমাত্মার মহিমা সম্পূর্ণ পৃথক। এক কিভাবে হতে পারে। মুখ্য বিষয়ই হলো এই যে, গীতা কে শুনিয়েছিলেন? বেদ শাস্ত্র

ইত্যাদি সবই গীতার সন্তান - সন্ততি, আর সবই ভক্তির সামগ্রী, জ্ঞান মার্গে এমন কিছুই হয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রতিটি কাজ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ভাবে করতে হবে। হাসিমুখ, অচল, স্থির আর জ্ঞানের আনন্দে থেকে বাবাকে প্রদর্শন করতে হবে।

২) জ্ঞানের নতুন এবং অতুলনীয় কথা গুলিকে সিদ্ধ করতে হবে।

বরদানঃ- শান্তির শক্তির দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করে 'যোগী তু আত্মা ভব'।

শান্তির শক্তি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। আর সমস্ত শক্তিই এই শক্তি থেকে নির্গত হয়েছে। সায়েন্সের শক্তিও এই শান্তির শক্তি থেকে নির্গত হয়েছে। এই শান্তির শক্তির দ্বারা তোমরা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারো। দুনিয়ার মানুষ যাকে অসম্ভব বলে, তা তোমরা 'যোগী তু আত্মা' বাচ্চাদের জন্য সহজেই সম্ভব। ওরা বলবে, পরমাত্মা তো অনেক উঁচুতে, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, কিন্তু তোমরা তোমাদের অনুভবের দ্বারা বলো -- আমরা তো তাঁকে পেয়ে গেছি, শান্তির শক্তির দ্বারা স্নেহের সাগরে বিলীন হয়ে গেছি।

স্লোগানঃ- নিমিত্ত হয়ে নির্মাণের কার্য যারা করে, তারাই প্রকৃত সেবাধারী।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য :

১) আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল, যখন সদ্গুরু দালালকে পাওয়া গেছে তখন তিনি সুন্দর মেলা করে দিয়েছেন.... আমরা যখন এই শব্দ বলি, তখন এর অর্থ হলো যে, আত্মা, পরমাত্মার থেকে বহুকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বহুকালের অর্থ হলো, অনেক সময় ধরে আত্মা, পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই শব্দ সিদ্ধ করে যে, আত্মা আর পরমাত্মা দুটি পৃথক জিনিস, দুইয়ের মধ্যে আন্তরিক প্রভেদ রয়েছে, কিন্তু দুনিয়ার মানুষ পরিচয় না জানার কারণে এই শব্দের অর্থ এই বের করে যে, আমি আত্মাই পরমাত্মা। কিন্তু আত্মার উপরে মায়ার আবরণ লেগে থাকার কারণে নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছে। যখন এই মায়ার আবরণ দূর হয়ে যাবে, তখন আত্মাই পরমাত্মা হয়ে যাবে। তাই তারা এই অর্থে আত্মাকে পৃথক বলে, আর অন্যরা এই অর্থে বলে যে, আমি আত্মাই পরমাত্মা কিন্তু আত্মা নিজেকে ভুলে যাওয়ার কারণে দুঃখী হয়ে গেছে। আত্মা যখন আবার নিজেকে চিনে শুদ্ধ হয়ে যায় তখন আবার আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলে এক হয়ে যাবে। তাই তারা এই অর্থে আত্মাকে পৃথক বলে, কিন্তু আমরা তো জানি যে, আত্মা আর পরমাত্মা দুইই পৃথক জিনিস। না আত্মা, পরমাত্মা হতে পারে, আর না আত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে মিলে এক হয়ে যেতে পারে, আর না পরমাত্মার উপর কোনো আবরণ পড়তে পারে।

২) বাস্তবে প্রত্যেক মানুষের এই চাহিদা অবশ্যই থাকে যে, আমি যেন মনের শান্তি পাই, তাই তারা অনেক প্রযত্ন করে এসেছে কিন্তু সেই মনের শান্তি এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়নি, এর যথার্থ কারণ কি? এখন প্রথমে তো এই চিন্তা করা জরুরী যে, মনের এই অশান্তির সর্বপ্রথম বীজ কি? মনের অশান্তির মুখ্য কারণ হলো -- কর্মবন্ধনে আটকে যাওয়া। যতক্ষণ না মানুষ এই পাঁচ বিকারের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ মানুষ এই অশান্তির হাত থেকে মুক্ত হতে পারবে না। যখন এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তখনই মনের শান্তি অর্থাৎ জীবনমুক্ত স্থিতি প্রাপ্ত করতে পারে। এখন চিন্তা করতে হবে -- এই কর্মবন্ধন কিভাবে ছিন্ন হবে? আর তার থেকে কে মুক্ত করবেন? এ তো আমরা জানিই যে, কোনো মনুষ্য আত্মা অন্য কোনো মনুষ্য আত্মাকে মুক্ত করতে পারে না। এই কর্মবন্ধনের হিসেব - নিকেশকে ছিন্ন করেন কেবলমাত্র এক পরমাত্মা, তিনি এসেই এই জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করেন, তাই পরমাত্মাকেই সুখদাতা বলা হয়। যতক্ষণ না প্রথমে এই জ্ঞান হচ্ছে যে, আমি আত্মা, আসলে আমি কার সন্তান, আমার প্রকৃত গুণ কি? যখন এই কথা বুদ্ধিতে এসে যাবে, তখনই কর্মবন্ধন ছিন্ন হবে। এখন এই জ্ঞান আমরা পরমাত্মার কাছেই প্রাপ্ত করি, পরমাত্মার দ্বারাই আমাদের কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিকার গুলিকে দান করে দেওয়ার পরেও স্মরণে থাকার পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে কারণ স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে"

*প্রশ্ন:- তখতনশীন (সিংহাসনে আসীন) হওয়ার বা রুদ্রমালায় গাঁথা হওয়ার বিধি কি?

*উত্তর:- বাবার মতন দুঃখহরণকারী-সুখপ্রদানকারী হও। সকলের উপর জ্ঞান জলের ছিটে দিয়ে শীতল করার সেবা করো। কাউকে দুঃখ দেওয়ার মতো কথা গুলিকে ত্যাগ করো। কোনো বিকর্ম করো না। ভালো ম্যানার্স ধারণ করো। নিজের সময়কে বাবার স্মরণে সফল করো, তবেই বাবার হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী হয়ে রুদ্রমালায় গাঁথে যাবে। যদি কেউ নিজের টাইম নষ্ট করে তাহলে শুধু শুধুই নিজের পদ ভ্রষ্ট করবে। মিথ্যা বলা, ভুল করে তা লুকানো, কারোর মনে (হৃদয়ে) দুঃখ দেওয়া -- এ'সব হলো পাপ, যারফলে ১০০ গুণ সাজা ভোগ করতে হবে।

*গীত:- না তিনি আমাদের থেকে পৃথক হবেন.....

ওম্ শান্তি । এ হলো গোপিকাদের গান। কোন্ গোপিকারা? এ হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত। এঁনাকে আবার বলা হয় গোপীবল্লভ অর্থাৎ বাবার গোপ-গোপিকারা। বাকি এসব হলো গল্পকথা। এ হলো বুঝবার মতন বিষয় যে অবশ্যই তোমরা যখন ঈশ্বরের হয়ে যাও তখন আসুরীয় বিকারী সম্প্রদায় শত্রু হয়ে যায়। হাঁস আর বক একত্রে থাকতে পারে না। হাঁস হয় অল্পসংখ্যক। বক থাকে অনেক কোটি কোটির আন্দাজে। তোমাদের গৃহস্থী জীবনে থেকে কমল ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। এর গায়নও রয়েছে। গৃহস্থী জীবনে থেকে পবিত্র হয়ে থাকো। হ্যাঁ, বিঘ্ন অনেক আসবে। আধাকল্পের অপবিত্রতা তাই এত তাড়াতাড়ি পবিত্র হবে না। বিকারের জন্য কত টানাপোড়েন (সংঘর্ষ) চলে, অবলাদের উপর অত্যাচার হয়। তবেই তো দ্রোপদী (বাঁচানোর জন্য) ডেকেছিল। দ্রোপদী তো একজন নয়। এই সময়ে সকলেই হলো দ্রোপদী আর দুঃশাসন। চীর(বস্ত্র) হরণ করে। এ হলোই পতিত বিকারী দুনিয়া আর সত্যযুগকে বলা হয় ভাইসলেস (নির্বিকারী) দুনিয়া। এ হলো ভাইসেস (বিকারী) দুনিয়া, রাবণ রাজ্য। এই দুনিয়ায় কত দুঃখ রয়েছে, কান্নাকাটি, মারপিট, লড়াই ঝগড়া কি-কি লেগেই রয়েছে। যখন নতুন দুনিয়ায় দেবতারা রাজত্ব করতো তখন পবিত্রতা-সুখ-শান্তি ছিল, অশান্তি করার মতো কোনো ধর্ম ছিল না। এখন তো অশান্তি ছড়ানোর মতো কত ধর্ম রয়েছে। তোমরা পুনরায় প্রমাণ করে তারপর বলা যে সবচেয়ে পুরনো শত্রু হলো রাবণ। যে ভারতকে কড়িতুল্য পতিত বানিয়ে দিয়েছে। বাবা বসে থেকে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বুঝিয়ে থাকেন। রাবণ রাজ্যে কেউ যতই দান-পুণ্য করুক, যজ্ঞ, জপ-তপ করুক তবুও নিচে নামতেই হবে। যাকে দান করে সেও তো বিকারী পাপাত্মা। বিকর্ম করতে করতে এখন মাথায় অনেক বোঝা হয়ে গেছে। তোমাদের আত্মা যা সতোপ্রধান ছিল, তা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এ'সমস্ত কথা বাবা বুঝিয়ে থাকেন -- কল্প-পূর্বের মতোই বাবা এসে প্রতিকল্পে আমাদের দেবতায় পরিণত করেন। সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শোনান। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এ তো সহজ, তাই না ! সকলেই বলে যে হে ভগবান এসো। এসে আমাদের পতিতদের পবিত্র করো। তাহলে নিশ্চয়ই পতিত-পাবন হলেন বাবা-ই। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের পবিত্র বানানোর জন্য পুরুষার্থ করান। অবশ্যই কেউ কেউ ৫ বিকারকে দান করে দেয় তবুও তারপর যোগযুক্তও হতে হবে। জন্ম জন্মান্তরের যে পাপ মাথায় রয়েছে, যারফলে তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছো, তা যোগ ব্যতীত কিভাবে ভস্মীভূত হবে ?

তোমরা পাঁচ বিকারকে দান করে দাও যে আমরা কোনো পাপ করবো না। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের যে পাপের হিসাব রয়েছে তা কীভাবে যুক্ত হবে? তার যুক্তিও রয়েছে, যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। পতিত আত্মারা সেখানে যেতে পারে না। প্রত্যেকের নিজের নিজের ভূমিকা এবং নিজের নিজের পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন মানুষের পদমর্যাদা তেমনি আত্মারও পদমর্যাদা আছে। সর্বপ্রথমে আত্মারা স্বর্গে আসবে। প্রথম স্থানে আসবে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাঁদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে। ড্রামায় দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা সব থেকে ভালো ভূমিকা পালন করে, সব থেকে বেশি সুখ ভোগ করে। তারপর সতঃ-রজঃ-তমঃতে আসতে হয়। খাদ পড়তে থাকে। এখন সেই খাদ কিভাবে নিষ্কাশিত হবে ? সোনা আগুনে দিলে খাদ বেরিয়ে যায়। এ হলো যোগ অগ্নি, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়। এ কথা কেউ জানেনা যে যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হতে পারে। বাচ্চারা বলে, প্রতি মুহূর্তে যোগ ভেঙ্গে যায়। আমরা বাবাকে ভুলে যাই। এ হলো মায়ার বিঘ্ন। বিঘ্ন আসবে না, তাড়াতাড়ি যোগ যুক্ত হয়ে যাবে, তাহলে বিনাশও

তাড়াতাড়ি

হবে। কিন্তু এইরকম হতে পারে না। সময় লাগে। ততক্ষণ যোগ লাগাতে থাকো, অন্তে কর্মাজীত অবস্থা হয়ে যাবে। তারপর দুনিয়াও সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা শ্রীমতের দ্বারা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। গীতা, মহাভারত, রামায়ণ -- সবই হলো ভক্তির সামগ্রী। তোমরা সঙ্গমে যে কর্তব্য করেছো তার স্মারকচিহ্ন হিসেবে এই মন্দির ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। স্মারকচিহ্ন নির্মাণ দ্বাপর থেকে শুরু হয়। প্রথমে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের স্মারকচিহ্ন নির্মাণ হয়, যিনি এসে পতিতদের পবিত্র করেন। দেবতাদের মহিমার গায়ন করা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের বড় মন্দির রয়েছে। ওনাদের এত পূজো কেন করা হয়? তা কারোর জানা নেই। পূজ্য থেকে পুনরায় পূজারী অবশ্যই হতে হবে, পূজ্য হয় তবেই প্রালব্ধ ভোগ করে। যেমন বড়-বড় রাজাদের জীবন চরিত্র গায়ন করা হয় তেমনই সত্যযুগের প্রথম সারির মহারাজা-মহারানী, লক্ষ্মী-নারায়ণের অবশ্যই মহিমা গাওয়া হবে। কিন্তু তাঁরা কিভাবে হয়েছেন, তা জানে না। যেমন ব্রহ্মা এবং সরস্বতী, এঁাদের দুজনের শিক্ষাদাতা হলেন শিব। ওঁনার নাম শাস্ত্র থেকে বিলোপ করে উল্টোপাল্টা করে দিয়েছে। এই সমস্ত কথা সেম্ভিবেল বাম্বারা নশ্বরের ক্রমানুসারে জেনে থাকে। এই ড্রামা চলছে -- কল্প পূর্বেও তোমরা এরকম হয়েছিলে যেমনভাবে এখন হচ্ছে। এই বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। ফলও অবশ্যই পরিপক্ব হবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি পেতে সময় লাগে। যখন বৃক্ষ তৈরি হয়ে যাবে তখন তোমরা দেবী দেবতা হয়ে যাবে। বাকি সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে। বাম্বারা, এখন তোমরা পরিপক্ব হচ্ছে। কেউ সম্পূর্ণ পরিপক্ব হয়, কেউ কম, কেউ আবার ঝড়ের মধ্যে পড়ে। উপার্জনে গ্রহের দশা লেগে যায়। বাবা বলেন -- যোগ যুক্ত হতে থাকো। যাতে তোমাদের সমস্ত পাপ দক্ষ হয়ে যায়। এ হলো অতি উচ্চ (মূল্যবান) উপার্জন, সেই জন্য ভারতের প্রাচীন যোগ প্রসিদ্ধ। কিন্তু এর দ্বারা কি হয়, তা কারোর জানা নেই। এখন বাবা বোঝান -- তোমাদের আত্মায় খাদ পড়ে গেছে। তোমরাই পূজ্য আর তোমরাই পূজারী মনুষ্য আত্মায় পরিনত হও। ভগবান তো হতে পারেন না। যদি তিনিও পূজারী হয়ে যান তবে পুনরায় পূজ্য কে বানাবেন? আমাদের পূজ্য পরিনতকারী হলেন বাবা। আমরা পূজ্য, পবিত্র দেবতা ছিলাম পুনরায় নিচে নামতে নামতে আমরাই শূদ্র হয়ে গেছি। সত্যযুগের দেবী-দেবতাদের বলা হবে -- ঈশ্বরের নতুন রচনা। গেয়ে থাকে -- মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে..... বাবা বোঝান যে ভালোভাবে পড়ো। বাবা, শিক্ষক, গুরুর কাজ হলো -- পুরুষার্থ করানো। বাম্বারা সময় নষ্ট কোরো না। শুধু-শুধু পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। তখন অত্যন্ত পশ্চাতাপ করতে হবে। তোমরা বলবে -- প্রতিকল্পে আমাদের এরকম অবস্থা হবে তখন আর কিছুই করতে পারবে না। সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে। নিশ্চয় পাকা হয়ে যাবে যে প্রতিকল্পে এরকম দুর্গতিপ্রাপ্ত করবো। বাবা বোঝাতে থাকেন -- এই ফল বেরোবে, তখন খুব কান্নাকাটি করতে হবে। যেমন ক্লাসে ট্রান্সফার হয়, নশ্বরের ক্রমানুসারে গিয়ে বসে। আমরাও নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হয়ে যাই। ব্রাহ্মণদের মালার গায়ন হয় না, রুদ্র মালারই পূজা হয়ে থাকে। কিন্তু একথা কারোর জানা নেই যে এই মালা কি? উপরে মেরু দেখানো হয়। মেরু হল বিষ্ণু, উপরের ফুল হলেন শিববাবা, তারপর হলো মালা। এখন তোমরা ব্রাহ্মণেরা পুরুষার্থ করছো, তারপর রুদ্র মালায় গেঁথে যেতে হবে, সেইজন্য পুরুষার্থ এমনভাবে করো যাতে সিংহাসনের অধিকারী হয়ে যাও। কাউকে দুঃখ দেওয়ার কথা পরিত্যাগ করো। বাবা হলেন দুঃখ হরণকারী-সুখপ্রদানকারী। যদি বাম্বারা দুঃখ দেয় তখন কে বুঝবে যে -- এরা হলো ঈশ্বরের সন্তান। বিকর্ম করা অথবা জীবঘাত করা, মিথ্যা পাপ করা উচিত নয়। হেরে গেলে তখন ক্ষমা চাইতে হবে। ভক্তিতেও কিছু হয়ে গেলে হয় হয় করে। এ হলো জ্ঞানমার্গ, এখানে কারোর হৃদয়ে কখনো দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। জ্ঞানের ছিঁটে তো শীতল করে দেয়। বাম্বারা, এখানে তোমরা এসেছো পড়বার জন্য। পড়াশোনায় ম্যানার্স ভালো রাখা উচিত। এও হলো পড়াশোনা। নিরাকার বাবা পড়ান। তিনি তোমাদের অন্তরের কথা সব কথা জানেন। একটি সেন্টার থেকে সমাচার এসেছিল -- একটি বাম্বা ভুল করেছে, তখন ধর্মরাজ তাকে সাজা দিয়েছে। এই বাবার তো জানাই ছিল না। এরকম অনেকেই আছে যারা বিকারে যায় তারপর সত্য বলে না। নিজেকে বাঁচানোর জন্য ভুলকে গোপন করে। কিন্তু শিববাবার থেকে তো লুকাতে পারেনা। তোমাদের শিক্ষা দাতা হলেন। একে তো দুর্বুদ্ধিতা বলা হবে। এখানে কারোর মিথ্যা বা সত্য লুকিয়ে রাখতে পারা যায় না। এই বাবা বলেন আমি অন্তর্যামী নই। শিববাবা হলেন অন্তর্যামী। বাবা স্বয়ং বলেন -- আমি নিরাকার সব জানি। ইনি সাকারে রয়েছেন। আমি পুনর্জন্ম-রহিত, ইনি জন্ম-মৃত্যুতে আগমনকারী, তবেই তো এঁনাকে বলা হয়, তুমি তোমার নিজের জন্মকে জানো না, আমি তোমাকে শোনাই। যারাই সূর্যবংশী ঘরানার তাদের সকলকেই শোনাই। অনেক বাম্বারা লুকোয় বাবার সামনে আসেই না। বাবা বলেন -- এঁনার কাছে লুকিয়ে না এঁনাকে সবকিছু শোনাও। ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের হিসেব-নিকেশ তো আমার কাছে জমা রয়েছে। বাকি এই জন্মের যা কিছু তা এঁনাকে শোনাও তখন আমিও শুনবো। এছাড়া ঘরে বসে মনে করবে শিববাবা তো সবকিছু জানেন। না। সে তো ভক্তিমার্গে করে এসেছে। এখন তো আমি সম্মুখে এসেছি, তাই বলতে হবে তবেই সাবধানতা অবলম্বন করতে পারবে। বাবা তো বোঝাবেন, মুখে কালি লাগিও না। নাহলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। ভবিষ্যতে খুব খারাপ সময় আসবে। অনেক সাজা পাবে। তার

উদাহরণও তোমরা দেখতে, শুনতে থাকো। পাপ কখনো সার্জেনের কাছে লুকিও না। তিনি মাফ করে দেবেন, এমন নয়। এইসময় পাপ করলে তা শতগুণ হয়ে যাবে। আর শুধু-শুধু মিথ্যেও বোলো না। বাবা সমস্ত বাচ্চাদের ওয়ার্নিং দেন। এ হলো কত বড় অসীম জগতের পাঠশালা।

তোমরা গোপেরা, গুপ্ত বেশে অনেক কাজ করতে পারো। বোঝালে তখন হৃদয়ে অবশ্যই অনুভূত হবে যে অবশ্যই এও হলো গভর্নমেন্ট। এই জ্ঞান হলো গুপ্ত। বীজ, বৃক্ষ এবং সৃষ্টিচক্র-কে জানতে হবে। এ হলো চার যুগের চক্র। ওরা আবার চরখা রেখে দিয়েছে। তোমরা হলে বি.কে, পান্ডব সেনা, ওই কোট অফ আর্মস নিয়ে যাওয়া উচিত। চরকা চালালে সত্যমেব জয়তে হবে কি ? এ হলো সৃষ্টি চক্রের কথা। তোমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। গুপ্ত বেশে তোমরা যেকোনো কোথাও যেতে পারো। বহুরূপীর সন্তানদের বহুরূপী হওয়া উচিত। কিন্তু বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আসে না। সামান্য সার্ভিস করেই খুশি হয়ে যায়। বোধবুদ্ধি একদম আকাশে উঠে যায়। অবশ্যই অনেক কাজ করতে হবে। নানান রকম ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা অনেক পয়েন্টস দেন। এই জ্ঞান যত্নকে তো চলতেই হবে। সকল ধরনের পন্থীদের (ধর্মাবলম্বীদের) আহ্বান করতে থাকো। রাজাদেরও আহ্বান করতে পারো। কনফারেন্সও করতে পারো। যেমন ব্যক্তি তেমন-তেমন কার্ড ছাপাতে হবে। এসে বুঝুন, এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, আসুন তবেই আমরা আপনাদের পরমপিতা পরমাত্মার এবং পাঁচ হাজার বছরের জীবন কাহিনী শোনাবো। বিস্ময়কর তাই না ! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পবিত্র হওয়ার জন্য যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে, মায়ার বিদ্বকে পরোয়া করবে না।

২) সকলের উপর জ্ঞানের ছিঁটে দিয়ে শীতল করার সেবা করতে হবে, কারোর হৃদয়কে কখনো দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। বাবার মতন দুঃখহরণকারী, সুখ প্রদানকারী হতে হবে।

বরদানঃ:- স্বমানে স্থির থেকে দেহবোধ সমাপ্তকারী অকাল সিংহাসনে আসীন, অকাল-মূর্তি ভব সঙ্গমযুগে বাবার দ্বারা অনেক স্বমান প্রাপ্ত হয়েছে। রোজ একটি করে নতুন স্বমান স্মৃতিতে রাখো তবেই স্বমানের সামনে থেকে দেহবোধ এমনভাবে পালিয়ে যাবে যেমনভাবে আলোর সামনে থেকে অন্ধকার পালিয়ে যায়। না সময় লাগে, না পরিশ্রম লাগে। তোমাদের কাছে ডাইরেক্ট পরমাত্ম-লাইটের কানেকশন রয়েছে কেবল স্মৃতির সুইচ ডাইরেক্ট লাইনে অন করো, তাহলেই এত লাইট হয়ে যাবে যে স্বয়ং তো লাইটে থাকবেই উপরন্তু অন্যদের কাছেও লাইট-হাউস হয়ে যাবে। যারা এমন স্বমানে থাকে, তাদেরকেই অকাল সিংহাসনে আসীন, অকাল মূর্তি বলা হয়ে থাকে।

স্নোগানঃ:- নিজের স্থিতিকে উঁচু বানাও, তবেই পরিস্থিতিগুলি ছোট হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে মুক্তি-জীবনমুক্তি পাবে না, বাবাই তোমাদের ডাইরেক্ট এই উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন"

*প্রশ্ন:- বাবার সন্তান হওয়ার পরেও মায়া কোন্ বাচ্চাদেরকে নিজের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে?

*উত্তর:- যাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো সম্পর্কের প্রতি ছুটে বেড়ায়, সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই বা কোনো পুরানো সংস্কার রয়েছে, এমন বাচ্চাদেরকে মায়া নিজের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে। বাইরের সঙ্গও খুব খারাপ, যা শেষ করে দেয়। সঙ্গের প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি প্রভাবিত করে, সেইজন্যই বাবা বলেন বাচ্চারা বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সাথেই জোড়ো। বাবাকেই ফলো করো। কোনো দেহধারীর প্রতি প্রেম রেখো না।

*গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা....

ওম শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছি। এটা খুবই বোঝার মতো বিষয়। কথিত আছে পরমপিতা পরমাত্মা সব ধর্ম স্থাপকদের পাঠিয়ে দেন- নিজ-নিজ ধর্ম স্থাপন করার জন্য। সুতরাং তারা এসে ধর্ম স্থাপন করে। এমন নয় যে তারা এসে উত্তরাধিকার দিয়ে থাকে। না। উত্তরাধিকারের কথা আসেই না। উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন একমাত্র বাবা। ক্রাইস্টের আত্মা কি খোড়াই সবার পিতা, যে উত্তরাধিকার দেবে। সে তো খ্রিস্টানদেরও পিতা নয় যে উত্তরাধিকার দেবে। তবে সে কোন উত্তরাধিকার দেবে? প্রশ্ন জাগে। আর উত্তরাধিকার কাকে দেবে? সে তো ধর্ম স্থাপন করতে আসে। তার পিছনে অন্য খ্রিস্টান ধর্মের আত্মারা আসে যায়। এখানে উত্তরাধিকারের কথা আসে না। উত্তরাধিকার নিতে হয় বাবার কাছ থেকে। মনে করো ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট ইত্যাদি ধর্ম প্রচারক এসেছে। ওরা এসে কি করেছে? কাউকে উত্তরাধিকার দিয়েছে? না। উত্তরাধিকার দেওয়া বাবার কাজ। তিনি তো স্বয়ং আসেন। আত্মারা আসা যাওয়া করতে থাকে, এভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। উত্তরাধিকার সবসময় ক্রিয়েটরের কাছ থেকে পাওয়া যায়। ক্রিয়েটার এক হচ্ছে লৌকিক পিতা, আর পারলৌকিক পিতা। এটা ধারণ করার বিষয়। ধারণাও তাদেরই হবে যারা অন্যদের দান করে থাকে। এখন অসীম জগতের পিতা সব বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। অসীম জগতের পিতাই বাচ্চাদের অসীমিত উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। খ্রিস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের পিতা একজনই। সবাই গডফাদার বলে থাকে। ক্রাইস্টও বলেছেন গডফাদার। ফাদারকে কখনও ভোলে না। গডফাদার একজনই নিরাকারকে বলা হয়। সমস্ত নিরাকার আত্মাদের পিতা একজনই। ধর্ম স্থাপকদের পিতাও একজনই নিরাকার, তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সবাই গডফাদার বলে আহ্বান করে। এক ভারতই আছে যেখানে বলা হয় - ঈশ্বর সর্বব্যাপী। ভারতবাসীদের থেকেই আরও সবাই সর্বব্যাপী বলতে শিখেছে। যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হবেন তবে ঈশ্বরকে কেন স্মরণ করো? সাধুরা কার সাধনা বা প্রার্থনা করে? বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন তাইনা। ক্রিয়েটার সবারই এক, তিনিই পতিত-পাবন। সত্যযুগে সবাই পবিত্র হয়, তারপর কিভাবে তারা পতিত হয়? (শাস্ত্রে) লেখা রয়েছে - দেবতারাই বাম মার্গে যায়। এখন পুনরায় পবিত্র দুনিয়া তৈরী হচ্ছে। দ্বাপরের আদি থেকে পতিত দুনিয়া শুরু হয়। ঈশ্বরীয় রাজ্য আর আসুরি রাজ্য অর্ধেক-অর্ধেক হয়। এ'সব কথা সব ভারতের জন্য। রাবণকে ভারতেই দহন করা হয়। সুতরাং বাবা বুঝিয়েছেন যে কোনো ধর্মস্থাপকই কাউকে উত্তরাধিকার দেয় না। ওরা নতুন ধর্ম স্থাপন করে, সেইজন্যই তাদের স্মরণ করা হয়। ক্রাইস্ট, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শঙ্করকে স্মরণ করলে বা প্রার্থনা করলে ওরা কিছুই দিতে পারবে না। দিতে পারেন একমাত্র বাবা। তাঁর সামনে আসতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পরমাত্মা আসেন- এটা কেউ-ই মানে না।

বাবা বলেন আমি আত্মারা, তোমাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য একই সময়ে আসি। বাবা বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। বাবা দুজনকে বলা হয় - একজন শরীরধারী পিতা, দ্বিতীয় জন সমস্ত আত্মাদের পিতা, আর কেউ-ই পিতা হতে পারে না। তোমাদের এই বাবা অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেতে পারবে না। উত্তরাধিকার একমাত্র শিববাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, ব্রহ্মাও তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেন। তিনিই সবার সঙ্গতি দাতা। সবার মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা সেইজন্যই সর্বপ্রথম কাউকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। কোনো বৃদ্ধকেও অনেকে বাবা বা পিতা বলে থাকে। কিন্তু তারা বাবা নয়। বাবা একজন লৌকিক, আর পারলৌকিক হয়। এই ব্রহ্মাও শরীর ধারী পিতা। তোমরা বাচ্চাদের তিনি অ্যাডপ্ট করেন। যদিও তোমরা ব্রহ্মাকে বাবা বলো কিন্তু তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে না। কি সেই উত্তরাধিকার? সঙ্গতি পাওয়ার। দুর্গতি বা জীবনবন্ধ থেকে সবাই মুক্তি পায়। এই সময় বিশেষ করে ভারত,

এবং সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণের বন্ধনে আবদ্ধ। আত্মারা যারা সবার প্রথমে আসে তারা প্রথমে জীবনমুক্তি তারপর জীবনবন্ধে আসে। প্রথমে সুখ এবং তারপর দুঃখ ভোগ করতে হয়। এটা বুদ্ধিতে বসানো উচিত। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে মুক্তি-জীবন-মুক্তি পাওয়া যায় না। ম্যাসেঞ্জার যারা তারাও কাউকে উত্তরাধিকার দিতে পারে না। মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার বাবাই এসে দেন। কিন্তু কাউকে ডাইরেক্ট, কাউকে ইনডাইরেক্ট। তোমরা বাচ্চাদের সামনে হন বাবা। দিন-দিন তোমরা দেখবে – বাবা মধুবনের বাইরে কোথাও যাবেন না। এই পুরানো দুনিয়াতে কিই বা আছে! শিববাবা বলেন আমার স্বর্গে যাওয়া বা দেখার জন্যও খুশির অনুভব নেই সুতরাং এই দুনিয়াতে কোথায় যাব ! আমার পাট এমনিই, আমি এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। সেভেন ওয়ার্ল্ডার অফ ওয়ার্ল্ড বলা হয়ে থাকে কিন্তু তার মধ্যে স্বর্গের কথা কেউ বলেনা। কারণ স্বর্গ পরে আসে। আমাকে পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে পরের রাজ্যে আসতে হয়। গেয়েও থাকে দূরদেশের নিবাসী....এর অর্থ তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পেরেছ। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ তারপর নিজের দেশে আসবে। আচ্ছা দ্বাপর যুগের পরে যে আত্মারা আসবে তারা তো পরের রাজ্য অর্থাৎ রাবণ রাজ্যে আসবে। পবিত্র রাজ্যে তো আসবে না। ওদের অল্প সুখ আর অল্প দুঃখের পাট প্লে করতে হয়। তোমরা সত্যযুগ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ সুখ পেয়ে থাকো। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পাট পেয়েছে। বাবা বসে তোমরা বাচ্চাদের রহস্য বুঝিয়ে বলেন যে আমি কিভাবে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করি, এতে শুধু সুখ আর সুখ আছে আর সেইজন্যই তোমাদের এর যোগ্য করে তুলি। তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম তারপর মায়া এসে আমাদের অযোগ্য করেছে। বাবা বলেন তোমরা কত অবুঝ হয়ে গেছো, ঠিক যেমন নারদের কাহিনী তাইনা। তোমরা বুঝতে পেরেছ, যে ভক্ত বাদ্য বাজায় লক্ষ্মীকে সে কিভাবে বরণ করতে পারে ? যতক্ষণ না রাজযোগ শিখে পবিত্র হবে। শরীর তো সবারই ব্রষ্টাচারী কেননা ব্রষ্টাচারের মাধ্যমে জন্ম হয়েছে। তোমরা তো মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। এটাই বড় বোঝার বিষয়। এই রচয়িতা আর রচনার নলেজ বাবা স্বয়ং এসে দিয়ে থাকেন। সব পয়েন্টস কেউ-কেউ বুঝতেও পারবে না। এখান থেকে বাইরে যাবে – এমনি কোনো সঙ্গ পেল সব শেষ হয়ে গেল। বলাও হয়ে থাকে ভালো সঙ্গ এগিয়ে নিয়ে যায় আর খারাপ সঙ্গ ডুবিয়ে দেয়। যদিও এখানে বসে আছে কিন্তু বুদ্ধিযোগ এখানে নেই। জ্ঞান না থাকার কারণে সঙ্গদোষে নিচে পড়ে যায়। কারো কোনো অভ্যাস থাকলে তার সঙ্গ করলে সেই অভ্যাস চট করে প্রভাবিত করে। এখানে বাবার সঙ্গ। যে বাবাকে ফলো করে অন্যদেরও উদ্ধার করে, সেই উচ্চ পদ পায়। কিছু নতুন-নতুন বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে বাবা আমরা চাকরি ছেড়ে কি এই ঈশ্বরীয় সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করব? বাবা বলেন- তোমরা যতই এগোবে মায়া এমনিভাবে নাক টেনে ধরবে যে বলার কিছু নেই। অনুভব বলে - এমনি অনেকেই ছেড়ে চলে গেছে। ঈশ্বরীয় জন্ম তারা তো নিয়েছিল কিন্তু মায়া তাদের টেনে নিয়ে গেছে। মায়া খুব ভালো বাচ্চাদেরও এক ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দেয়, যাদের বুদ্ধিযোগ বাইরে পুরানো সম্পর্কের প্রতি ছুটে বেড়ায়। সেইজন্যই বাবা বলেন দেহধারীদের প্রতি বুদ্ধিযোগ বেশি রাখবে না। এই বাবার (ব্রহ্মা) প্রতিও যতই তোমাদের ভালোবাসা থাকুক না কেন এর সাথেও বুদ্ধিযোগ রাখবে না। বাবাকে স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। কোনো শরীরধারীর প্রতি ভালোবাসা রেখো না। সতসঙ্গে সব শরীরধারীরাই শুনিয়ে থাকে। কেউ মহাত্মার নাম নেয়। থোড়াই এমনি বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা শিব আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - এই রচনার চৈতন্য বীজরূপ হলাম আমি। আমার মধ্যে সম্পূর্ণ ঝাড়ের নলেজ আছে। ও তো জড় বীজ। চৈতন্য হলে তবেই শোনাতে। আমার বীজের মধ্যে অবশ্যই ঝাড়ের আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ থাকে। এটা হচ্ছে অসীমিত জগতের কথা। এই সময় তমোপ্রধান রাজ্য, এর বিনাশ অবশ্যই হবে। এখানে কত বড়-বড় নাম রাখে – জ্ঞানেশ্বর, গঙ্গেশ্বরানন্দ.... কিন্তু আনন্দ তো কেউ-ই পেতে পারে না। সল্ল্যাসীরা স্বয়ং বলে থাকে সুখ কাকের বিষ্ঠার মতো। কিন্তু তারা স্বর্গের নাম ভুলে যায়নি। বলে থাকে অমুক স্বর্গে গেছে তারপর পিতৃপুরুষকে আহ্বান করে। সেই আত্মা কারো মধ্যে প্রবেশ করে কথা বলে। কিন্তু আত্মা কিভাবে আসে তা কেউ জানেনা। অন্যের শরীরে বসে সেই আত্মাই থায়। খাদ্য সেই ব্যক্তির (যার দেহ ব্যবহার করা হচ্ছে) পেটে যাবে। তবে হ্যাঁ সেই সুগন্ধ অন্য আত্মা গ্রহণ করবে। শিববাবা তো অভোক্তা, তিনি কিছুই খান না। যখন মাংস্মার আত্মা আসে তখন খাবার খায়, পিতৃপুরুষের আত্মা আসে, সেও খাবার খায়। এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে। সুতরাং একজন ছাড়া আর কাউকে বাবা বলা যায় না, এদের থেকে কি উত্তরাধিকার পাওয়া যায়? কিছুই পাওয়া যায় না। ক্রাইস্ট কি উত্তরাধিকার দিয়েছে? ওরা তো লড়াই করে রাজ্য স্থাপন করেছে। ক্রিস্চানরা লড়াই করেছে। যখন ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ধন একত্রিত হবে তবেই রাজত্ব চলতে পারে। থোড়াই এমনি হয়েছে যে ক্রিস্চানরা রাজত্ব দিয়েছে। রাজত্ব নিজের পুরুষার্থ দ্বারা ড্রামার প্ল্যান অনুসারে পাওয়া যায়, মানুষ কাউকে কিছুই দিতে পারে না। যদি দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে অল্প সময়ের জন্য সুখ। এখন সবকিছু তমোপ্রধান হয়ে গেছে। মায়ার এখন প্রবল শক্তি, তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। মায়াকে জয় করতে পারলে জগতজীত হতে পারবে। মানুষ শান্তিতে থাকার জন্য কত মাথা ঠুকতে থাকে। থোড়াই মন এমনি শান্ত হতে পারে। এখানে তো কিছু শিখে মানুষকে হিপ্পোটাইজ (সল্লোহন) করে আনকনসাস (অচেতন) করে দেয়। এতে পরিশ্রম করতে হয়, কারো ব্রেনও খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন যদি কেউ কর্মবন্ধনে অথবা মিত্র সম্পর্ক ইত্যাদির মধ্যে বুদ্ধি যুক্ত করে রাখে তবে বিকর্ম বিনাশ

হবে না। দেহধারী থেকে বুদ্ধিকে সরাতে হবে। সবাইকে ভুলে যাও। নিজে মৃত হওয়ার সাথে সাথে এই দুনিয়াও মরে যায়। দুনিয়াকে স্মরণ করলে তোমাদের দন্ড ভোগ করতে হবে। তোমরা বলেও থাকো যে বাবা আমরা মরে গেছি (এই দুনিয়াতে জীবিত থেকেও মৃত অর্থাৎ কোনো আকর্ষণ না থাকা) আমরা তোমার সুতরাং তারপরেও মিত্র পরিজনদের সম্পর্কের প্রতি বুদ্ধি কেন ছুটে বেড়ায়? এর অর্থ তোমরা মরে যাওনি। বাবারও হওনি! অনেকেরই দিনরাত শুধুমাত্র কর্মবন্ধনের চিন্তা থাকে। স্মরণে বসেও শুধু ঐ সঙ্কল্প আসে। এখানে বাবার কোলে আছ সুতরাং মরেই গেছ না ! তাহলে বুদ্ধিযোগ কোথায় যাওয়া উচিত। সন্ন্যাসীরা তো ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়, মানে মরে যাওয়াই। যদি সম্পর্কের কথাই স্মরণে আসে তবে যোগযুক্ত কিভাবে হবে। কেউ আবার ঘরেও ফিরে আসে। কেউ পরিপক্ব হয়, কেউ আবার একদমই স্মরণ করে না। তোমরা বাচ্চাদেরও বুদ্ধি যদি বাইরে ছুটে বেড়ায় তবে উচু পদ পাবে না। বাচ্চা হয়েছ যখন সম্পূর্ণ রূপে ফাদারকে ফলো করতে হবে। কোনো কিছুর প্রতি মোহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে মরে গিয়েও ঐ দিকেই চলে যায়। ৫ শতাংশ বুদ্ধি এখানে, ৯৫ শতাংশ বুদ্ধি বাইরে থাকে, বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ায়। না এদিকে থাকতে পারে না ওদিকে। বাবার হয়েছ সুতরাং বুদ্ধির দৌড় শেষ। মরে গেছ। এই অসীমের সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বিরলার মতো কেউ আসতে পারে। মালার দানা সেই হতে পারে। এটাই ভাগ্য। এখানে এসে যারা থাকে - তাদের পরিশ্রম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু দেখা যায় যে এখানে যারা থাকে তাদের বেশি পরিশ্রম করতে হয়। বাইরে যারা থাকে তারা অতি তীক্ষ্ণতার সাথে এগিয়ে যায়। কারো প্রতি মোহ থাকে না। তারা মনে করে এখানে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলে সার্ভিস (সেবা) করতে শুরু করব। সেটাও দেখা উচিত যে জ্ঞানে কি পরিপক্ব হয়েছে? যদি কাঁচা থাকে আর এই অবস্থায় যদি স্বামী মারা যায় তবে সেটা ঠিক যেন ঘায়ে লবণ পড়ার মতো। যতক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ রীতিতে না মরবে ততক্ষণ কাটা ঘায়ে লবণ পড়তেই থাকবে। এখানে বাবা বলবে , ব্যস্। বাবার হয়ে যায়। পুরানো সম্পর্ক ছুটে যায়। সে জানে আর তার কর্ম জানে। আমি কি জানি। এতোটাই (((উচ্ছল))) হওয়া উচিত। এমনটা খুব অল্প হয়। বাবাকে পেয়েছি আর কাউকে পরোয়া নেই, এমনই সাহস চাই। স্বচ্ছ হৃদয়ে, শ্রীমত অনুসারে চললে কেউ আটকাতে পারবে না। পবিত্র হওয়ার পথে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কর্ম বন্ধনের চিন্তায় থাকা উচিত নয়। দেহধারীদের থেকে বুদ্ধিকে সরাতে হবে। অসীমের সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে।

২) বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে নষ্টমোহ হতে হবে। স্বচ্ছ অন্তঃকরণ রাখতে হবে। জ্ঞানে পরিপক্ব হতে হবে আর সাহসী হতে হবে।

বরদান:- - বাবা সাথে আছেন অনুভব করে পরিশ্রমকে ভালোবাসায় রূপান্তরকারী পরমাত্ম স্নেহী ভব বাপদাদা বাচ্চাদেরকু নিজের স্নেহ আর সহযোগের কোলে বসিয়ে লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা শুধুমাত্র পরমাত্মার স্নেহী হয়ে তাঁর কোলে লীন হয়ে থাকলে পরিশ্রম, ভালোবাসায় বদলে যাবে। লভলীন হয়ে প্রতিটি কাজ করো। বাপদাদা প্রতিটি মুহূর্তে সর্ব সম্বন্ধে তোমাদের সাথে আছেন। সেবায় সাথী রয়েছেন আর স্থিতিতে সাথে রয়েছেন। সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন, তোমরা শুধুমাত্র পরমাত্ম স্নেহী হও আর যেমন সময় তেমনই সম্বন্ধের সাথে থাকো তাহলে কখনও একাকী অনুভব হবে না।

স্লোগান:- স্ব-উন্নতি আর সেবার ব্যালেন্সই হলো সফলতার সাধন (উপায়)।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবাকে বাবা বলে ডাকলে তোমাদের যতটা সুখানুভূতি হয়, ততটা ভক্তদের ভগবান বা ঈশ্বর বলে ডাকলে অনুভূতি হয় না”

*প্রশ্ন:- লোভের বশীভূত হওয়া লৌকিক বাচ্চাদের ভাবনা কেমন হয় যেটা তোমাদের হতে পারে না?

*উত্তর:- লৌকিক বাচ্চারা, যারা লোভী হয় তারা চিন্তা করে যে কবে বাবা মারা যাবে তখন আমি প্রপাটির মালিক হবো। বাচ্চারা, তোমরা অসীম জগতের বাবার প্রতি এইরকম কখনও চিন্তাই করতে পারো না, কেননা বাবা তো হলেন অশরীরী। এখানে তোমাদের অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়।

*গীত:- আপন মুখ দেখে নে রে প্রাণী তোর মন রূপী দর্পণে...

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি। যখন দু'বার বলা হয়, তখন একবার বাবা বলছেন, আর একবার দাদা বলছেন। একজনকে আত্মা, অন্যজনকে পরমাত্মা বলা হয় অর্থাৎ পরমধামে যিনি নিবাস করেন, এইজন্য ঔঁনাকে পরম আত্মা (পরমাত্মা) বলা হয়। এখন আত্মা আর পরমাত্মার সম্বন্ধ কেমন? এক হলেন বাবা আর তাঁর অনেক বাচ্চারা। মানুষ যখন আহ্বান করে তখন ইংরাজীতে বলে ও গড ফাদার! তাহলে তিনি বাবা হলেন তাই না। কেবল পরমাত্মা বা প্রভু, ঈশ্বর ইত্যাদি বলে ডাকলে এতটা মজা আসেনা। বাবা বলে ডাকলে সুখ পাওয়া যায়। পারলৌকিক বাবা হলেনই সুখদাতা, তাই তো ভক্তি মার্গে এত স্মরণ করে। গড ফাদার অর্থাৎ তিনি হলেন আমাদের বাবা। এ'ও বলে যে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। ব্রাদারহুড (ব্রাতৃত্ব) বলে থাকে। এই ভারতবাসীরা যখন বলে যে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই তখন আত্মার প্রতি মন একাগ্র হয় না। দেহ-অভিमानে চলে যায়। এটাও বোঝে না যে আমরা আত্মা হিসেবে হলাম ভাই-ভাই। আমাদের সকলের বাবা হলেন এক। যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হতেন তাহলে ভাই-ভাই বলতো না। আত্মা মনে করেই ভাই-ভাই বলে। বাচ্চারা এখন তোমরা বাবার সম্মুখে বসে আছো আর বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আবার আত্মা বলে যে আমি বাবাকে পেয়েছি। বাবাকে পেয়ে গেছি মানে সবকিছু পেয়ে গেছি। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাচ্চা জন্ম নিলে মনে করে উত্তরাধিকার এসেছে। বাবা বলে ডাকলেই বাচ্চার উত্তরাধিকার নিশ্চিত হয়ে যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কন্যারা মা, মা বলতে থাকে। মায়ের প্রতি বিশেষ ভালবাসা থাকে। পুত্র জন্মালে বা, বা বলতে থাকে। পুত্রদের বাবার প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকে, মায়ের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন তোমরা তো হলে আত্মিক রূপে ভাই-ভাই। তোমরা সকলে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। বাবার শ্রীমত হলো প্রত্যেকে নিজেদেরকে বাবার বাচ্চা মনে করো আর সবাইকে বাবার পরিচয় দাও আর সৃষ্টিচক্রের রহস্যও বোঝাও। বাবার থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের বাবা বলছেন যে তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে তারপর তোমরা নরকবাসী কিভাবে হও, ৮৪ জন্মের চক্র কিভাবে লাগিয়েছো - এসব হলো বিস্তারিত কথা। এছাড়া বাবা তো পরিচয় দিয়েইছেন আর বাবার থেকেই অবশ্যই সত্যযুগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। আত্মা কার-কার প্রাপ্ত হয়েছে? এই হল লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র। এনাদেরও বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল তারপর কোথায় গেল? এসব হল চক্রের কথা। তোমাদের এখন সত্যযুগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে ৮৪ জন্ম ভোগ করতেই হয়। এখন তোমাদের নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে ৮৪র চক্র বুদ্ধিতে আছে আর এ'বিষয়েও নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এটা হল আমাদের অন্তিম জন্ম। ৮৪ বার জন্ম নিয়ে চক্র পূর্ণ করেছে। এখন তোমরা যখন বাড়ি ফিরে যাবে তখন তোমাদের পিছু-পিছু সবাই চলে যাবে। বাচ্চারা তোমরা তো বাবার থেকে নিজেদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেই ফেলেছো, রাজযোগ শিখে গেছো। তোমরা জেনে গেছো যে নতুন দুনিয়াতে তোমরাই রাজ্য করতে আসবে। তাছাড়া সেখানে তো এত ধর্মও থাকবে না, সবাই বাড়ি ফিরে যাবে। তারপর সর্বপ্রথম আমাদেরকেই অর্থাৎ দৈবীকুলকেই আসতে হবে। আমরা শূদ্র কুল ছিলাম, আমরাই ব্রাহ্মণ কুল হয়েছি। পুনরায় সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলের হবো। আমরা ব্রাহ্মণ কুল, সূর্যবংশী কুল আর চন্দ্রবংশী কুল এই তিন উত্তরাধিকার এক বাবার থেকেই প্রাপ্ত করছি। সত্যযুগ এতোতে কেউ ধর্ম স্থাপন করতে আসেই না। ভারতে একটাই ধর্ম থাকবে। পরে উপর থেকে ইসলামী, বৌদ্ধি ইত্যাদি আসে। ভারত অতি প্রাচীন দেশ। প্রথমে দেবী-দেবতাই ছিল, এখন অন্যান্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কতো ভিন্ন রকমের ভাষা আছে। যেরকম ইউরোপীয়ান আছে তো আমেরিকার ভাষা আলাদা, ফ্রান্সের আলাদা। সবাই তো হল খ্রীষ্টান। সেইরকমই চিনকে দেখো। একটাই বৌদ্ধ ধর্মের আছে, কিন্তু চিনের ভাষা আর জাপানের ভাষা আলাদা-আলাদা। সবাই বৌদ্ধ কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আলাদা আলাদা হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে শত্রুও হয়ে যায়। ভারতের কোনও শত্রু নেই। এখানে (ভারতে) তো অন্যান্য ধর্মের আত্মারা এসে যুদ্ধ করে। ভারতে

প্রবেশ করে ভারতকেও যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। নাহলে তো ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে এইরকম লড়াই কখনোই হয়নি। লোভের বশবর্তী হয়ে অন্য ধর্মের আত্মারা ভারতকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে। এটাও হল খেলা। ভারতবাসীরা এটাও ভুলে গেছে যে আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। বাবা আমাদেরকেই রাজ্য দিয়েছিলেন। সত্যযুগে। বাবা বসে এটা বোঝাচ্ছেন। এই জ্ঞান খুবই সহজ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে এমন তালা লেগে গেছে যে তারা জানেই না লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ্য কে এবং কখন দিয়েছেন? এনাদের কতগুলি বাচ্চা ছিল, কিছুই জানেনা। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। সত্যযুগের আয়ু কত? বলে দেয় লক্ষ বছর, তাহলে লক্ষ বছরে কতগুলি রাজবংশ হবে? বৃদ্ধি কত হবে? কতজন মহারাজা-মহারানী হবে? লক্ষ বছরে তো অগণিত হয়ে যাবে। লক্ষ বছর সত্যযুগের, আবার ত্রেতার লক্ষ বছর, কলিযুগেরও এখন ৪০ হাজার বছর বাকি বলে দেয়। এইসব কথাতে কেউ বুদ্ধি খাটায় না। এত লম্বা আয়ু দিয়ে দিয়েছে। ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, সময় ইত্যাদি সবকিছুর বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু কারোরই জানা নেই। বলে যে ক্রাইস্টের থেকে ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। দেবী-দেবতার রাজ্য ছিল। সেই রাজ্য কত বছর চলেছিল, কিভাবে চলেছিল? এসব কিছুই জানে না। যদি রাধা-কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স-প্রিন্সেস হন তাহলে নিশ্চই তারা কারো দ্বারা সেই পদ প্রাপ্ত করেছেন? যদি শ্রীকৃষ্ণ গীতা শুনিয়ে থাকেন, তবে কবে শুনিয়েছিলেন? এসব কথা বাবা-ই বোঝাচ্ছেন। স্কুলে প্রথমে অল্ফ আর বে (অলিফ, বে) পড়ানো হয়। তারপর ধীরে ধীরে বড় পরীক্ষায় পাশ করতে থাকে। তো অল্ফ বে-র পড়া আর পরবর্তী পড়ার মধ্যে কতই না পার্থক্য থাকে। এখানেও এইরকম। প্রথম দিকে যেরকম বোঝানো হয়েছিল, তার থেকেও সহজ এখন বোঝানো হচ্ছে, এর থেকেও বেশী সহজ করে পরবর্তী কালে বোঝানো হবে। নতুন কেউ এলে তো প্রথমে তার থেকে ফর্ম পূরণ করানো হয়, তারপর বোঝানো হয়। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? অবশ্যই তিনি সকলের বাবা, তাই না। এই কথাটি যে বোঝার হবে সে ঠিকই বুঝবে। যতক্ষণ সম্পূর্ণ অন্তঃকরণ থেকে সম্পূর্ণ (হাড়ি নিশ্চয়) সায় দিচ্ছে যে অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবা স্বর্গ রচনা করেন তো অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। এটা তাদের বুদ্ধিতে বসবে - যারা কল্প পূর্বে নিশ্চিত করেছিল।

তোমরা দেখছো যে অনেক বাচ্চাই সকালে উঠতে পারে না। ১০-১৫ বছর পরিশ্রম করে আসছে তথাপি সঠিক সময়ে উঠতে পারেনা। অন্তত পক্ষে ৩ টে ৪ টের সময় ওঠো। ভক্তরাও সকালে উঠে ধ্যান করে। হনুমানের বা শিবের মন্ত্র জপ করে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয় না। হয়ত কারো আচার-আচরণ একটু ভালো হয় কিন্তু এর দ্বারা মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয় না। অবতরণ কলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা সত্যযুগে রাজ্য করেছিলেন, তারাও দ্বিতীয় তৃতীয় জন্মে নীচের দিকে নামতে থাকে, অবতরণ কলা হতে থাকে। অর্ধেক কল্প সম্পূর্ণ হলে বাম মার্গে চলে যায়। তারপর থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয়। কত অধিক সংখ্যক মন্দির তৈরী হয়। এখনও দেখো কতো মন্দির। কিছু কিছু তো ভেঙেও গেছে। বাম মার্গে যাওয়ার চিত্রও আছে। দেবতাদের ড্রেস পরানো হয়েছে। বাস্তবে তাদের ড্রেস আলাদা ছিল। পরবর্তী কালে পরিবর্তন হয়ে গেছে। কারোর পাগড়ি একরকম, কারোর আরেকরকম, কারোর মুকুট কিরকম, আলাদা আলাদা মুকুট পরারও আলাদা আলাদা নমুনা হয়ে থাকে। যারা সূর্যবংশী রাজা হবেন তাদের দেখাশোনাও সেরকম হবে। এটা হল অমুকের পাগড়ি। বাবা সাক্ষাৎকারও করেছেন। দ্বারকাধীশের বাঁকা পাগড়ি ছিল। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ড্রামাতে যাকিছু হচ্ছে, এইসব পুনরায় হবে। পুনরায় বাম মার্গে যাবে, সকলের মতভেদ হয়ে যাবে। রীতি-রেওয়াজ আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। সূর্যবংশীর আলাদা, চন্দ্রবংশীর আলাদা... এসব হল পূর্ব নির্ধারিত খেলা, যেটা পুনরায় রিপিট হতেই হবে।

তোমরা জানো যে আমরাও অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে পুনরায় গতি-সম্প্রতি প্রাপ্ত করি। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতেই হবে। অসীম জগতের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। দুনিয়ার মানুষ এটা জানে না। বাচ্চারা তোমরা ভালোভাবে জেনে গেছো আর বাবার সাথে তোমাদের ভালোবাসা আছে। সকলের তো একইরকম প্রীতি হতে পারে না। অজ্ঞান কালেও সকলের একইরকম প্রীতি ছিলো না। কেউ লোভ বশতঃ বলে যে বাবা মারা গেলে প্রপাটির মালিক হবে... এখানে শিববাবার তো শরীর নেই। বাবা তো হলেন অবিনাশী। এই শরীর লোন করে নিয়েছেন। তোমরা জানো যে তোমরা ৮৪ বার জন্ম নিয়েছো। বাবা ত পুনর্জন্ম নেন না, এই শরীরে প্রবেশ করেন। নাহলে কি লক্ষ্মী-নারায়ণের শরীরে আসবেন? তারা তো হলেনই পবিত্র দুনিয়ার মালিক। এটা তো হলই পতিত দুনিয়া, পতিত শরীর কেননা বিষের দ্বারা জন্ম হয়। বাবা কল্প পূর্বের ন্যায় বলেন যে আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। আমার অবশ্যই অনুভবী রথ চাই। কেউ ভালো অভিনেতা হলে তো তার ভালো উপার্জনও হয়। এটাও বাবার রথ গাওয়া হয়ে থাকে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, ব্রহ্মাকে বৃদ্ধও দেখানো হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শংকরের রূপও আলাদা আলাদা। ব্রহ্মার রূপ একদম ঠিক আছে। বাবা-ই এনার নাম রেখেছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ইনি পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। তোমরাও বলবে যে তোমরা সবাই ৮৪ জন্ম নিয়েছো তবেই তো সর্ব প্রথমে বাবার সাথে মিলিত হয়েছো। আমাদের রাজস্ব পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। বোঝাতেও হয় - হে পরমপিতা

পরমাত্মা, হে ভগবান। তো ভগবান হলেন বাবা, এটা অবশ্যই বোঝাতে হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে সকল আত্মার বাবা হলেন নিরাকার। তিনি আমাদের বাবা বলেই তো ভক্তি মার্গে সবাই স্মরণ করে। আত্মাদের সুখ প্রাপ্ত হয়েছিল তবেই তো দুঃখে স্মরণ করে। তোমরাও অর্ধেক কল্প বাবাকে স্মরণ করে এসেছো। সর্ব প্রথম সোমনাথের মন্দির তৈরী হয়। তো অবশ্যই বাবাকেই স্মরণ করবে। জানে যে এটা হল বাবার মন্দির। বাবা-ই উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। তাই সর্ব প্রথম বাবারই মন্দির তৈরী হয়েছে। তোমার এখন বাবার উত্তরসূরী হয়েছে। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা। তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাদবাকি যারা আছে তারা কি করেছে? আমরা তাদের পূজা কেন করি? ৮৪ জন্ম তারা নেয়। কিন্তু ভক্তিও ব্যভিচারী হতেই হয়। অর্ধেক কল্পের জন্য সামগ্রী চাই। সত্যযুগ ত্রেতাতে সামগ্রীর দরকার ছিলো না। এসব বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। বাস্তবে কিছুই লেখর দরকার নেই। বুদ্ধি স্বচ্ছ হলে শীঘ্রই ধারণ হয়ে যাবে। এছাড়া কাউকে শোনানোর জন্য নোটস নিতে থাকে। বইপত্র ইত্যাদি রাখার দরকার নেই। আমাদের বইপত্র পরবর্তী কালে কে পড়বে? অন্যদের শাস্ত্র তো শেষ সময় পর্যন্ত চলে আসছে। কারণ শাস্ত্রের পাঠক আছে। তোমাদের তো পড়তেই হবে না, প্রালঙ্ঘ পেয়ে গেছো। অর্ধেক কল্প শাস্ত্র ইত্যাদির তো কথাই থাকবে না। এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়। সকল শাস্ত্র বিনাশ হয়ে যায়। প্রথমে সবাইকে এটা বোঝাও যে তোমাদের হল দুই বাবা। শারীরিক বাবা তো আছেন, তিনিও সেই বাবাকে স্মরণ করেন। গাওয়া হয় - দুঃখে স্মরণ সবাই করে, সুখে করে না কেউ... এটা হল ভারতের কথা। বাবাও ভারতে আসেন। শিব জয়ন্তী আসে। তোমরা বলো যে আমরা আমাদের বাবার অমুকতম জন্ম পালন করছি। যেখানে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা থাকে সেখানে বাবাকো তো আসতেই হবে। এটা হল শিববাবার জ্ঞান যজ্ঞ। তাই ব্রাহ্মণ অবশ্যই চাই। ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন? ব্রহ্মাকে দত্তক নেওয়ার পর বাচ্চার জন্ম হয়, সেটাও এনার মুখ কমল থেকে রচনা হয়। প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সকাল সকাল উঠে ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস পাক্সা করতে হবে। অন্ততপক্ষে ৩-৪ টের সময় অবশ্যই উঠতে হবে।

২) অসীম জগতের বাবার প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা থাকতে হবে। শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বরদানঃ:- কম্প্যানিয়নের (সঙ্গীর) সঙ্গে থেকে সর্বদা মনোরঞ্জনের অনুভবকারী কম্বাইন্ড রূপধারী ভব যখন একাকিত্বের অনুভব হবে তখন বিন্দুরূপকে স্মরণ ক'রো না। কারণ সেটা কঠিন মনে হবে এবং বোর (বিষম) হয়ে পড়বে। সেই সময় নিজের রমণীয় অনুভবের কাহিনিগুলি মনে করো, নিজের স্বপ্নগুলি, প্রাপ্তিগুলির লিস্ট সামনে নিয়ে এসো। কেবল গতানুগতিক ভাবে স্মরণ করবে না, বরং হৃদয় দিয়ে কম্প্যানিয়নের সাথে কম্বাইন্ড হয়ে সর্ব সম্বন্ধের স্নেহের রস অনুভব করো - এটাই হল মন্বনা ভব আর এইরকম মন্বনা ভব হয়ে থাকাই হল মনোরঞ্জন।

স্লোগানঃ:- বাবার শ্রীমত অনুসারে জি হাজির (সদা উপস্থিত) করতে থাকো, তাহলে সর্ব শক্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা জীবিত থেকে অসীম জগতের পিতার ক্রোড়ে স্থান অর্জন করেছে, তাঁর সন্তান হয়েছো তো শ্রীমৎ অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে, প্রতিটি ডাইরেকশন মানতে হবে”

*প্রশ্ন:- সৃষ্টির বাণপ্রস্থ অবস্থা কখন শুরু হয় এবং কেন ?

*উত্তর:- যখন শিববাবা এই ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করেন তখন থেকে সম্পূর্ণ সৃষ্টির বাণপ্রস্থ অবস্থা শুরু হয়, কারণ বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। এই সময় ছোট বড় সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা। সবাইকে সুইট হোম (মিষ্টি গৃহে) মুক্তিধামে ফিরে যেতে হবে তারপরে জীবনমুক্তিতে আসতে হবে। যদিও শিববাবা যখন ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করেন তখন ব্রহ্মার বয়স ৬০ বছর। ওনারও তখন বাণপ্রস্থ অবস্থা।

*গীত:- মরণ তোমার পথে....

ওম শান্তি । এ কার কাছে এসে মরে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে ? মানুষ চায় যে - আমরা যেন মুক্তিধামে যেতে পারি। তারা চায় যাতে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার বিজয় মালাতে গাঁথা হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে যে - সকল মনুষ্য আত্মা অবশ্যই বাবার গলার হার। ঠিক যেমনভাবে লৌকিক পিতার রচনা - তার সন্তানেরা, লৌকিক বাবার গলার হার হয়ে থাকে। বাচ্চারা বাবাকে এবং বাবা বাচ্চাদেরকে মনে করেন। তেমনভাবেই বাস্তবে যে সকল আত্মারা আছে প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই স্মরণ করে পরম পিতা পরমাত্মা বাবাকে। উনি হলেন জাগতিক পিতা আর ইনি হলেন অসীম অনন্তের পিতা। প্রত্যেক মানুষ চায় যে - আমরা মুক্তি পেতে চাই। কারণ নিরাকার পিতার গলার হার হতে পারলে পাবে মুক্তি আর বিষ্ণুর গলার হার অর্থাৎ পাবে জীবনমুক্তি। বাবা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দেন। অনন্তের পিতার সন্তান হতে পারলে তার গলার হার হয়ে যাবে। প্রতিটি বাচ্চাই তার লৌকিক মাতা পিতার গলার হার হয়ে থাকে। সেই মাতা পিতাও কারো না কারো সন্তান। তারা গান গায় - তুমি মাতা পিতা - যখন আমরা তোমার গলার হার হয়ে যাব, তখন আমরা সদাকালের জন্য সুখী হয়ে যাব। অসীম অনন্তের পিতাকে সকলেই স্মরণ করে, কিন্তু তাঁর গলার হার কীভাবে হতে পারবে সেই আশা থেকে যায়। যখন ত্রিমূর্তি শিববাবা আসেন, এসে এই তিন - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে রচনা করেন, তখন বাচ্চারা ব্রহ্মার দ্বারা অসীমের পিতার গলার হার হতে পারে। প্রথমে তারা লৌকিক মাতা পিতার গলার হার হয়ে থাকে। এই জীবনে বেঁচে থেকেও যখন লৌকিক মাতা পিতার কাছে মরে গিয়ে, পারলৌকিক পিতার হয়ে যেতে পারবে, তবেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। ঠিক যেমনভাবে কোনো ধনী ব্যক্তি যখন কোনো গরিব সন্তানকে দত্তক নেয় তখন সে এসে ওই ধনী ব্যক্তির কোলে বসে - জীবিত অবস্থায়। সেই গরিব সন্তানও জীবিত থাকে। তার দুইই (দুই পিতার কথা) তো মনে থাকে তাই না! তোমারও লৌকিক এবং পারলৌকিক দুই সম্বন্ধই মনে আছে। এই দুই সম্বন্ধের সাথেই মিলন হয়। তুমি পারলৌকিক মাতা পিতার কোলে এসেছো, তাদের থেকে নিবিড় সুখ প্রাপ্ত করার জন্য। ওটা ছিল সীমাবদ্ধতার জাগতিক কোল, এ হলো অসীম অনন্তের কোল। জীবিত অবস্থাতেই কোলে এসেছো। তোমরা জানো যে ঐ কোলে আসার জন্য আমরা দেবী-দেবতা বংশে এসে নিবিড় সুখ প্রাপ্ত করব। সুতরাং যে মাতা পিতার সন্তান হয়েছো তাঁকে অতি অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। শ্রীমৎ এর গায়ন তো আছেই, তাই না? এখন তুমি বাস্তবিকভাবে সেই মতানুযায়ী পথ চলছো। এরকম হয় না যে চট করে সবকিছু রপ্ত হয়ে যাবে, না তা নয়। ধীরে ধীরে তৈরি হতে হয়। এখন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। খ্রীস্টানদের ক্ষেত্রেও প্রথমে যীশুখ্রীষ্ট আসেন। তারপর ১০, ২০, ৫০ এভাবে সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই ঝাড় এখানে সামনেই বাড়তে থাকে। ক্রাইস্ট চলে যায় কিন্তু পুনরায় অন্তিমে এসে যুক্ত হয়। ইনি তো অসীমের পিতা। অনেককেই শিব বাবার গলার হার হয়ে উঠতে হবে তবেই তারা বিষ্ণুর গলার হার হতে পারবে। শিব বাবা, তো নিরাকার। তিনি ব্রহ্মা দ্বারা মুখ-বংশাবলী রচনা করেন। ত্রিমূর্তি শিবেরও অর্থ আছে। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার কোনো অর্থ হয় না। বাবা শুধরে দিতে থাকেন। পৃথিবীর গোলার নিচে লিখতে হবে স্বদর্শন চক্র (চরকা নয়) সেই সরকারের চক্র লাগানো রয়েছে। এখানে আছে স্বদর্শন চক্র। দিন প্রতিদিন ভুল শোধরানো হতে থাকে।

বাবা বুঝিয়েছেন - সর্বদা ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী বলতে হবে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার দেন। শিববাবা আছেন সুতরাং উত্তরাধিকারও সাথে অবশ্যই থাকবে। তো এই বিষ্ণু হলো উত্তরাধিকার। অতঃপর শংকর দ্বারা বিনাশ এর গায়ন আছে। সে কারণেই ত্রিমূর্তির এই চিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিমূর্তি চিত্র বহু কাল ধরে চলে আসছে। ওখানেও তোমরা রাজত্ব করো তাই সিংহাসনের পেছনে শ্রীবিষ্ণুর চিত্র অঙ্কিত থাকে। এ হল কোট অফ আর্মস (রাজসম্মার প্রতীক)। এর অর্থ মানুষ

জানে না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই যে জ্ঞান এখন তুমি পেয়েছো তা দেবতাদের কাছেও থাকে না। এখন তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে। বাবা কত সহজে বুঝিয়ে দেন মন্মনাভব, বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। তোমরা তো ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী, তাই না। তোমরা জ্ঞান গঙ্গাও বটে। তোমরা, জ্ঞান সাগরের দ্বারা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত মুখ বংশাবলী, জ্ঞানকুমার জ্ঞানকুমারীগণ। তো তোমরা হলে জ্ঞান সাগরের সন্তান।

বাস্তবে সত্যিকারের তীর্থ তো এখন এখানে। আত্মা আর পরমাত্মার সত্যিকারের সঙ্গম এখন এখানেই হচ্ছে। জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান গঙ্গাদের মিলন। এ বড় গুপ্ত রহস্য - যা বুঝতে হবে। মোটা বুদ্ধির লোকেরা এ কথা বুঝতে পারবে না। তাদের জন্য সহজ ভাবে বলা যেতে পারে - শুধুমাত্র শিববাবা এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো - ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে। এই কথা বুদ্ধিতে থাকলে অপার খুশিতে মন ভরে যাবে। আমাদের এখন গডলী স্টুডেন্ট লাইফ (ঐশ্বরীয় ছাত্র জীবন) - তাই না। অনন্তের পিতা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রাজযোগের জ্ঞান আছে - যার দ্বারা তুমি প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো। ওখানে এই জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই। এর দরকার এখন এখানে। বাবা বলেন যে কল্পে কল্পে আমি এসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। রচনার আদি মধ্য এবং অন্তের রহস্য তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই যে এই চক্র কেমন ভাবে ঘুরতে থাকে। এই মহিমা সমগ্র সঙ্গম যুগের, কারণ এখন পতিতপাবন বাবা এসে পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যান। পুরনো দুনিয়ার বিনাশের জন্য এখন প্রস্তুতি চলছে। দেখছো তো আজকাল দুনিয়াতে কি হচ্ছে। আজ রাজস্ব আছে কাল যদি মিলিটারি বিগড়ে যায় তাহলে রাজাকেও কয়েদি বানিয়ে দেয়। যেই হোক না কেন তাকে মেরে ফেলে। এইরকম ঘটনা অনেক ঘটতে থাকে। আজকাল আর কোনো বিষয়ে কোনো ভরসা নেই। চারিদিকে শুধু দুঃখই দুঃখ। আজ কারোর বাচ্চা জন্ম নিল আনন্দ হবে। কাল সে মারা গেলে দুঃখ হবে। এ তো দুঃখেরই দুনিয়া। এখন বাবা আমাদেরকে নতুন সুখের দুনিয়ার যোগ্য করে তুলছেন। বাবা বুঝিয়ে দেন - বাচ্চারা, তোমরা সেই দেবী-দেবতা ছিলে এখন অসুর হয়ে গেছো। আগে তোমরা দেবতাদের মহিমা কীর্তন করত। নিজেকে নীচ অধম পাপী বলতে। কথা তোমরা বলো যে আমি নিগুণ.... তাহলে অবশ্যই কারোর উপর দয়া করেছে। এই দেবতাদেরকে কে গুণবান বানিয়েছে, তা এখন তোমরা জানো। পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ দেবতা বানাতে পারেন না। মানুষ সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত পতিত হয়ে গেছে। বৃদ্ধ হয়ে গেলেও বিকার ত্যাগ করে না। তা না হলে রীতি অনুযায়ী ৬০ বছরের পর বাণপ্রস্থ নেওয়া উচিত। আগেকার দিনে এটাই হতো। ৬০ বছরের মধ্যে নিজের সমস্ত দায়-দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে বাচ্চাদেরকে দিয়ে দিত। এখন ৬০ বছর বয়সেও সন্তানের জন্ম দিতে থাকে। বাবা বলেন ব্রহ্মা বাবার ৬০ বছরের বয়সে অর্থাৎ বহু জন্মের পর এই অন্তিম জন্মের অন্তিম কালে, যখন ঐর বাণপ্রস্থ অবস্থা হল, তখন আমি ঐর মধ্যে প্রবেশ করলাম, তখন ইনিও সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দিলেন। বাবার আসার পর সমস্ত দুনিয়ারই বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়, যেহেতু সকলকেই ফিরে যেতে হবে সেই কারণেই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। ছোট বা বড় কেউই থাকবে না।

বাবা এসে সবাইকে মিষ্টি মধুর বানিয়ে দেন। মুক্তি-জীবনমুক্তি দুইই হল মিষ্টি ধাম। বিনাশ সবার হবে। হিসেব-নিকেশ পরিশোধও সবার হবে। দন্ড ভোগ করতে বিলম্ব হবে না। যেমন কাশী কালবট খেলে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তারপরে নতুন করে হিসেব নিকেশ শুরু হয়। বাকি মুক্তিতে কেউ যায় না। তারা ভাবে শিবের সম্মুখে সমর্পণ করলে নির্বাণধামে যেতে পারবে। বাবা বলেন ফিরে কেউ যেতে পারবে না। পুনর্জন্ম তো সবার হয়। প্রথম নন্দ্রের ব্রহ্মাবাবা সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম নেন।তো অবশ্যই যারা পরে আসবে তারাও নেবে। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছ। শুরু থেকে তোমাদের পাট চলে। তোমাদের এই হল কল্যাণকারী লীপ জন্ম। এই জন্মে অথবা এই ধর্মকর্মের যুগে তোমরা ধর্মাত্মা হও। সে'সব হল জাগতিক কথা। ওটা হল ধর্ম কর্মের মাস, ধর্ম কর্মের বর্ষ, এ হল ধর্ম কর্মের যুগ। এই লীপ জন্ম ব্রাহ্মণদের একটি জন্ম। ব্রাহ্মণ হল শিখরে পরে তোমরা দেবতায় পরিণত হবে। এখন তোমরা জানো বাবা আমাদেরকে গলার হার বানিয়ে দেন। আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় থাকি। বাবা নিজে বলেন তোমরা যখন অশরীরী ছিলে তখন আমার কাছেই থাকতে। এখন তোমরা বুঝেছো - আমরা সর্ব প্রথমে সত্যযুগে আসবো। সেখানে থাকে দেবী-দেবতা ধর্ম। সেখানে পুরুষার্থ করতে হয় না। পুরুষার্থ সঙ্গম যুগেই করতে হয়। এ'হল সঙ্গম যুগ, অন্য সঙ্গম গুলির আয়ু গণনা করা হয় না। এই সঙ্গমের আয়ু আছে। খুব ছোট এই যুগ। এই সঙ্গম যুগেই বাবা এসে এনাকে পরিবর্তন করেন। বাকি অন্য যুগ গুলির চিহ্ন থাকে না। দুই কলা কম হলে রাজ্য পরিবর্তন হয়। এই কথাটি তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়, কীভাবে রাজস্ব প্রদান করা হয়। সঙ্গম যুগে বাবা এসে পতিতদের পবিত্র করেন তাই এই যুগের আয়ু গণনা হয় তখন থেকে, যখন বাবা এসেছেন। সুতরাং বাবা অবশ্যই এসেছেন, উনি হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর মুখ বংশী, জ্ঞান নদী গুলি হল এই ব্রহ্মাকুমার, কুমারী, এদের দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা বলেছেন এমন কোনও নতুন কিছু বানাও যার দ্বারা বোঝানো সহজ হয়। তাতে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী লেখো। বাবা ডাইরেকশন দেন কিন্তু যে তৈরি করবে তার বুদ্ধিমান হওয়া উচিত। এই জ্ঞানের যজ্ঞে বিঘ্ন বাধাও

সৃষ্টি হয় বিভিন্ন রকমের, তখন সার্ভিস কমজোর হয়ে যায়। শিব জয়ন্তী আসছে। খুব ধুমধাম করে উৎসব উদযাপন করবে। দিল্লিতে খুব ধুমধাম হতে পারে। দুইয়ের ই কোট অফ আর্মস দেখা যাবে। আমরা নিজেদের ঈশ্বরীয় কথা বলি। বাবা হলেন কল্যাণকারী। বাচ্চারাও অন্যদের কল্যাণ করতে থাকে। তখন বাবা দেখে খুশী হন। বলা হয় চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। আত্মীয় পরিজনদের বোঝাতে হবে। তা নাহলে তারা নালিশ করবে। পয়েন্টস তো অনেক ভালো ভালো প্রাপ্ত হয়। চিত্র গুলিও ভালো। মালাও খুব ভালো। রুদ্র মালা হয়ে বিষ্ণুর মালা তৈরি হয়।

তোমরা ব্রাহ্মণরা প্রকৃত সত্য গীতা পাঠ করে শুনিয়ে থাকো। সত্যিকারের যাত্রার রহস্য তোমরা বোঝাও। এখানে বসে তোমরা স্মরণের যাত্রায় থাকো তো পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। যোগের মহিমা অনেক। এতেই পরিশ্রমও অনেক। অনেক ঝড় আসে। যেমন সহজ তেমনই মুশকিল। তোমাদের যোগ তপস্যারও চিত্র আছে। রাজস্বের চিত্রও আছে। রাজযোগের দ্বারা তোমরা দেবতায় পরিণত হও। তোমরা হলে রাজঋষি, তারা হল হঠযোগ ঋষি। তোমাদের ন্যাচারাল জটা আছে। এখন আমরা সবাই হলাম বাবার গলার হার, সবাই হলাম ভাই-ভাই। বাবার কাছে বর্ষাও প্রাপ্ত হবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও গায়ন আছে। উনি নিরাকার পিতা, ইনি সাকার পিতা। শঙ্করের জন্য দেখানো হয় চোখ খুললেই বিনাশ হয়। শঙ্করকে পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি দেখিয়ে গৃহস্থ বানিয়ে দিয়েছে। অন্ধশ্রদ্ধা অনেক আছে। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে ধনী বিত্তশালী বানিয়ে ছিলাম। তোমরা মন্দির নির্মাণ করে, শাস্ত্র রচনা করে, দান করে ব্যর্থ খরচ করতে করতে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েছে। এও ড্রামায় নির্ধারিত ছিল, তাই তো বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বাবা তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। তিন কালের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এটা হলো ধর্মকর্মের যুগ। এই সময় ধর্মাত্মা হতে হবে। সকলের কল্যাণ করতে হবে। মুক্তি ও জীবনমুক্তিতে চলার পথ বলে দিতে হবে।

২) আমাদের এ হল গডলি স্টুডেন্ট লাইফ। অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। এই খুশীর অনুভবে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- যোগের কারেন্টের ভাইব্রেশনের দ্বারা কেবলকে (দুর্গ) মজবুত করতে পারা যন্তু রক্ষক ভব যেমন ব্রাহ্মণ ফ্যামিলিকে বাড়ানোর প্ল্যানিং করতে থাকো, ঠিক সেইরকম এই প্ল্যানও করো যে, কোনও আত্মা যেন ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে দূরে সরে না যায়। দুর্গকে এমন মজবুত বানাও যাতে কেউ যেন বেরিয়ে যেতেই না পারে। যেমন চারিদিকে কারেন্টের তার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় তেমনভাবে তোমরাও যোগের ভাইব্রেশনের দ্বারা কারেন্টের তার লাগিয়ে দাও। যখন এই যন্তুর দুর্গটি নিজের যোগের পাওয়ারফুল ভাইব্রেশনের দ্বারা মজবুত বানানোর সক্ষম ইমার্জ করবে তখন বলা হবে যন্তু রক্ষক।

স্লোগানঃ:- 'জ্ঞানী তুমি আত্মা' হলো সে, যার কর্ম সাধারণ হলেও স্থিতি হবে পুরুষোত্তম।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পতিতপাবন বাবা এসেছেন আমাদেরকে পবিত্র করে তুলে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, যারা পবিত্র হতে পারবে তারাই সন্নতি প্রাপ্ত করতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - ভোগী জীবন, যোগী জীবনে পরিবর্তিত হওয়ার মুখ্য আধার কি?

*উত্তরঃ - নিশ্চয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুটো নিশ্চয় না হচ্ছে যে, যিনি আমাকে পড়াচ্ছেন তিনি স্বয়ং অসীম জগতের পিতা, ততক্ষণ পর্যন্ত যোগেও মন বসবে না আর পড়াশোনাও করতে পারবে না। ভোগী জীবন থেকেই যাবে। অনেক বাচ্চাটাই ক্লাসে পড়তে আসে, কিন্তু যিনি পড়াচ্ছেন তাঁর প্রতি ভরসা থাকে না। তারা মনে করে যে, হ্যাঁ কোনো এক শক্তি তো আছে বটে কিন্তু স্বয়ং নিরাকার শিব বাবা পড়াচ্ছেন - এ কি করে সম্ভব? এ তো নতুন কথা। এমন প্রস্তুতবুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারা পরিবর্তিত হতে পারে না।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এটা বুঝতে পেরেছে যে শিববাবা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ক্ষণে ক্ষণে তো বলবেন না ভগবানুবাচ। এমন কোনো কথা নেই যে প্রতি মুহূর্তে নিজের মহিমা কীর্তন করতে হবে। শিব বাবা যে সকলের পিতা তা তিনি আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বসে বুঝিয়ে দেন। ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য অটল অখন্ড দৈবী স্বরাজ্য প্রাপ্ত করিয়ে দেন। স্কুল বা কলেজে বাচ্চারা জানে যে টিচার আমাদেরকে তার মতো ব্যারিস্টার তৈরি করছেন এবং সেটাই তার প্রধান লক্ষ্য। বাদবাকি সংসঙ্গতে সকলে যায় বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি শোনার জন্য, সেখান থেকে কোনো কিছুই প্রাপ্ত হয় না, তার তুলনায় শিক্ষক অনেক শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি জীবিকার জন্য কোনো লৌকিক বিদ্যা তো সেখান, যার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা যায়। বাকি সকলে দুর্গতি করেন, সন্তান বিবাহ করতে রাজি না হলে, লৌকিক পিতা বলেন যে তাহলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। যদিও ইচ্ছে সেদিকে চলে যাও। এখানে বাবা অমৃত পান করান এবং উত্তরাধিকারও দিয়ে দেন। তিনি বলেন - পবিত্র হও, তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। জাগতিক পিতা এবং অসীম অনন্তের পিতার মধ্যে কতো পার্থক্য রয়েছে। উনি আমাদেরকে রাত্রির অন্ধকারের দিকে পথনির্দেশ করেন আর ইনি আমাদেরকে দিনের আলোর দিকে পথনির্দেশ করেন। তিনি তো পতিত পাবন। সকলে বলেও যে সন্নতি দাতা তো একমাত্র একজনই, যিনি এসে সকলের সন্নতি করে থাকেন, তাহলে দুর্গতি কে করল? তা কেউ জানে না। বাবা বুঝিয়ে দেন যে সকলেই আসুরিক মতাবলম্বী। এখানে সকলে আসেই অসুর থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। এ হলো ইন্দ্রপ্রস্থ। অনেক অসুরও এখানে এসে লুকিয়ে বসে যায়। এমন প্রকারের বহু গুপ্ত অসুর (বিকারী) সমস্ত সেন্টারেই আসে, তারা পুনরায় নিজের ঘরে গিয়ে বিষপান করে। দুইদিকে একসাথে চলা যায় না। তারা প্রস্তুতবুদ্ধি হয়েই থেকে যায়, বাবাকে চিনতেই পারে না। একেবারেই নিশ্চয় থাকেনা যে, আমাদেরকে অসীম জগতের পিতা পড়াচ্ছেন। এমনই তারা এসে বসে যায়। তাই তাদের যোগে মনও বসে না আর পড়াশোনাও করতে পারে না। ভোগী হয়েই তারা থেকে যায়। তারা অনেকেই এটা বোঝে যে নিশ্চয়ই কোনো শক্তি আছে - ব্যস্ এইটুকুই। নিরাকার শিববাবা আবার কি করে আসবেন! কোনো শাস্ত্রেও তো এইরকম কথা লেখা নেই, এ হল নতুন কথা। তারা গায়নও করে শিব জয়ন্তী বলে... কিন্তু প্রস্তুতবুদ্ধি হওয়ার জন্য এর অর্থ বুঝতে পারে না। শিব আছেন বলেই না সমস্ত ভক্তরা তাঁকে স্মরণ করে। তারা বলে ওম্ নমঃ শিবায়। তারা জানে যে তিনি পরমধামে থাকেন। আমাদের বাবা হলেন পরমপিতা, সেই অর্থে তিনি সকলেরই পিতা, তাই না। ভারতে এমন লোকও আছে যারা পিতাকে অস্বীকার করে। মানুষকে বোঝানো খুবই কঠিন। মানুষ তো এটাও বোঝেনা যে, এখন দুর্গতির সময় চলছে। ভক্তিমার্গে প্রথমে ছিল অব্যভিচারী ভক্তি, এখন তা হয়ে গেছে ব্যভিচারী ভক্তি। ব্যভিচারী আর অব্যভিচারী - এই দুইয়ের মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে। ওরা হলো পাপাত্মা আর এরা পুণ্যাত্মা। অব্যভিচারী ভক্তি হল প্রকৃত ভক্তি। সেই সময় অর্থাৎ দ্বাপর যুগে মানুষ সুখীও ছিল। ধন দৌলত ইত্যাদি সমস্তই ছিল। কলিযুগে এসে তাদের অধিক দুর্গতি হয়। যখন তারা ব্যভিচারী ভক্তি করে তখন তারা বিকারগ্রস্ত হতে থাকে। দিন দিন বিকারের প্রকোপ আরো বাড়তে থাকে। প্রথমে ছিল সতোপ্রধান বিকার, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে তমোপ্রধান বিকার। সকলে সম্পূর্ণরূপে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রতিটি ঘরে ঘরে কত ঝগড়াঝাঁটি হয়। শিববাবা এসে বসে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ তো পিতা নয়। কারোরই বায়োগ্রাফি জানা নেই। শিববাবা হলেন পতিতপাবন। পরমপিতা পরমাত্মাকে সকলেই মানে যে তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর - জলের সাগর কখনো পতিতপাবন অথবা নলেজফুল হতে পারে না। মানুষ তো জলের ওই সমুদ্র থেকে নির্গত জল এর মাধ্যমে তৈরি নদীকেই পতিত পাবনী ভেবে নেয়। তোমাদের উচিত ওদেরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা। যেমন ভাবে গীতার ভগবানের কি

কর্তব্য তা জিজ্ঞাসা করা হয় - নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলেন রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রচনা - এখন বলো গীতার ভগবান কে? ভগবান তো কেবলমাত্র একজনই হয়। তাহলে বেদব্যাসকে কিভাবে ভগবান বলতে পারো? তো এইরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত - পতিতপাবন পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর থেকে এই জ্ঞানগঙ্গা কিভাবে নির্গত হলো? পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলীর রচনা করেন। তারা ব্রহ্মার মুখ হতে এই জ্ঞান গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে সন্নতিপ্রাপ্ত হয়। এখন বলো জলের সাগরের দ্বারা পবিত্র হওয়া যায়, নাকি জ্ঞানের সাগরের দ্বারা? জলের দ্বারা কোনো মানুষ কখনো পবিত্র হতে পারে না। সুতরাং এই ধাঁধারও উত্তর জিজ্ঞাসা করতে হবে। এদেরকে জিজ্ঞাসা করলে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। সকলে এভাবেই তাঁকে ডাকে যে, হে পতিতপাবন সীতারাম এসো। তারপরেও তারা গঙ্গাতে স্নান ইত্যাদি করে থাকে সুতরাং এই ধাঁধাও তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় আছে, সেই সময়ই তা সাজে। যেমন ওই ধাঁধাটা ছিল গীতার ভগবান কে - তাই নিয়ে, তেমনভাবে এটাও আরেকটা ধাঁধা। ইচ্ছে তো হয় তাই না যে - এমন কিছু বানাবে যা মানুষ সব সময় নিজের কাছে স্মৃতি স্বরূপ রেখে দেবে। কোনো ভালো জিনিস হলে তবেই মানুষ তা নিজের কাছে রাখে। কাগজ ইত্যাদি তো ফেলে দেয়। দেবতাদের সম্বন্ধীয় কোন ভালো জিনিস হলে তাহলে তা ফেলে দেবে না। যারা সেবাধারী তারা সারাদিন বিচার সাগর মন্বন করতে থাকবে আর তারা সেই রকম কর্ম করে দেখাবে। শুধু মুখে বললেই হবে না যে, এইরকম করা উচিত। এইরকম কথা কাকে বলো? বাবা করবেন নাকি বাচ্চারা করবে? কে করবে? বাবা তো শুধুমাত্র নির্দেশ দেন। এইরকম সুন্দর চিত্র, ক্যালেন্ডার ছাপাও। ত্রিমূর্তি শিবের ক্যালেন্ডার বের করা উচিত। ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী বলা উচিত। শুধুমাত্র শিব জয়ন্তী বলা ভুল। একজন বাচ্চা মন থেকে চেয়েছিল যে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীর রঙিন ক্যালেন্ডার তৈরি করবে। ত্রিমূর্তি ওই চিত্র দ্বারা ভালোভাবে বিষয়টি বোঝা যায়। বাবা এই কারণেই লকেট তৈরি করান কারণ এর দ্বারা খুব ভালোভাবে বোঝানো যাবে। ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে শিব বাবা সকলের সন্নতি করেন। সুতরাং যে মেহনত করবে সে-ই বিষ্ণুপুরীর মালিক হতে পারবে। বাদবাকি যারা এই জ্ঞান গ্রহণ করবে না তাদের বিনাশ হয়ে যায়। তাদেরকে দন্ডও ভোগ করতে হয়, আর কোনো পদও তারা লাভ করে না। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু যখন সত্যি সত্যি ভগবান আসেন, তখন কত অল্প সংখ্যক ভাগ্যবানই শুধুমাত্র তাঁকে চিনে নিয়ে তাঁর হয়ে যেতে পারে। কোটির মধ্যেও কেউ তা পারে। যে শুধুমাত্র মুক্তি পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে সে ভালো পদ পাবে না। তাদের বিকর্ম বিনাশ হয় না, তাই সাক্ষাৎকার করানো হয়েছিল - ধর্ম স্থাপকেরাও আসেন দৃষ্টি লাভ করার জন্য। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বিকর্ম বিনাশ যখন হতে থাকবে তবেই উচ্চপদ প্রাপ্তি সম্ভব। অন্যান্য ধর্মের বড় বড় নেতারাও পরে পরে আসবে। এমন নয় যে বর্তমান যিনি পোপ তিনি আসবেন, না না। সর্বপ্রথম যারা পোপ হয়েছিলেন, যাদের এখন অস্তিত্ব জন্ম চলছে, তারা আসবেন। এই হিসাব বড়ই কঠিন। এখন এটি হল কুস্তুর মেলা। এগুলি হল সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। যখন দুর্গাতি প্রাপ্ত হয়, সম্পূর্ণ গ্রহণ লেগে যায়, তখন বাবা এসে যোলো কলা সম্পূর্ণ বানান। গ্রহণকে স্বদর্শন চক্র দ্বারা দূর করা হয়। এই যে আমাদের গোলার চিত্র (সৃষ্টিচক্র) আছে, তার নিচে লিখতে হবে এটা হল স্বদর্শন চক্র। এটি হল খুবই কাজের জিনিস। এটি হল ঈশ্বরীয় কোট অফ আর্মস। এ'সব হল ঈশ্বরীয় বিষয়। স্লাইডস্ যে সব বানানো হচ্ছে তার জন্যও বাবা অনেক কিছু বুঝিয়ে থাকেন। যদি বুঝতে পারো যে তারা মুরলী শোনে না, তাহলে ডাইরেকশনকেও কাজে লাগাবে না। মুরলী তো রোজ পড়া উচিত। সার্ভিসে যারা আছে তাদেরকেও অ্যাক্টে আসতে হবে। ত্রিমূর্তিরও স্লাইডস্ বানানো হয়, তাতে খুব সুন্দর সুন্দর কথা লেখা থাকে। স্থাপনা আর বিনাশ - দুয়েরই গোলার চিত্র চাই। এটা হল নরক আর এটা হল স্বর্গ। এটা হল আজকের ভারত আর ওটা হল কালকের ভারত। বাবা হলেন সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রদানকারী যিনি বসে আছেন। বাবাকে চেনা, নিশ্চয় হল ব্যস। জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ চলতে থাকে। জন্ম তো নিয়েছে তাই না। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। তারপর বিকারের চাহিদা করতে পারবে না। বাবা বলেন, ব্রষ্টাচারীরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি এনার(ব্রহ্মার) উদাহরণ দেখেছো তাই না। এ'রকম অনেক অতিকষ্টেই কয়েকজন তৈরী হয়ে আসে। নিজের সম্মান ইত্যাদির কথাও ভাবতে থাকে। ক্রিয়েটর হলেন বাবা, সকলকে ওঁনার আঙা অনুসারে চলতে হবে। তোমরাও শ্রীমত অনুসারে না চললে তোমাদেরও পদব্রষ্ট হয়ে যাবে।

বাবা বলেন যে - এই জ্ঞান মার্গে নষ্টমোহ খুব ভালো ভাবে হওয়া দরকার। বাবার আঙা প্রাপ্ত হয়েছে। যে সকল বাচ্চারা আঙাকারী নয়, তারা হল কুসন্তান। সেই বাচ্চারা, বাচ্চাই নয়। পবিত্রতার আঙা (আদেশ) হল ভালো তাই না। রাজযোগ তো বাবা এখন শেখাচ্ছেন। মানুষ তো বেচারি কিছুই বোঝে না। বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বোঝে। বাবা এত রকমভাবে ডাইরেকশন প্রদান করেন, কিন্তু তার মধ্যেও খুব কম সংখ্যকই কিছু করে দেখাতে পারে। বাবা বলেন যে - ত্রিমূর্তির ক্যালেন্ডার বানাতে হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করে ত্রিমূর্তি শিবের চিত্রের আধারে। লেখাও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। নিশ্চয়ই শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করবেন তাই না। কলিযুগে আসুরী রাজ্যের বিনাশ হবে।

আসুরী রাজ্যে কত অসংখ্য মানুষ আছে। দৈবী রাজ্যে কত অল্প সংখ্যক মানুষ আছে। লেখাও আছে যে অনেক ধর্মের বিনাশ, এক সত্য ধর্মের স্থাপনা। বাবা বলেন আমি কত রকমভাবে শৃঙ্গার করাই তবুও শোধরায় না, উল্টো পাল্টা বলতে থাকে। এখানে বাবা বলেন যে দেহ সহ যা কিছু আছে সব কিছুকে ভুলে মামেকম্ স্মরণ করো। নিজের দেহের প্রতিও ফেঁসো না। কারোর দেহেতে ফাঁসলে পতন হয়ে যাবে। যেমন মাশ্মার দেহের প্রতি অনেকের ভালোবাসা ছিল, মাশ্মা চলে যাওয়ার পরে কতজন মরে গেছে (হাত ছেড়ে চলে গেছে) কারণ নাম রূপে ফেঁসেছিল। বাবা বারংবার বলেন দেহ-অভিমাত্রী হয়ো না, মামেকম্ স্মরণ করো। তোমরা এই ব্রহ্মার শরীরকেও স্মরণ ক'রো না। শরীরকে স্মরণ করলে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারবে না। দেহী-অভিমাত্রী হওয়াতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বাবার স্মরণে থাকা - এটি হল খুবই ডিফিকাল্ট (কঠিন কাজ)। জ্ঞান তো অনেক ভালো ভালো শুনিয়ে থাকে। যোগে থাকাই হল কঠিন। যত শূরবীর (শক্তিশালী) হবে, তত মায়ার তুফান আসবে। কারোর না কারোর নাম রূপে ফেঁসে ধোঁকা খেয়ে যায়, এতে অনেক সাবধান হতে হবে। যোগেই অনেক পরিশ্রম। নলেজ তো হল খুবই সহজ। যোগেই মুহূর্মুহু ভুলে যায়। সেইজন্য বাবা বলেন বিকর্মাজীত কিতাবে হবে। যোগে থাকলে পাপও হবে না। নয়তো শতগুণ হয়ে যাবে। এখানে তো স্বয়ং ধর্মরাজ আর বাবা একসাথে আছেন, সেইজন্য স্বয়ং বলেন যে - বাবার সামনে কোনো পাপ ক'রো না, নাহলে শতগুণ শাস্তি পাবে। যোগের দ্বারাই বিকর্মাজীত হতে হবে। স্বদর্শন চক্রকে তো জানা হল খুবই সহজ। এই গোলার চিত্রে নিচে চরকা নয়, লিখতে হবে চক্র। বাবা যুক্তি তো অনেকই দিয়ে থাকেন। বাচ্চাদের অ্যাক্টে আসতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো দেহধারীর নাম রূপে আটকালে (ফাঁসলে) চলবে না। নিজের দেহেতেও ফাঁসলে চলবে না, এতেও অনেক সাবধান থাকতে হবে।

২) জ্ঞান মার্গে নষ্টমোহ অবশ্যই হতে হবে। পবিত্রতার আস্তা পালন করতে হবে আর অন্যদেরকেও পবিত্র বানানোর যুক্তি রচনা করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব বিকারের অংশরও ত্যাগ করে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ওঠা নম্বার ওয়ান বিজয়ী ভব সম্পূর্ণ পবিত্র হল তারাই যাদের মধ্যে অপবিত্রতার অংশ-মাত্রও থাকে না। পবিত্রতাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি। এই পার্সোনালিটিই সেবাতে সহজ সফলতা প্রাপ্ত করায়। কিন্তু যদি একটিও বিকারের অংশ থাকে তাহলে অন্য সাথীরাও তার সাথে অবশ্যই থাকবে। যে'রকম পবিত্রতার সাথে সুখ শান্তি আছে, সে'রকমই অপবিত্রতার সাথে পাঁচ বিকারের গভীর সম্বন্ধে আছে, সেইজন্য একটিও বিকারের অংশও যেন না থাকে, তখন নম্বার ওয়ান বিজয়ী হতে পারবে।

স্নোগানঃ:- সাহসের (হিম্মতের) একটি পদক্ষেপ রাখো, তবে হাজার গুণ সাহায্য প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"আজ্ঞাকারীই সর্বশক্তির অধিকারী"

আজ সর্বশক্তির দাতা বাপদাদা নিজের শক্তি সেনাকে দেখছেন। সর্বশক্তিমান বাবা সব ব্রাহ্মণ আত্মাকে সর্বশক্তির উত্তরাধিকার সমানভাবে দিয়েছেন। কাউকে কম শক্তি অথবা কাউকে বেশি - এই প্রভেদ করেননি। সবাইকে এক এর দ্বারা একসাথে এক সমান শক্তি দিয়েছেন। তাইতো, রেজাল্ট দেখছিলেন এক সমান প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রভেদ কেন? কেউ কেউ সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়েছে আর কেউ কেউ শুধু শক্তিসম্পন্ন হয়েছে, সর্ব নয়। কেউ সদা শক্তিস্বরূপ হয়েছে, কেউ কখনো-কখনো শক্তিস্বরূপ হয়েছে। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ আত্মা নিজের সর্ব-শক্তিমানের অথরিটির দ্বারা যে সময়, যে শক্তিকে অর্ডার করে সেই শক্তি রচনা রূপে মাস্টার রচয়িতার সামনে আসে। অর্ডার করা মাত্রই উপস্থিত হয়ে যায়। কেউ কেউ অর্ডার করে কিন্তু সময়কালে শক্তিসমূহ উপস্থিত হয় না, 'জী হাজির' করে না। এর কারণ কী? কারণ হলো, যে বাচ্চারা সর্বশক্তিমান বাবা, যাঁকে হজুরও বলে, হাজির-নাজিরও (যেন সাক্ষাৎ উপস্থিত) বলে, সেই বাচ্চারা হজুরের অর্থাৎ বাবার প্রতি কদমের শ্রীমতে, প্রতি সময় 'জী-হাজির' কিংবা প্রতিটা আজ্ঞাতে 'জী-হাজির' প্র্যাকটিক্যাল করে, সুতরাং যারা 'জী-হাজির' করে তাদের সামনে সব শক্তিও 'জী-হাজির' বা 'জী মাস্টার হজুর' করে উপস্থিত হয়।

যদি কোনো আত্মা শ্রীমৎ বা আজ্ঞা যা সহজে পালন করতে পারে সেটা করে আর যেটা কঠিন লাগে সেটা করতে পারে না - কিছু করে, কিছু করে না, কখনো বলে 'জী-হাজির', কখনো বলে 'হাজির' তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপ হলো যে, এই রকম আত্মার সামনে সব শক্তিও সময়ানুসারে উপস্থিত হয় না। যেমন, কোনো পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্তর্লীন করার শক্তি প্রয়োজন তো সঞ্চল করবে যে, আমি অবশ্যই অন্তর্লীন করার শক্তির দ্বারা এই পরিস্থিতিকে পার করবো, বিজয়ী হবো। কিন্তু কী হয়? যারা সেকেন্ড নম্বরের অর্থাৎ যারা কখনো-কখনো'র তারা অন্তর্লীন করার শক্তি প্রয়োগ করবে, ১০ বার অন্তর্লীন করবে কিন্তু অন্তর্লীন করেও তারা চাইলেও দু'-একবার অন্তর্লীন করতে পারে না। তখন কী ভাবে তারা? আমি কাউকে বলিনি, আমি অন্তর্লীন করেছি, কিন্তু আমার সাথে যে ছিল, আমার সহযোগী ছিল, সমীপ ছিল তাকে শুধু ইশারা করেছি। বলিনি, ইশারা করেছি।

কোনো শব্দ বলতে চাইনি, কিন্তু এক-আধটা শব্দ বেরিয়ে গেছে। তো এটা কী বলা যাবে? অন্তর্লীন হয়েছে বলবে? ১০ জনের সামনে তো অন্তর্লীন করেছে আর এক-দু' জনের সামনে অন্তর্লীন করতে না পারলে তবে তাকে কী বলবে? অন্তর্লীন করার শক্তি অর্ডার মেনেছে? যা নাকি তোমার নিজের শক্তি, বাবা উত্তরাধিকার হিসেবে দিয়েছেন, সুতরাং বাবার উত্তরাধিকার তথা বাচ্চাদের উত্তরাধিকার হয়ে যায়। নিজের শক্তি নিজের কাজে যদি না আসে তো তাকে কী বলা যাবে? অর্ডার পালনকারী নাকি অর্ডার না-পালনকারী বলা হবে?

আজ বাপদাদা সকল ব্রাহ্মণ আত্মাকে দেখছিলেন যে তারা কতটা সর্বশক্তির অধিকারী হয়েছে। যদি অধিকারী না হও তাহলে সেই সময় পরিস্থিতির অধীন হতে হবে। বাপদাদার সবচাইতে বেশি করুণা হয় সেই সময় যখন বাচ্চারা কোনও শক্তিকে সময়কালে কার্যে প্রয়োগ করতে পারে না। সেই সময় কী করে? যখন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন তারা কী রূপে বাবার সামনে আসে? জ্ঞানী-ভক্তের রূপে আসে। ভক্ত কী করে? ভক্ত শুধু আর্ত-চিৎকার করতে থাকে এটা দিয়ে দাও। তারা দৌড়ে বাবার কাছে যায়, বাবার উপরে অধিকার রাখে কিন্তু রূপ হয় রয়্যাল ভক্তের। আর যেখানে অধিকারীর পরিবর্তে জ্ঞানী-ভক্ত অথবা রয়্যাল ভক্তের রূপে আসে, সেখানে যতক্ষণ ভক্তির অংশ আছে, তো ভক্তির ফল সঙ্গতি অর্থাৎ সফলতা, সঙ্গতি অর্থাৎ বিজয় প্রাপ্ত করতে পারে না, কেননা যেখানে ভক্তির অংশ থেকে যায় সেখানে ভক্তির ফল জ্ঞান অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্তি হতে পারে না, সফলতা লাভ হতে পারে না। ভক্তি অর্থাৎ পরিশ্রম এবং জ্ঞান অর্থাৎ ভালোবাসা। যদি ভক্তির অংশ থাকে তবে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে এবং ভক্তির রীতিনীতি প্রথা আছে যে যখন সঙ্কট আসবে তখন ভগবান স্মরণে আসবে, নয়তো অমনোযোগী থাকবে। জ্ঞানী-ভক্ত কী করে? যখন কোনো বিঘ্ন আসবে তো বিশেষভাবে স্মরণ করবে।

এক হলো সেবার জন্য স্মরণে বসা আরেক হলো নিজের পরিপূর্ণতার ঘাটতি পূরণ করার জন্য বসা। দুইয়ের মধ্যে ফারাক আছে। যেমন, এখনও বিশ্বে অশান্তির বায়ুমন্ডল রয়েছে তো সেবার জন্য সংগঠিত রূপে তোমরা বিশেষ স্মরণের প্রোগ্রাম

বানিয়ে থাকো, সেটা আলাদা ব্যাপার। সেটা দাতা হয়ে দেওয়ার জন্য করে থাকো। সেটা তো তোমরা কিছু চাওয়ার জন্য করো না, অন্যদের দেওয়ার জন্য করো। সুতরাং সেটা হলো সেবার জন্য। কিন্তু পরিপূর্ণতার অভাব পূরণ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ স্মরণ করো, আর তাছাড়া 'হচ্ছে হবে'-র স্মরণ হয়। স্মরণ থাকে, ভুলে যাও না, কিন্তু অমনোযোগী ভাবের স্মরণ আসে — আমরা তো বাবারই, আর আছেই বা কে! কিন্তু যথার্থ শক্তিশালী স্মরণের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হলো সঠিক সময়ে শক্তি উপস্থিত হয়ে যাবে। যে যতই বলুক আমি তো স্মরণেই থাকি, কিন্তু স্মরণের স্বরূপ হলো সফলতা। এমন হওয়া উচিত নয় যে সময়ে স্মরণে বসো সেই সময়ে খুশিও অনুভব হয়, শক্তিও অনুভব হয় আর যখন কর্মে, সম্বন্ধ-সম্পর্কে এলে সেই সময় সদা সফলতা হয় না। তো তাকে কর্মযোগী বলা যাবে না। শক্তি হলো শস্ত্র আর শস্ত্র কোন সময়ের জন্য হয়? শস্ত্র সদা প্রয়োজনের সময় কার্য-ব্যবহারে নিয়ে আসা হয়।

যথার্থ স্মরণ অর্থাৎ সর্বশক্তি সম্পন্ন। শস্ত্র সদা শক্তিশালী হতে হবে। পরিস্থিতি রূপী শত্রু যদি আসে আর শস্ত্র কাজে না আসে, তো তাকে কী বলা যাবে? শক্তিশালী বলবে নাকি শস্ত্রধারী? সব কর্মে স্মরণ অর্থাৎ সফলতা হোক। একে বলা হয়ে থাকে কর্মযোগী। তোমরা শুধু বসার টাইমের যোগী নও। তোমাদের যোগের নাম বসে-বসে যোগী নাকি কর্মযোগী? তোমরা কর্মযোগী তো না। নিরন্তর কর্ম আর তোমরা নিরন্তর কর্মযোগী। যেমন কর্ম ব্যতীত এক সেকেন্ডও তোমরা থাকতে পারো না, যদি ঘুমিয়ে থাকো তো সেটাও ঘুমানোর কর্ম করছ, তাই না। সুতরাং যেভাবে কর্ম ব্যতীত থাকতে পারো না, তেমনই প্রতিটা কর্ম যোগ ব্যতীত করতে পারো না। একে বলা হয়ে থাকে কর্মযোগী। এমন মনে ক'রো না যে, পরিস্থিতিই এ'রকম ছিল তো না, সার্কমস্ট্যান্সই এমন ছিল, সমস্যাই তেমন ছিল, বায়ুমন্ডল সেরকম ছিল। এটাই তো শত্রু আর সেই সময় বলা শত্রু এসে গেছে, সেইজন্য তলোয়ার চালাতে পারিনি, তলোয়ার কাজে লাগাতে পারিনি, নাকি তলোয়ার স্মরণেই আসেনি, নাকি তলোয়ার কাজ করেনি, তো এই রকমকে কী বলা যাবে? শস্ত্রধারী? তোমরা শক্তি-সেনা। সেনার শক্তি কী? শস্ত্র। আর শস্ত্র হলো সর্বশক্তি। তাহলে, বাবা রেজাল্ট কী দেখলেন? মেজরিটি সদা সময়মতো সর্বশক্তিকে অর্ডারে চালাবে তাতে ঘাটতি প্রতীয়মান হয়েছে। তারা বুঝতেও পারে, কিন্তু সফলতা স্বরূপে সময় অনুসারে, হয় তারা শক্তিহীন হয়ে যায়, না হয় সামান্য অসফলতার অনুভব করে অতি দ্রুত সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। বাবা তিন প্রকারের দেখেছিলেন।

এক - সেই সময় বুদ্ধি দ্বারা বোঝে যে এটা ঠিক নয়, করা উচিত নয় কিন্তু তাদের সেই বোধ-বুদ্ধিকে শক্তি-স্বরূপে পরিবর্তন করতে পারে না।

দুই - যারা বোঝে কিন্তু বুঝেও সময় বা সমস্যা পার হয়ে যাওয়ার পরে ভাবে। এরা পুরো হয়ে যাওয়ার পরে ভাবে। তারা অল্প সময়ের মধ্যে ভাবে।

তিন - উপলব্ধিই করে না যে সেটা রং, সদা নিজেদের রং-কে রাইটই প্রমাণ করে অর্থাৎ সত্যতার উপলব্ধি-শক্তি নেই। সুতরাং নিজেকে চেক করো যে, আমি কে!

বাপদাদা দেখেছেন যে বর্তমান সময় অনুসারে সদা আর সহজ সফলতা কোন বাচ্চারা প্রাপ্ত করেছে। তার মধ্যেও প্রভেদ আছে। এক হলো, যারা সহজে সফলতা প্রাপ্ত করে আর দ্বিতীয় হলো যারা পরিশ্রম আর সহজ - এই দুইয়ের পরে সফলতা পায়। যারা সহজ আর সফলতা প্রাপ্ত করে তাদের মূল আধার কী দেখেছেন? যে আত্মারা সদা নিজেকে নির্মান-চিত্তের বিশেষত্ব দ্বারা চালনা করে, তারাই সহজে সফলতা-প্রাপ্ত হয়ে আসছে। 'নির্মান' একটা শব্দ, কিন্তু নির্মান স্থিতির বিস্তার আর নির্মান-স্থিতির সময় অনুসারে প্রকারভেদ অনেক। বাবা এই বিষয়ে তোমাদের অন্য কোনো সময় বলবেন। কিন্তু এটা স্মরণে রাখো যে নির্মান হওয়াই স্বমান আর সকলের দ্বারা মান প্রাপ্ত করার সহজ সাধন। নির্মান হওয়া মানে নত হওয়া নয়, কিন্তু সবাইকে নিজের বিশেষত্ব আর ভালোবাসা দিয়ে ঝুঁকতে হবে। বুঝেছ?

সবাই তোমরা রেজাল্ট শুনেছ। সময় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আর তোমরা কী করছ? তোমরা সময়ের অপেক্ষা করছ? তোমরা মালিকের বালক, তাই না। তাইতো সময় তোমাদের অপেক্ষা করছে, আমার এই মালিক কখন আমি-সময়কে পরিবর্তন করবে! সে প্রতীক্ষা করছে। আর তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে, প্রতীক্ষা নয়। সবাইকে বার্তা দেওয়ার আর সময়কে সম্পন্ন বানানোর প্রস্তুতি নিতে হবে। যখন দুটো কাজ সম্পন্ন হবে তখন সময়ের প্রতীক্ষা পূর্ণ হবে। তাহলে, এই রকম প্রস্তুতি নিচ্ছ সবাই? কী গতিতে? সময়কে দেখে তোমরাও বলা যে, সময় খুব ফাস্ট চলে যাচ্ছে। এত বছর কীভাবে কেটে গেছে, ভাবো তো না! অব্যক্ত বাবার লালনপালন কত বছর হয়ে গেছে! সময় কত ফাস্ট চলে গেল!

সুতরাং তোমাদের গতি কী? ফাস্ট, নাকি ফাস্ট চলতে চলতে কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে যাও, তারপরে রেস্ট করো? তোমরা এটা করছ, ডামার বন্ধনে তোমরা তো বেঁধেই আছ। কিন্তু গতি কী, সেটা চেক করো। সেবা হচ্ছে, পুরুষার্থ হচ্ছে, সামনে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা তো ঠিক আছে। এখন গতি চেক করো, শুধু চলার বিধি চেক করো না। গতি চেক করো, স্পীড চেক করো। বুঝেছ? সবই নিজের কাজ করছ তো না। আচ্ছা!

চারদিকের, যারা সদা বাবার সামনে 'জী-হাজির' হয়, সদা মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে সর্বশক্তিকে নিজের অর্ডারে চালায়, যাদের সর্বশক্তি 'জী-হাজির'-এর পার্ট প্লে করে — এমন সদা সফলতামূর্তি আত্মাদের, সদা সব কর্মে স্মরণের স্বরূপ অনুভব করে আর করায় — এমন অনুভাবী আত্মাদের সদা সব কর্মে, সম্বন্ধে, সম্পর্কে নির্মান হয়ে বিজয়ী-রত্ন হয়, এই রকম সহজ সফলতামূর্তি শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার :

"সাধারণ কর্মেও উঁচু স্থিতির আভা দেখানোই ফলো ফাদার করা"

সদা সঙ্গমযুগী পুরুষোত্তম আত্মা তোমরা এমন অনুভব করো? সঙ্গমযুগের নামই পুরুষোত্তম অর্থাৎ পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ বানানোর যুগ। তাহলে সঙ্গমযুগী তো তোমরা? সবাই তোমরা পুরুষোত্তম হয়েছ তো না। আত্মা পুরুষ আর শরীর প্রকৃতি। সুতরাং পুরুষোত্তম অর্থাৎ আমি উত্তম আত্মা। নম্বর ওয়ান সর্বাপেক্ষা পুরুষোত্তম কে? (ব্রহ্মা বাবা) সেইজন্য ব্রহ্মাকে আদিদেব বলা হয়ে থাকে। 'ফরিস্তা ব্রহ্মা'ও উত্তম হয়ে গেছেন এবং আবার ভবিষ্যতে দেব আত্মা হওয়ার কারণে পুরুষোত্তম হয়ে যান। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও পুরুষোত্তম বলবে তো না। তো পুরুষোত্তম যুগ, পুরুষোত্তম আমি আত্মা। পুরুষোত্তম আত্মাদের কর্তব্যও সর্বশ্রেষ্ঠ। উঠলে, ভোজনপান করলে, কাজ করলে এই সাধারণ কর্ম শুধু নয়, সাধারণ কর্ম করাকালীন শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, শ্রেষ্ঠ স্থিতি যেন থাকে। যা দেখা মাত্র অন্যেরা উপলব্ধি করতে পারে যে, ইনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন। যেমন, যেটা আসল হীরে হবে তা' যতই ধুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাক কিন্তু নিজের দুটি অবশ্যই দেখাবে, লুকাতে পারে না। তো তোমাদের প্রত্যেকের জীবন হীরে তুল্য তো না।

যেমনই বাতাবরণের মধ্যে থাকো, যেমনই সংগঠনের মধ্যে থাকো, কিন্তু যেরকম হীরে নিজের দুটি লুকিয়ে রাখতে পারে না, সে'রকম পুরুষোত্তম আত্মাদের শ্রেষ্ঠ আভা সকলের অনুভূত হওয়া চাই। তো তোমরা এ' রকম নাকি দপ্তরে গিয়ে, কাজে গিয়ে তোমরাও সেই রকমই সাধারণ হয়ে যাও? এখন তোমরা গুপ্তরূপে আছ, কাজও সাধারণ, সেইজন্য পাণ্ডবদের গুপ্তরূপে দেখানো হয়েছে। গুপ্তরূপে রাজত্ব করেনি, সেবা করেছে। তাইতো অন্যের রাজ্যে তোমাদের গভর্নমেন্ট-সার্ভেন্ট বলা হয়ে থাকে তো না। যত বড়ই অফিসার হোক না কেন কিন্তু সার্ভেন্টই তো, তাই না। সুতরাং গুপ্তরূপে তোমরা সবাই সেবাধারী, কিন্তু সেবাধারী হয়েও তোমরা পুরুষোত্তম। অতএব, সেই প্রভা আর রুহানী গর্ব যেন প্রতীয়মান হয়।

ঠিক যেমন ব্রহ্মা বাবা সাধারণ তনে থেকেও পুরুষোত্তম অনুভব হতো।

সবাই তোমরা শুনেছ, তাই না। দেখেছ নাকি শুনেছ? এখনও অব্যক্ত রূপেও দেখ — সাধারণের মধ্যেও পুরুষোত্তমের ঝলক! তো ফলো ফাদার করো তো না! এমন ভেবো না যে তোমরা সাধারণ কাজ করছ। মাতারা খাবার বানাচ্ছেন, কাপড় ধুচ্ছেন - কাজ সাধারণ হবে কিন্তু স্থিতি সাধারণ নয়, স্থিতি মহান হবে। এ'রকম হয়েছে? নাকি সাধারণ কাজ করতে করতে সাধারণ হয়ে যাও? অন্যেরা যেমন, আমরাও তেমন - না। মুখে সেই শ্রেষ্ঠ জীবনের প্রভাব পড়তে দাও। তোমাদের এই চেহারাই দর্পণ তো না। এর থেকেই তোমাদের স্থিতি তোমরা দেখতে পারো, মহান নাকি সাধারণ! এটা তোমরা চেহারার দর্পণ দ্বারা দেখতে পারো। নিজেও দেখতে পারো এবং অন্যেরাও সেটা দেখতে পারে। তো তোমরা এমন অনুভব করো? সদাসর্বদা স্মৃতি আর স্থিতি যেন শ্রেষ্ঠ হয়। স্থিতি শ্রেষ্ঠ হলে তো ঝলক অটোমেটিক্যালি শ্রেষ্ঠ হবে।

যারা সমান স্থিতির তারা বাবার সাথে থাকে। শারীরিক ভাবে তোমরা হয়তো কোনো কোণে বসে আছ, কিনারে বসে আছ, পিছনে বসে আছ, কিন্তু মনের স্থিতিতে সাথে থাকো, তাই না। সাথে সেই থাকবে যে সমান হবে। স্থূলভাবে হয়তো সামনে বসেও আছ কিন্তু যদি তোমরা সমান না হও তবে সদা সাথে থাকো না, কিনারে থাকো। সুতরাং সমীপ থাকা অর্থাৎ সমান স্থিতি বানানো, সেইজন্য সদা ব্রহ্মা বাবা সমান পুরুষোত্তম স্থিতিতে স্থিত থাকো। লৌকিক রীতিতেও অনেক বাচ্চার আচার-আচরণ এবং মুখ বাবা সমান হয় আর সেইজন্য বলে এ' তো যেন বাবার মতো। এখানে, মুখের বিষয়

নেই, কিন্তু আচার-আচরণই চিত্র। সুতরাং তোমাদের প্রতিটা কার্যকলাপ দ্বারা যেন বাবা অনুভূত হয়, একে বলে বাবা সমান। সুতরাং তোমরা সমীপ থাকতে চাও নাকি দূরে? সঙ্গমযুগে এই এক জন্মে যে তার স্থিতিতে সমীপ থাকে, সে পরমধামেও সমীপ থাকে এবং রাজধানীতেও সমীপ। এক জন্মের সামীপ্য অনেক জন্ম সমীপ বানিয়ে দেবে।

প্রতিটা কর্ম চেক করো। বাবা সমান হলে করো, নয়তো চেঞ্জ করে দাও। প্রথমে চেক করো, তারপরে করো। এমন নয় যে করার পরে চেক করবে ওটা ঠিক ছিল না। জ্ঞানীর লক্ষণ হলো, প্রথমে চিন্তা করে নেওয়া, তারপরে করা। অজ্ঞানীর লক্ষণ — আগে করা, পরে চিন্তা। তোমরা তো "জ্ঞানী তু আত্মা", তাই তো না? নাকি কখনো কখনো ভক্ত আত্মা হয়ে যাও? তোমরা যারা পাঞ্জাব থেকে তারা তো সাহসী, তাই না। মনেও সাহসী। ছোট একটা পিঁপড়ের আকারে মায়া এলে ঘাবড়ে যাবে তেমন নয়, তোমরা চ্যালেঞ্জ করো। স্টুডেন্ট কখনো তাদের পেপারে ভয় পায়? তো তোমরা সাহসী নাকি ছোট একটা পেপারেও ভীত হয়ে যাও? যারা যোগ্য স্টুডেন্ট হয় তারা পেপারকে আহ্বান করে তাড়াতাড়ি আসতে, যাতে তাদের ক্লাস এগিয়ে যেতে পারে। যারা দুর্বল হয় তারা ভাবে ডেট যেন এগিয়ে যায়! তোমরা সাহসী তো না।

এই নিশ্চয় যেন পাকা হয় আমিই সেই কল্প-কল্পের বিজয়ী আর আমিই বারবার হবো। এতটা পুরুষার্থ করেছ? তুমি হবে না তো কে হবে? তুমিই বিজয়ী হয়েছিলে, বিজয়ী হয়েছ আর বিজয়ী থাকবে। 'বিজয়ী' শব্দ বলতেই কত খুশি হয়! তোমাদের মুখই বদলে যায় তো না। যে সদা বিজয়ী থাকে সে কত খুশি থাকে! সেইজন্য যখনই কেউ কোনো ক্ষেত্রে বিজয় প্রাপ্ত করে তো খুশির বাজনা বাজে। তোমাদের তো সদাই খুশির বাদ্য বাজে। কখনও খুশির বাদ্য যেন বন্ধ না হয়। অর্ধেক কল্পের জন্য কাল্লা বন্ধ হয়ে গেছে। যেখানে খুশির বাদ্য বাজে সেখানে কাল্লা থাকে না। আচ্ছা।

বরদান:- দেহ-অহঙ্কার বা অভিমানের সূক্ষ্ম অংশেরও ত্যাগ করে আকারী তথা নিরাকারী ভব অনেকের স্কুল ভাবে দেহগত রূপে আকর্ষণ বা অহমিকা (অভিমান) নেই, কিন্তু দেহগত সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তাদের সংস্কার হলো বিশেষ, বুদ্ধি হলো বিশেষ, গুণ হলো বিশেষ, কলা (কলাইনৈপুণ্য) হলো বিশেষ, কোনো কোনো শক্তি হলো বিশেষ — তার অভিমান অর্থাৎ সে'সবের অহংকার, নেশা, প্রতাপ এই সব সূক্ষ্ম দেহ-অভিমান থাকে। সুতরাং এই অভিমান কখনও আকারী ফুরিস্তা বা নিরাকারী হতে দেবে না, সেইজন্য এর অংশ মাত্রেরও ত্যাগ করো, তাহলে সহজেই আকারী তথা নিরাকারী হতে পারবে।

স্নোগান:- যদি সময়কালে সহযোগী হও তো পদম্ গুণ রিটার্ন প্রাপ্ত হবে।

সূচনা:— আজ তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সন্ধ্যা ৬ : ৩০ মিনিট থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত সব ভাই-বোনেরা যোগ অভ্যাসে এই শুভ সঞ্চল করুন - আমি আত্মার দ্বারা পবিত্রতার কিরণ বের হয়ে সারা বিশ্বকে পবিত্র বানাচ্ছে। আমি মাস্টার পতিত-পাবন আত্মা। নোট : - অস্ত্রশস্ত্র : নানারকম হাতিয়ার – যা ছোড়া হয় তা অস্ত্র এবং যা হাতে ধরা থাকে তা শস্ত্র; অস্ত্র > ছোটো থেকে বড়ো হাতিয়ার, ছুরি থেকে পারমাণবিক। ...যা ক্ষেপণযোগ্য তা' অস্ত্র; যেমন, বাণ, বর্শা, বুলেট, গোলা ইত্যাদি। যা ক্ষেপণযোগ্য নয়, তা' শস্ত্র; যেমন, অসি, গদা ইত্যাদি। তাই শস্ত্রকে অস্ত্র বলা অসমীচীন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light

Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাজকারবারই হলো সকলের ভালো করা, প্রথমে নিজের ভালো করো, তারপর অন্যের ভালো করার জন্য সেবা করো"

*প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণ হওয়ার পরেও ভ্যালুয়েবল (মূল্যবান) জীবন বানানোর আধার কি?

*উত্তরঃ - বাণী আর কর্মণা (কর্মের দ্বারা) সেবা। যে বাণী আর কর্মণা সেবা করে না - তার জীবনের কোনো ভ্যালু নেই। সেবাতে সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। যে ঈশ্বরীয় সেবা করে না, সে নিজের সময়, এনার্জি সব ওয়েস্ট (নষ্ট) করে, তার পদ কম হয়ে যায়।

*গীতঃ- তুমিই মাতা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে এই মহিমা কার? ভারতবাসী মানুষ জানে না। তোমরাও মানুষ কিন্তু তোমরা এখন জেনে গেছো - এ কার মহিমা। তোমরা ওই মাতা - পিতার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব গ্রহণ করছো। উপরে রয়েছেন মাতা - পিতা। বিদ্বান আদিরা শিবলিপ্সের পূজা করতে দেয় না, কেননা তারা উল্টো কথা বোঝে। বাস্তবে যখন শিবলিপ্সের পূজা করে তখন তাঁকে মাতা - পিতা মনে করে না। লক্ষ্মী - নারায়ণের যখন পূজা করবে, তখন তাদের মাতা - পিতা বলবে কেননা দুইজনে আছেন। পাথরবুদ্ধির মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না যে, আমরা কার পূজা করি। স্বমেব মতাস্চ পিতা কে? যেখানে দুইজনকে দেখে, তাঁদের সামনে এই মহিমা করে, কিন্তু লক্ষ্মী - নারায়ণ তো না মাতা - পিতা, আর না কান্ডারী। না তাঁরা জ্ঞানের সাগর, আর না পতিত - পাবন। বাচ্চারা, তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে, পতিত-পাবন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। স্বমেব মতাস্চ পিতা... এই মহিমা সাকারের হতে পারে না। না লৌকিক মাতা - পিতার জন্য এই মহিমা করা হয়। ওই লৌকিক মাতা - পিতার কাছ থেকে তো অল্পকালের জন্য কাক বিষ্ঠার সমান সুখ প্রাপ্ত হয়। দ্বাপর আর কলিযুগে হলো দুঃখ, তোমরা এখন বাবার দ্বারা বুদ্ধিমান হয়েছে। কাউকে বোঝানো খুবই সহজ। ত্রিমূর্তির চিত্র নিয়ে যাও, উপরে আছেন শিব। ইনিই হলেন স্বমেব মতাস্চ পিতা... যিনি ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব প্রদান করেন। তিনিই আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা সহজ রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছেন, যার দ্বারা আমরা রাজার রাজা হই। বিষ্ণুপুরী কিভাবে আর কে স্থাপন করেছিলেন, তা কেউই জানে না। কেউ তো স্থাপন করেছিলেন? বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হলে বাবার কাছ থেকে বার্থ রাইট অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার অবশ্যই প্রয়োজন। বাবার জন্মসিদ্ধ অধিকার হলো বিষ্ণুপুরী, তিনি নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মীর পদ প্রাপ্ত করান। তিনিই রাজযোগ শেখান। তোমাদের বোঝানোর জন্য খুব ভালো পদ্ধতির প্রয়োজন, যাতে কারোর বুদ্ধিতে বসে যায়। লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্রের উপরে তোমরা খুব ভালো জ্ঞান প্রদান করতে পারো। লক্ষ্মী - নারায়ণকে অবশ্যই ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে হয়। এঁরা হলেন নতুন দুনিয়ার নব্ব্বর ওয়ান মানব। এমন মহিমাও আছে যে, পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। তাও পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে বা নিমন্ত্রণে যদি যেতে হয়, তাহলে তোমরা সেখানে অনেক সার্ভিস করতে পারো। কিন্তু বাবাকে স্মরণই করে না, তাহলে সাহায্য কি করে পাবে? কেউ কেউ আছে যাদের মধ্যে জ্ঞান - যোগ কিছুই নেই, তবুও সেন্টারের দেখাশোনা করে, তখন বাবা এসে সাহায্য করেন। বাকি যারা নিজের কল্যাণ করে না তারা কিভাবে অন্যের কল্যাণ করবে? গুরুরা যেমন নিজেই মুক্তি পেতে পারে না তাহলে শিষ্যদের কিভাবে মুক্তি দেবে? বাবা খুব সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন। এক হল ত্রিমূর্তির রহস্য আর নতুন দুনিয়া, পুরানো দুনিয়ার চক্রের রহস্য লেখা আছে। যারা সার্ভিস করে তাদের বুদ্ধিতে এই সব রহস্যের উত্তর থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে চেষ্টা করো তীরবিদ্ধ করার। বইছে যেমন দংশন করে...। তোমাদের কাজই হলো সকলের ভালো করা, কিন্তু যে নিজের ভালো করেনি, সে অন্যের কিভাবে ভালো করবে। সেবা তো অনেকই আছে। কর্মের সার্ভিসও অনেককেই সুখ দান করে। সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। যে বাণীর সার্ভিসও করে না, কর্মের সার্ভিসও করে না, সে কি পদ প্রাপ্ত করবে, তারা সময় এবং এনার্জি দুটোই ওয়েস্ট করে। ভক্তিমার্গে যেমন তোমাদের সময় এবং এনার্জি দুটোই তো নষ্ট হয়েছে, তাই না। আধ ঘন্টাও ঈশ্বরীয় সেবা করে না, এমনও অনেক আছে। পদ প্রাপ্ত করবে না তাই আচার আচরণও এমনই করতে থাকে। অনেকেই চলতে - চলতে আবার পড়ে যায়। তারা বলে, বাবা আমরা গর্তে পড়ে গেছি, চোট লেগে গেছে। তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। কেউ কেউ মল্লযুদ্ধে হেরে যায়, তখন তাদের মুখ কালো হয়ে যায়। ভবিষ্যতে যখন ট্রান্সফার হওয়ার সময় আসবে তখন তোমাদের সকলের সাক্ষাৎকার হবে যে, আমরা কি পদ প্রাপ্ত করবো। তখন অনুতাপ করলে আর কি হবে। তখন বুঝতে পারবে, কল্প - কল্প এমনই গতি হবে। বলা হয়ে থাকে -- প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে সুমতি দিন।

কিন্তু এখানে তো ঈশ্বরের মতেও চলে না, যেন পণ করেছে যে, আমরা কখনো শ্রীমতে চলবো না। ঈশ্বরীয় পড়া পড়ই না। না হলে বোঝানো তো খুবই সহজ। ছোটো বাচ্চাও চিত্র নিয়ে বসে বোঝাতে পারে, ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তারা নিশ্চয়ই বি. কে.দেরকে জ্ঞান দিয়ে থাকে। এই উত্তরাধিকার ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা যদি এতটাও বোঝাতে পারে তাহলেও তাদেরকে বাবার বাচ্চা বানাতে পারবে। নীচে লেখা আছে - এ হলো তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। ইনি হলেন জগৎপিতা আর জগদম্বা। এই জগদম্বাই আবার লক্ষ্মী হন। এখন পরমাত্মা এসে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্য প্রদান করছেন। এ হলো জ্ঞান মার্গ। এরপর ভক্তিমার্গে দীপমালা সাজিয়ে লক্ষ্মীর কাছে যাচনা করে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা যেখানেই যাও, গিয়ে বোঝাও - আমরা এই পড়া পড়ছি। আমাদের কর্তব্য হলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঈশ্বরীয় বার্তা (পয়গাম) দেওয়া। এই ত্রিমূর্তি কি, তোমরা এলে আমরা তোমাদের বোঝাতে পারি। বাবা এনাকে বসিয়ে ৮৪ জন্মের রহস্য বুঝিয়েছেন। ব্রহ্মার যেমন দিন এবং রাত, তেমনই বিষ্ণুরও দিন ও রাত। এ বোঝানো খুবই সহজ। তোমাদের সকলেরই কল্যাণ করতে হবে। সবাইকে পথ বলে দেওয়ার এই কাজই তোমাদের করতে হবে, ব্যস্, দুটি রুটি তাতেই সন্তুষ্ট। মানুষের পেট বেশী খাদ্য গ্রহণের জন্য নয়। যদি সচেতন হয় তাহলে অল্প অর্থেও কাজ চালাতে পারে। এখানে তো এমন কেউও আছে যাদের এতটুকুও কিছু সঠিক না হলেই তারা চলে যায়। রাজস্বকেও ঠেলে সরিয়ে দেয়। মাঝে বেগরি পাট চলেছিল, এও এক পরীক্ষা হয়েছিলো। অনেকেই চলে গেছে। শিব বাবার এ কি রহস্য ছিলো তা গুড় জানে আর গুড়ের বস্তার মালিক জানে (বাবাই জানেন)। কতো জন ভয় পেয়ে চলে গেছে। না হলে দুটো রুটি খাওয়ার জন্য খরচ তো খুবই কম লাগে। দুটো রুটি খাও আর প্রভুর গুণ গাও অর্থাৎ বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা। বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, আমি এক সেকেন্ডে তোমাদের জীবনমুক্তির রহস্য বুঝিয়ে বলি। কলিযুগ হলো জীবনবন্ধ, তাহলে অবশ্যই মুক্তি - জীবনমুক্তি অন্য জন্মে প্রাপ্ত হয়েছিলো। বাবা এই সঙ্গমযুগেই জ্ঞান দিয়েছিলেন। এ হলো একেবারেই এক সেকেন্ডের কথা। অল্প কয়েকজনই খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারে। চিত্র খুবই সুন্দর বানানো আছে। ত্রিমূর্তি তো কমন, মানুষ কেবল অর্থই বুঝতে পারে না। এও বুঝতে পারে যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালন আর শঙ্করের দ্বারা বিনাশ, কিন্তু কখন এসে তাঁরা এই কার্য করেন, এ জানে না। ব্রহ্মার সন্তান অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী হবে। তারা জানে যে, বাবার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। সার্ভিস যদি না করে তাহলে মনে করবে এর উপর গ্রহণ লেগেছে। শ্রীমতে চলতে পারবে না, এমন কথা বলে দেয়। যেন এখানে কেউ পড়তেই আসেনি। এই রকম তো ভবিষ্যতেও এমন অনেকেই চলে যাবে।

বাবা তো অনেক উপায় বলে দেন। বাবাকে জিজ্ঞেস করে - বাবা আমি বিয়েবাড়ি যাবো কি? অমুক জায়গায় যাবো?... আরে, তোমাদের যেখানে - সেখানে গিয়ে এই সার্ভিসই করতে হবে। ত্রিমূর্তির চিত্র নিয়ে তার উপরেই বোঝাও। ত্রিমূর্তি মার্গও আছে, কেউই এর অর্থ জানে না। এখানে কোনো কোনো বাচ্চা সেন্টারে আসে, যারা বাইরে থেকে বলে, আমরা পবিত্র থাকি কিন্তু ভিতরে পতিত হয়ে থাকে। শিব বাবা বলেন, আমি অন্তর্যামী, তাই জানি অনেকেই বিকারে চলে গিয়ে নেমে যায়। তারা কিছুই বলে না, তারা জানেই না যে, কতো সাজা ভোগ করতে হবে। বাবা বলেন, এরা অনেক সাজা ভোগ করবে। তারা অনুভব করবে, অবশ্যই আমরা অনেক কিছু লুকিয়েছিলাম, এতো মিথ্যা কথা বলেছিলাম, তাই এই সাজা ভোগ করছি। বাবা বলেন, সময় যখন আসবে, আমি সকলের আচরণের সাক্ষাৎকার করাবো যে, কতো পাপ আর মিথ্যা কথা বলেছে। অনেকেই বিকারে চলে যায় আবার সেন্টারেও আসতে থাকে। শাস্ত্রেও ইন্দ্রসভার কথা আছে। এ কোনো একজনের কথা নয়। এমন অনেকেই আছে। এরপর তারা গিয়ে শত্রু হয়ে ওঠে, অবলাদের উপরে অত্যাচার করে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ সব হলো এখানকারই কথা। তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। এই কল্পবৃক্ষের ঝাড়ের চিত্র হল এক নম্বর। তোমরা বলো, কেবল জ্ঞান শোনো। আমরা তোমাদের এ কথাও বলি না যে, নির্বিকারী হও। কেবল এখানে এলে আমরা তোমাদের ভালো কথা শোনাবো। তোমরা বিয়ের খুশীতে আছো, আমরা তোমাদের সদা কালের জন্য তার থেকেও বেশী খুশীর পারদ চড়াতে পারি। কথা বলার শক্তি চাই। গোলার চিত্রও খুব সুন্দর। অনেক বইয়েও এই গোলা দেখানো আছে। কেবল সময় বেশী করে দিয়েছে। মনে এই কথা আসা উচিত যে, আমরা আমাদের আত্মীয় পরিজনদের উদ্ধার করি। এমন একদিন আসবে যে, তোমরা চিত্র নিয়ে যাবে, সবাইকে বোঝাবে যে, শিব বাবা এই ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের বিষ্ণুপুরীর রাজস্ব প্রদান করছেন। শঙ্করের দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে। বাকি দেবতা আর অসুরদের লড়াই হয়নি। এ তো যবন আর কৌরবদের লড়াই। ওদের বশ্ব পড়বে আর এদের লড়াই শুরু হবে। বিনাশের পরে স্বর্গের স্থাপনা, কতো সহজ। তোমরা বলো, তোমাদের কেবল বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। মন্মনাভব, ব্যস্। আমাদের কিছুই চাই না। আমরা অর্থের ভিখারী নই। অর্থ তোমরা নিজেদের কাছে রাখো। তোমাদের যুক্তিযুক্তভাবে বলা উচিত। ভবিষ্যতে অনেকেই আসবে। তোমাদেরও কিছু বৃদ্ধি হয়ে যাবে। অনেকে আছে যারা বাইরে

থেকে খুব সুন্দর, খুব মিষ্টি, কিন্তু অন্তরে আবর্জনায় ভরপুর। এখানে অন্তর আর বাহির খুবই স্বচ্ছ হওয়ার প্রয়োজন। সকলের অন্তরকে শিব বাবা জানেন। তিনি নিজেই বলেন, যে যেই ভাবনায় ভক্তি করে, সে তেমন ফল প্রাপ্ত করে। এ ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে। তাই যখন বাবাকে পেয়েছো তখন উত্তরাধিকারও সম্পূর্ণ পাওয়া উচিত। সেবায় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা তো তবুও পুরুষার্থ করাবেন। ঠান্ডা হয়ে তো বসে থাকতে দেবেন না। তোমরা প্রজেক্টরেও খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো। এই চক্রে কতো বড় জ্ঞান নিহিত আছে। বড় মণ্ডপে বড় - বড় চিত্র রাখা উচিত, যতো বড় হবে তত ভালোভাবে পড়তে পারবে। এই বোঝানো খুবই সহজ। এ হলো নরক, আর এ হলো স্বর্গ। এই ৮৪ র চক্র ঘুরতে থাকে। বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার এই সঙ্গম যুগেই প্রাপ্ত হয়। নামই হলো অতি সহজ রাজযোগ, অতি সহজ জ্ঞান। ড্রামা অনুসারে এই ঝাড়কে জানতে হবে। চিত্র তো বাবা তৈরী করে দিয়েছেন। স্বর্গে এই দেবতাদের রাজত্ব ছিলো। আর্য আর অনার্য। আর্য অর্থাৎ পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি, অনার্য অর্থাৎ পাথর বুদ্ধি। সত্য একমাত্র তোমরাই বলো, তোমাদের খুবই দয়া লু হতে হবে। যে কোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা সার্ভিস করে দেখাও। কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে যে নিজের জীবন তৈরী করে নেবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ভিতরে বাইরে স্বচ্ছ রাখার প্রয়োজন। বাবার কাছে কিছুই লুকাবে না। সত্য হৃদয়ে সেবা করতে হবে।

২) নিজের সময় সফল করতে হবে। সর্বের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার জন্য বাণী এবং কর্মের সেবা অবশ্যই করতে হবে। তোমাদের দয়া লু হতে হবে। সকলের কল্যাণ করার কাজই করতে হবে।

বরদান:- নির্মানতার (নম্রতা/নিরহঙ্কারিতা) মহানতার দ্বারা সর্বের শুভেচ্ছা প্রাপ্তকারী মাস্টার সুখদাতা ভব মহানতার নিদর্শন হলো নির্মানতা। যত নির্মান হবে ততই স্বভাবতঃই সকলের হৃদয়ে মহান হতে পারবে। নির্মানতা সহজেই নিরহংকারী বানিয়ে দেয়। নির্মানতার বীজ মহানতার ফলকে স্বতঃতই প্রাপ্ত করায়। নির্মানতাই হলো সকলের শুভেচ্ছা প্রাপ্ত করার সহজ সাধন। নির্মানতা মহিমা যোগ্য করে দেয়। নির্মানতা সকলের মনে প্রেমের স্থান তৈরী করে দেয়, সে বাবার সমান মাস্টার সুখদাতা হয়ে যায়।

স্নোগান:- শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব করার জন্য নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন যেন দৃঢ় হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুরুষার্থ করে সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে, দেখতে হবে যে আমার মধ্যে এখনো পর্যন্ত কি কি অবগুণ রয়েছে, আমরা কতখানি আত্ম অভিমানী হয়েছি"

*প্রশ্ন:- সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন কোন্ উৎকর্ষা থাকা উচিত?

*উত্তর:- মানুষকে কীভাবে দেবতায় পরিণত করবো, কিভাবে সকলকে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতার বায়োগ্রাফি শোনাবো -- এই গভীর উৎকর্ষা বাচ্চাদের থাকা উচিত। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে বহরুপী হয়ে, বেশ পরিবর্তন করে টিপটপ হয়ে যাওয়া উচিত। সেখানকার পূজারীদের বা ট্রাস্টিদের থেকে আলাদা সময় নিয়ে সাক্ষাৎ করা উচিত। তারপর যুক্তিসহকারে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনারা এই যে মন্দির বানানো হয়েছে, এঁাদের জীবন কাহিনী কি? যুক্তি-সহকারে কথা বলে, তাদেরকে তার পরিচয় জানাতে হবে।

*গীত:- আমাদের তীর্থ হলো একেবারেই আলাদা.....

ওম্ শান্তি । গানের অর্থ অনেকবার বোঝানো হয়েছে। আমরা এখন যাত্রা করছি। নিজেদের সুইট হোমে ফিরে যাওয়ার জন্য। এখন আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে ফিরে যাচ্ছি। একথা কে বলে ? ব্রহ্মা মুখ বংশজাত ব্রাহ্মণ। তোমরা তো হলেই কর্মযোগী। কাজকারবার ইত্যাদি - এও হলো কর্মই। নিদ্রাও হলো কর্ম। কর্ম তো করতেই হবে। এই যাত্রায় তোমরা যখন বাবার স্মরণে থাকবে তখন তোমরা দেবতাদের মতো হয়ে যাবে। মন্মনাভবের অর্থই হলো এটা, মামেকম্ স্মরণ করো তাহলেই তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়ে যাবে। দেবতারাও ভারতের মানুষই ছিল। কেবল তাদের চিত্র দেখানো হয় যে তারা এরকম হয়ে ছিল। ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। ভারতেই অনেক মন্দির নির্মাণ করা হয়। এরকম আর কোনো রাজা ইত্যাদিরা নেই, যাদের মন্দির নির্মাণ হয়েছে আর মানুষ বসে থেকে তাদের মহিমা গাইছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ রাম-সীতা সকলের মহিমা গাওয়া হয়। সব থেকে বেশি মহিমা করা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণের তারা ষোল কলা সম্পূর্ণ ছিল আর ওরা ১৪ কলার। এই সমস্ত কথা তোমরা এখন বোঝো আর তোমরা পুনরায় এরকম তৈরি হতে চলেছো। ওনাদেরও কেউ অবশ্যই এরকম বানিয়েছিল। বাবাই সঙ্গমে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বুঝিয়ে দেবতায় পরিণত করে থাকেন। ভারতবাসী দেবতাদের মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে -- আপনারা সর্বগুণ সম্পন্ন....., কিন্তু নিজেদের দেবতা মনে করে না। ভারতের মহারাজা-মহারানী (রাজত্ব করে) ছিলেন। তাদের মধ্যে দৈবীগুণ ছিল, সেইজন্য তাদেরকে দেবতা বলা হত। ছিলেন মানুষই। ক্রাইস্ট, বুদ্ধ প্রভৃতিরও মানুষ ছিল। এই দুনিয়া হলো মানুষেরই। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরও মানুষের তৈরি করে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দির নির্মাণ করে। কিন্তু একথা জানেনা যে তাদের এই রাজত্ব কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে ? তারা এমন গুণবান কিভাবে হয়েছে ? আমরা নিজেদের পাপী নীচ কেন বলি ? এতে তো অনেক ফারাক হয়ে যায়। সকলেই এক দেশ ভারতেরই অধিবাসী, তারাও হলেন মানুষ, আমরাও হলাম মানুষ। কিন্তু তাদের চরিত্র দেবতাদের মতন। আর এই দুনিয়ার মানুষের চরিত্র অসুরের মতন। এই অভ্যাসও হয়ে গেছে। মন্দিরে গিয়ে মহিমা কীর্তন করে। হয় তারাও মানুষ, কিন্তু তাদের থাকে দৈবীগুণ, আমাদের হলো আসুরীয় গুণ। আমরা হলাম অসুর, তারা হলেন দেবতা। বলা হয়ে থাকে, অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এখন দেবতারা থাকে স্বর্গে আর অসুর থাকে নরকে, দেবতারা এখানে কিভাবে আসবে যে লড়াই হবে। নাম হলো দেবতা, তারা লড়াই কিভাবে করবে? দেবতাদের রাজ্যে অসুরদের নাম-নিশান থাকে না। অসুরদের যুগ -- কলিযুগ, পুরনো পৃথিবী। দেবতাদের যুগ -- সত্য যুগ, নতুন পৃথিবী। তাহলে দুয়ের মধ্যে যুদ্ধ কিভাবে হবে? দেবতাদের যুদ্ধ করার দরকার নেই। তারা তো সেখানে রাজ্য করে। বোঝার এবং বোঝানোর মতন বিষয় অত্যন্ত সহজ। আমরা ত্রিমূর্তিও দেখিয়ে থাকি। লক্ষ্মী-নারায়ণকে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা এই রাজ্য দিয়েছেন কিন্তু মানুষ বোঝে না। ভগবান এসে বোঝান যে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করো তাও বোঝে না। যেমন বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ-কে এরকম বানিয়েছেন, তিনি এখন তোমাদেরকেও তৈরি করছেন। তাহলে পুরুষার্থ করে সর্বগুণসম্পন্ন হওয়া উচিত । দেখা উচিত, আমার মধ্যে কি অবগুণ রয়েছে ? দেহ-অভিমান প্রচুর। দেবতারা আত্ম-অভিমানী ছিলেন। সেখানে তারা জানতেন যে আমরা আত্মা এক শরীর পরিভ্যাগ করে দ্বিতীয় ধারণ করি। সেখানে অকাল মৃত্যু হয় না, রোগ-ব্যধি হয় না। সম্পূর্ণ ছিলেন, যেমন রাজা তেমনি প্রজা, সেই জন্য নামই ছিল স্বর্গ। এখানে হলো নরক। কাউকে বলো যে তোমরা হলে নরকবাসী তাহলে বিগড়ে যাবে। তোমরা বোঝাতে পারো যখন ভারত স্বর্গ ছিল তখন লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য ছিল। এ হলো নরক তাই তাদের রাজ্যই নেই। যে দেবতারা পূজ্য ছিলেন তারাই পূজারী হয়েছেন। প্রত্যেকটি বস্তু সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হবে। এমন কোন বস্তুই নেই

যা নতুন থেকে পুরনো হবে না। তোমরা বস্ত্র বদল করে যেতে পারো, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে অনেক মেলা হয়। তোমাদের এই গভীর চিন্তা থাকা উচিত যে মানুষকে এসব বলি যে তাদেরকে বাবা এই রাজ্য ভাগ্য কিভাবে দিয়েছেন। এখন তো কেউ নিজেকে দেবতা বলে না, সকলেই হলো হিন্দু। হিন্দু কোন ধর্ম নয়। হিন্দুধর্ম কে স্থাপন করেছে ? কনফারেন্সে লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র নিয়ে যেতে হবে। এ হলো ফার্স্ট ক্লাস চিত্র। বস্ত্রেতে (মুন্সই) লক্ষ্মীনারায়ণের অতি মনোরম (ফার্স্টক্লাস) মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। অত্যন্ত রমণীয় চিত্র। কারিগর ফার্স্ট ক্লাস (দক্ষ) হলে তখন চিত্রও ফার্স্ট ক্লাস (রমণীয়) তৈরি হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের ঝাঁকি দেখিয়ে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে এনারা কে ? এনারা কিভাবে এই পদ পেয়েছেন ? এনারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছেন। এখন পুনরায় এনারা রাজযোগ শিখছেন ভবিষ্যতের দেবতা হওয়ার জন্য। মূল কথা সঠিকভাবে বোঝাতে হবে। বাচ্চারা মনে করে প্রদর্শনীতে আমরা অনেক ভালোভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু ভবিষ্যতে অত্যন্ত ভালভাবে বোঝাতে হবে। এখন তো পুরুষার্থ অনুসারে বুঝিয়েছে। শুনে অনেকেই, এক কান দিয়ে শুনে অন্য দিয়ে বের করে দেয়। বাবা প্রতিমূহুর্তে বলেন, সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দাও। বাবা স্বর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এই লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র দাঁড় করানো রয়েছে। আমরা এরকম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান। ব্রহ্মাকে ভগবান বলবে না, উনি হলেন রচনা। এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ভাগ্য হেভেনলি গডফাদার (ঈশ্বর) দিয়েছেন -- ব্রহ্মার দ্বারা। এখন শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা রাজ্য স্থাপন করছেন। আমরা বলি শিব ভগবানুবাচ -- ব্রহ্মার দ্বারা। তিনি হলেন আমাদের শিক্ষক। এর উপরেই জোর দিতে হবে - আডম্বরের সঙ্গে। অসংখ্য বি.কে রয়েছে, তাই গর্বের সাথে বলা উচিত যে আমরা বি.কে-রা হলাম শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী। শিববাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে, ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আমাদের দত্তক নিয়েছেন। শিববাবা হলেন তোমাদেরও দাদু। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। কেবল তোমরাই জানো আর উত্তরাধিকার নিচ্ছে। তোমরা জানো না, আমি তোমাদেরকে পরিচয় দিয়ে থাকি। কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে তখন বোঝেনা। নিশ্চয়ই হয় না যে আমরা হলাম বি.কে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। আমাদেরকেও দেবতায় পরিণত করেন। শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। এই ভারত পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলা উচিত। সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন একমাত্র বাবা। ভারত হলো ওনার জন্মভূমি এখন বাবা পুনরায় এসেছেন। জয়ন্তী পালন করা হয় কিন্তু তিনি কবে এবং কার শরীরে আসেন একথা জানে না। অবশ্যই ব্রহ্মার তনে আসবেন, নাহলে রাজ্য ভাগ্য কিভাবে দেবেন ? রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন ? এরকম ক্লিয়ার করে বোঝাতে হবে। তোমরাও বাবার থেকে রাজ্য-ভাগ্য নাও। মহাভারতের যুদ্ধ সামনে উপস্থিত। এখন বাবার থেকে নিজের ভক্তির ফল নাও, আমি তোমাদের রায় দিচ্ছি। আসে অনেকেই। চেহারা মানুষের মতন কিন্তু চরিত্র বাঁদরের মতো।

তোমরা বোঝাও যে আমরা শ্রীমং অনুসারে চলি -- এই যজ্ঞে বিঘ্ন পড়বে। বিষের কারণে অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়। ব্রহ্মাকুমারীদের নিন্দা এইজন্য হয় কারণ বিষ (বিকার) থেকে মুক্ত করে। এরজন্য মারামারি হয়। বাবা বলেছেন কামবিকার হলো মহাশত্রু। এইসময় সকলেই ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সকলেই হলো নরকবাসী। বাবা এসে স্বর্গবাসী করেন। এখন পুরুষার্থ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। ব্রহ্মার দ্বারা ভক্তির ফল দিচ্ছেন। এরকম নিশ্চয় হয়ে গেলে তখন তৎক্ষণাৎ দৌড়াবে। কিন্তু বিরলই কেউ দৌড়ে যায়। তোমাদের অত্যন্ত ভালো ভাবে চিত্র বানানো উচিত। এঁনার সাথে ত্রিমূর্তি, বৃক্ষেরও কানেকশন রয়েছে। অনেক বাচ্চারা অত্যন্ত ভালোভাবে সার্ভিস করে, অন্যেরা আবার ডিস সার্ভিসও করে থাকে। বাবা জানেন এইসমস্ত কিছু হতেই হবে। চাকর-বাকর ইত্যাদি সবই চাই। যদি ব্রাহ্মণ হতে হয় তাহলে শ্রীমং অনুসারে চলো। কাউকে দুঃখ দিও না। বাবার পরিচয় সকলকে দিতে থাকো। বাবা বলেন আমি প্রতিকল্পের সপ্তম যুগে ভারতেই আসি। সকলের সদগতি করি। সকলকেই আমার কাছে আসতে হয়। তোমরা জানো সকলের লিবারেটর (মুক্তিদাতা) এবং গাইড এখানে ভারতেই জন্ম নেন। বাবাকে নাম-রূপ থেকে পৃথক এবং সর্বব্যাপী বলে দেওয়া হয়েছে। ভারতবাসীরাই গ্লানি করে দিয়েছে। তাদেরই তরী ডুবে যায়। ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের হিন্দু বলে থাকে। বাবা সম্মুখে বলেন -- তোমরা ধর্মের কত গ্লানি করেছো। আমারও গ্লানি করেছো। তোমরাই পবিত্র দেবী-দেবতা ছিলে, এখন অপবিত্র হয়ে গেছো। এই দেবী-দেবতারাই ভারতের মালিক ছিল আর ভারত স্বর্গ ছিল। এ তো সকলেই বলে যে এখন কলিযুগ তারপর অবশ্যই চক্র রিপিট হবে। বাবা বলেন -- আমি প্রতিকল্পে দুনিয়াকে নতুন করে দিই। তোমরা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে গিয়ে ট্রাস্টিদের সঙ্গে সাফাং করতে পারো। আজকাল মাতাদের মান-সম্মান কম কারণ অনেক ভিক্ষা গ্রহণকারিনী বেরিয়ে গেছে। তোমরা রাথি বাঁধতে গেলে তখন তারা মনে করবে -- ভিক্ষা চাইতে এসেছো। বলে দেবে ফুরসৎ নেই, ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। শ্বেতবস্ত্রধারীও অনেক বেরিয়েছে। সেইজন্য বাবা বোঝান -- বহুরূপী (সুন্দর বেশবাস করে) হও, টিপটপ হয়ে যাও। মোটরগাড়িতে চড়ে যাও। যুক্তিসহকারে কথা বলো। আমরা শুনেছি, আপনি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নির্মাণ করেছেন, আমরা আপনাকে দর্শন

করতে এসেছি। অবশ্যই আপনার জানা রয়েছে -- ঐনারাই স্বর্গের মহারাজা মহারানী ছিলেন। মন্দির আমাদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে তাই আমাদের মনে হয়েছে নির্মাণকারীর দর্শন করি। আপনি অবশ্যই ঐনাদের জীবন কাহিনী জানেন, আমাদেরও সামান্য পরিচয় দিন। এইভাবে জিজ্ঞাসা করে তাদের যথার্থ কথা শোনানো উচিত। সন্ন্যাসী ইত্যাদিরও তোমাদের থেকেই মুক্তির পথ প্রাপ্ত হবে, তাদেরকেও বোঝাও। তোমরা ব্যতিত তাদেরও কল্যাণ হবে না। তাই এতখানি জ্ঞানের নেশা থাকা উচিত। সার্ভিসে থাকলে নেশাও চড়বে। এইরকম নয় যে সামান্য কথায় অবস্থা টালমাটাল হয়ে যাবে। গাওয়া হয় -- নিন্দা- স্তুতিতে সমান থাকা উচিত। লক্ষ্মীনারায়ণ-কে বাবা কতো স্মরণ করতেন। কেন স্মরণ করবেন না? তাদের মতো তৈরি হচ্ছেন যে ! মানুষ অনেক বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র এমন বানানো হোক যেন দেখে খুশি হয়ে যায়। সারাদিন খেয়াল চলা উচিত -- কীভাবে গিয়ে সার্ভিস করব? সব কিছু যাচাই করে নিয়ে ভাষণ করা উচিত। লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা করা উচিত। এইরকম জায়গায় যাওয়া উচিত যেখানে গণ্যমান্য মানুষদের থেকে আওয়াজ ছড়িয়ে যেতে পারে, তাহলেই ভালো। আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের নেশায় থাকতে হবে। নিন্দা-স্তুতিতে সমান স্থিতি রাখতে হবে। অবস্থা নড়বড়ে হওয়া উচিত নয়।

২) সকলকে বাবার পরিচয় দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রকৃত জীবন কাহিনী শোনাতে হবে। কল্যাণকারী হয়ে সকলের কল্যাণ করে শ্রীমৎ অনুসারে এগিয়ে চলতে হবে।

বরদান:- "আমি" শব্দের স্মৃতির দ্বারা নিজের অরিজিনাল স্বরূপে অবস্থানকারী দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত ভব এক 'আমি' শব্দই উড়িয়ে (উড়তী কলায়) নিয়ে যায় আর এক 'আমি' শব্দই নিচে নিয়ে আসে। 'আমি' বললেই অরিজিনাল নিরাকার স্বরূপ স্মরণে চলে আসে, এটা যেন ন্যাচারাল হয়ে যায়, দেহবোধের আমিশ্ব সমাপ্ত হয়ে যায় তবেই দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ এই 'আমি' শব্দই দেহ অহংকারে নিয়ে এসে কর্ম বন্ধনে বেঁধে দেয়। কিন্তু আমি নিরাকারী আত্মা, যখন এটা স্মৃতিতে থাকে তখন দেহ বোধের থেকে পৃথক হয়ে যাও, তখন কর্মের সম্বন্ধে আসবে, বন্ধনে নয়।

স্লোগান:- নিশ্চিত বিজয় এবং নিশ্চিত স্থিতিকে অনুভব করার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা – বাবার মতো খুদাই খিদমতগার (ঈশ্বরের সহায়তাকারী) হয়ে আসুরি সোসাইটিকে (সমাজ) দৈবী সোসাইটি বানিয়ে তোলার সেবা করো, সার্ভিস করার জন্য ইচ্ছা রাখো"

- *প্রশ্নঃ - কিছু বাচ্চারা পুরানো দুনিয়াকে ভুলেও ভুলতে পারে না, এর কারণ কি?
- *উত্তরঃ - তাদের কর্মবন্ধন ভীষণ জোড়ালো। নতুন দুনিয়ার প্রতি তাদের বুদ্ধিযোগ থাকে না। বুদ্ধি বার-বার পুরানো দুনিয়ার দিকে দৌড়ে বেড়ায়, সেইজন্যই বলা হয় যে এর ভাগ্যে নেই অর্থাৎ এর কর্মই এমন মন্দ।
- *প্রশ্নঃ - কি সেই স্বাদ যা চলে এলে তোমরা সার্ভিস ছাড়া থাকতে পারবে না?
- *উত্তরঃ - ঋমাশীল হওয়ার স্বাদ। যার মধ্যে জ্ঞানের স্বাদ এসে গেছে, সে-ই রহমদিল (ঋমাশীল, করুণাময়) হতে পারে। ঋমাশীল বাচ্চারা কখনও সার্ভিস ছাড়া থাকতে পারে না।
- *গীতঃ- তুমি ভালোবাসার সাগর...

ওম্ শান্তি । এই যে শব্দ গুলি শুনলে তুমি ভালোবাসার সাগর। বাচ্চারা তোমরা জানো এই বাবা সবচাইতে মিষ্টি। বাবাকে যখন স্মরণ কর তখন উত্তরাধিকারের কথাও মনে পড়ে। যার বাবাকে স্মরণ হবে, বাবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হবে অবশ্যই সে খুশি হবে। এমনভেই যখন শিবের মন্দিরে যায় শিবলিঙ্গকেই শিববাবা বলে থাকে। কিন্তু তাদের অগাধ খুশি কেন অনুভব হয়না? ওরা তো শিবলিঙ্গের উপর দুধ, ফুল, ফল ইত্যাদি অর্পণ করে। তোমাদের তো দুধ ইত্যাদি দেওয়ার দরকার নেই। নিরাকার ভগবান, তিনি তো পিতা হন তাইনা। ভক্তের ভগবান তিনি রচয়িতাও। উনিই এই মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেছেন। এটাও গায়ন আছে। ওঁনাকে ভক্তি করতে তোমরা বাচ্চাদের যতটা খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্য কারো কিন্তু ততটা বৃদ্ধি পায় না। ভগবানের নাম শুনলেই তোমরা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠো। বুদ্ধিতে আসে যে বাবার কাছ থেকে আমরা তাঁর ঘরের উত্তরাধিকার এবং তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারও পেয়ে থাকি। বাচ্চা তো বাবার ঘরেই জন্ম নিয়ে থাকে, এর মধ্যে কোনো অদলবদল হতেই পারে না। সম্পত্তি, কারখানা, জমিজমা ইত্যাদি বাইরে এদিক সেদিকে থাকে। যদিও ঘর সম্পত্তির অংশ কিন্তু অন্যান্য সম্পত্তি পরিবর্তন করা যেতে পারে। ঘরকে বলা হয় স্থায়ী সম্পত্তি। প্রপাটিকে বলা হয় অস্থায়ী সম্পত্তি। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এখন বাবার ঘরের মালিক হতে যাচ্ছি, যা কখনোই পরিবর্তন হতে পারে না। সুইট হোম পরিবর্তন হয় না। কিন্তু রাজ্য পরিবর্তন হয়। একটা অস্থায়ী, একটা স্থায়ী। মুক্তিধাম স্থায়ী। এখানে তো অদলবদল হতেই থাকে। তোমরা সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশীয়তে আসো। মুক্তি আর জীবনমুক্তি। তোমরা বাচ্চারা বাবার প্রপাটির মালিক হও। তোমরা জানো বাবার যে স্থায়ী সম্পত্তি আছে তার মালিক সবাই হয়। অবশিষ্ট যে অস্থায়ী সম্পত্তি আছে সেগুলো বাচ্চারা নস্বরানুসারে পেয়ে থাকে। তোমরা সবচেয়ে বেশী এবং ভালো প্রপাটি পাও। তোমরা স্বর্গে রাজত্ব করো। চার যুগে প্রধান হলো ভারতের ব্রাহ্মণ কুল। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের। সবাই তো আর সম্পূর্ণ চক্রে আসেনা। এই ধর্ম থেকে যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট (ধর্মান্তরিত) হয়েছে তারা সব বেড়িয়ে আসবে। খ্রিস্টান ধর্মে, বৌদ্ধ ধর্মে অনেক কনভার্ট হয়ে গেছে তারাও সব আসবে। এইভাবে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছে। এমন একটা সময় আসবে যখন দেখা যাবে, সবাই তাদের আসল ধর্মে ফিরে আসবে। যে কেউ-ই এই জ্ঞান বুঝতে পারবে। এই সৃষ্টি চক্রকে জানা সহজ ব্যাপার। যতই কারো নিরেট মাথা হোক না কেন এইটুকু অন্তত তার বুদ্ধিতে ঢুকবে। এমন নয় যে সৃষ্টি চক্রকে জানলেই সর্বগুণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তা নয়, এটা হচ্ছে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন। ওটা হচ্ছে হৃদের (সীমিত) পড়াশোনা, আর এটা অসীমিত পড়াশোনা। শুধুমাত্র তোমরা জানো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই চক্র কিভাবে ঘোরে অন্যান্য ধর্ম তো পরে আসে। এই নলেজ খুব সহজ। কেউ তো এটা বুঝতে মুশকিল মনে করে, কিন্তু পরে সেই যোগী হয়ে ওঠে। সবাই তাঁকে স্মরণ করে। সৃষ্টি চক্রকে তো জেনেছ কিন্তু সেই অবস্থাও থাকা প্রয়োজন তাইনা। সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার জন্য খুব পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে হয়। এইম অবজেক্ট তো সোজা। বাবা গতকাল রাতেও বুঝিয়েছেন যে তোমরা লিখতে পার যে আমরা ৫ হাজার বছর আগের মতো আবারও রাজযোগ শিখছি। যে কোনো জায়গায় প্রদর্শনী বা প্রজেক্টর দেখানো হলে এই চমকপ্রদ বিষয় অবশ্যই লেখা উচিত যে ৫ হাজার বছর আগের মতো আবারও তোমাদের এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে রাজযোগ শেখার যুক্তি বলে দেওয়া হচ্ছে।

বাবা বলেন ৫ হাজার বছর আগের মতো আবারও শ্রীমত অনুসারে এই পুরুষার্থ করছো তোমরা। ওরা তো বলে থাকে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর। কলিযুগ তো এখনও শিশু অবস্থায় রয়েছে। তোমরা বলে থাকো আমরা ৫ হাজার বছর আগের

মতো আবারও দৈবী স্বরাজ্য পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। সুতরাং মানুষ তো অবাক হবেই এই ভেবে যে এরা কি লিখছে? যদি ওরা বলে যে সত্যযুগ লক্ষ বছর আগে হয়ে গেছে তবে ওদের জিজ্ঞাসা কর দেবতাদের এতো জনসংখ্যা কোথায় আছে! হিন্দুদের জনসংখ্যা কম বেরোয়। কারণ হিন্দুরা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। হিন্দুদের মধ্যেও কত মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাদের শেখ বলা হয়। এমন অসংখ্য মানুষ আছে। কেউ তো নিজেকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের বলে মানতেই চায় না। আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম বলে দেয়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম তো আদি সনাতন ছিল না। তোমরা সংবাদপত্রেও লিখতে পারো, ম্যাগাজিনে নয়। সংবাদপত্র লক্ষ সংখ্যক ছাপানো হয়। তবে হ্যাঁ ওরা অনেক পয়সা নেয়। তোমরা ওদের কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করলে তারা এটা ছাপাতে (প্রিন্ট) পারে। এমনকি চক্রও ছাপাতে পারে। বাবা যে প্রশ্নটি করেছেন গীতার ভগবান কে শ্রীকৃষ্ণ নাকি শিব? এটাও সংবাদপত্রে দিতে পারো। কখনও প্রিন্ট করতে খরচ নেবে, কখনও বা লোন হিসেবে দেবে (টাকা পয়সা পরে নেবে)। ভালো ভালো সংবাদপত্রে প্রকাশ করো, যাতে মানুষের প্রতিদিন পড়তে-পড়তে চোখ খুলে যায়। একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে কেউ পড়লো, কেউ পড়লো না। প্রতিদিন প্রকাশ হলে মানুষের চোখ খুলবে, তারপর এসে জ্ঞানটা বুঝতে চাইবে। পুরুষার্থ করতেও কত পরিশ্রম করতে হয়। অনেক মাযার তুফান আসতে থাকে। এতে পরিশ্রম আছে তাইনা। সংবাদপত্রে ছাপাও, প্রদর্শনী করো। প্রদর্শনী তো একটা গ্রামে হবে, কিন্তু সংবাদপত্র তো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। সারাদিন ভাবনা (সেবার জন্য) চলা উচিত। আলোচনা করতে হবে যে কি কি করা যেতে পারে? কিভাবে সার্ভিসকে আরও বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে? তোমরাই হলে ঈশ্বররের প্রকৃত সহযোগী বাচ্চা। সোসাইটির সার্ভিস করা, এটা সেবা তাইনা। তোমরা বাচ্চারা জানো এসবই হচ্ছে আসুরি সোসাইটি, একে এখন দৈবী সোসাইটি গড়ে তোলার সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার সোসাইটিকে স্বর্গে পৌঁছে দিতে হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার নৌকা ডুবে যাচ্ছে। দুনিয়া প্রথমে স্বর্গ ছিল এখন নরকে পরিণত হয়েছে। ড্রামা অনুসারে এই চক্র ঘুরতেই থাকে তাইনা। যখন দুনিয়া স্বর্গ ছিল তখন নরক ছিল না। এখন কোথায় গেছে? নিচে নেমে গেছে। ড্রামা পুনরায় ঘুরবে। এটা হচ্ছে চৈতন্য ড্রামা। সেকেন্ডে-সেকেন্ডে যে অ্যাক্ট চলছে, সেটা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। অন্যরা কিছুই বুঝতে পারে না। ড্রামাকে বুঝতে পারলে তারপর এটা আর প্রমাণিত হয় না যে এই কল্প লক্ষ বছরের। স্বস্তিকাও সম্পূর্ণ রূপে নির্ভুল, এমনকি স্বস্তিকার পূজাও করে কিন্তু ওরা জানে না আসলে এটা কি! অর্থ কিছুই জানা নেই। সুতরাং এই চক্র সম্পর্কে বোঝাতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র ঘুরতেই থাকে। তোমরা বলে থাকো আমরা মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হয়ে উঠছি। এটা হচ্ছে রাজযোগ। ত্রিমূর্তির চিত্র তো সারাদিন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। শঙ্কর দ্বারা এই আসুরি দুনিয়ার বিনাশ হয়। বুদ্ধিতে শুধু এই বিচার চলা উচিত। খুব খুশিতে থাকা উচিত। বাবা লকেটও তৈরি করেছেন, যার দ্বারা তোমরা সহজ রীতিতে বোঝাতে পারো। ব্যাগেও এই চিত্র লাগিয়ে রাখতে পারো। ত্রিমূর্তি আর চক্রের চিত্র। যদিও লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রে সবকিছু আছে। শ্রীকৃষ্ণেরও আছে, শুধু চক্রের চিত্র নেই। একই চিত্রের মধ্যে সবকিছু কিভাবে দেখানো যাবে, সেইজন্যই আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাবার বুদ্ধি সারাদিন কাজ করে ওরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির এবং শ্রীকৃষ্ণের মন্দির এতো সুন্দর করে তৈরি করেছে, কিন্তু এটা কারো জানা নেই যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাধা-কৃষ্ণ কে? তোমরা এখন কত নলেজ পেয়েছ। কত খুশি হওয়া উচিত। যে কোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা সার্ভিস করতে পারো। শ্রীনাথ দ্বারে গিয়েও তোমরা বোঝাতে পার। যারা মন্দিরের ট্রাস্টী তাদের বোঝাও। কাসকেট (শিববাবার লাইট) নিয়ে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে বোঝালে খুব খুশি হবে। মনে করবে এ যেন ঠিক ভগবানের স্বয়ং রূপ ধারণ করে বোঝাচ্ছে। কিছু-কিছু বাচ্চাদের মধ্যে সার্ভিস করার জন্য খুব আগ্রহ থাকে। কিন্তু তারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যায় না। তোমরা যে কোনো জায়গায় গিয়ে তাদের সাথে দেখা করতে পারো। টাকা পয়সার বিষয় নেই এখানে। প্রথমে তো ওরা মনে করবে হয়তো কিছু নেওয়ার জন্য এসেছে। সার্ভিস করার জন্য অনেক রকম যুক্তি বের করতে হবে। তা না হলে সময় নষ্ট হবে। প্রত্যেককে নিজের অন্তর থেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। অতি ক্ষমাশীল হয়ে অনেকের কল্যাণ করতে হবে। জ্ঞানের স্বাদ না থাকলে ক্ষমাশীল হওয়ার স্বাদ আসে না। নয়তো তোমরা বাচ্চারা খুব ভালো সার্ভিস করতে পার। বাবা তো সার্ভিস করার অনেক যুক্তি বলে দেন। শুনেই দৌড় লাগানো উচিত যদি সময় থাকে। সার্ভিস করার জন্য খুব আগ্রহ থাকা উচিত তবেই তো উচ্চ পদ পাবে। এই ত্রিমূর্তি, চক্রের উপর খুব ভালো সার্ভিস করতে পার। ফরেনার (বিদেশী) কেউ এলেও তাকে বোঝাও। কত সুন্দর এই নলেজ। এই নলেজ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীর। সল্লাসীরা বাইরে যায় ভারতের প্রাচীন রাজযোগ সম্পর্কে নলেজ দিতে, কিন্তু ওরা দিতে পারে না। তোমাদের কাছে সমস্ত তথ্য এবং পরিসংখ্যান রয়েছে কিন্তু বোঝানোর জন্য সাহস চাই। প্রোজেক্টরের উপর তোমরা সব চিত্র দেখিয়ে নলেজ দিতে পারলে আরও ভালো হবে। বিলেতেও প্রোজেক্টরের উপর খুব ভালো নলেজ দিতে পার। ওরা শুনে খুব খুশি হবে। ক্রাইস্ট এখন কোথায় তারপর আবার কবে আসবে? ওরা সব জানতে পারবে। ড্রামার চক্র সম্পর্কে জ্ঞান তো প্রাপ্ত হবে তাইনা। সাথে প্রোজেক্টর থাকলে তার উপর আরও ভালো ভাবে সার্ভিস করতে পারবে। এতে কেউ-ই মানা করতে পারে না। যে কোনো কাউকেই বোঝাতে পার, সমস্ত স্লাইডস্ (ছবি সহ কাঁচের পাত) নিয়ে যাও। ইংরেজিতে

হলে আরও ভালো হবে। পরিশ্রমও করতে হবে এর জন্য। সবারই বুদ্ধিযোগ শিববার সাথে যুক্ত হলে আরও শীঘ্র স্থাপনা হয়ে যাবে। বাবাও ডামার প্ল্যান অনুসারে বুমিয়ে থাকেন। মত দিতে থাকেন। যে জিনিসগুলো নিয়ে যাবে তাকেও পরিণত, বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান হতে হবে। স্লাইডসের অক্ষরগুলো খুব পরিষ্কার হওয়া উচিত যাতে মানুষ পড়তে পারে, হিন্দি এবং ইংরেজি দুটো ভাষাতেই। উর্দু, মাদ্রাজী ভাষাতেও তৈরি করতে হবে। তারপর প্রজেক্টরের উপর যে কোনো জায়গাতেই বোঝানো সহজ হবে। নিজের সমান তৈরি করার জন্য সার্ভিস করতে হবে তবেই ভালো পদ পাওয়ার জন্য আশা করা যেতে পারে। তা না হলে কি পদ পাবে। বেচারা মানুষ খুব দুঃখী। বাবার পরিচয় দিলে খুশি অনুভব হয় তাইনা। কিছু বাচ্চারা বাবাকে কখনও দেখেনি তবুও বাবার কাছে পত্র লেখে বাবা আমি তোমার কাছ থেকে বর্সা (উত্তরাধিকার) নিশ্চয়ই নেব। কত বান্ধেলি (বন্ধনে) আছে, তারাও মুক্ত হতে পারে যখন তোমার পরিচয় জানবে, তোমার প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। নিজের পরিবারকে জেল থেকে মুক্ত করতে হবে। সার্ভিস না করলে কি পদ পাবে। শেষে গিয়ে সব সাক্ষাৎকার হবে। তারপর নিজের কৃতকর্মের কথা সব স্মরণ হবে। বাবা সাক্ষাৎকার করাতেই থাকবেন। বাবার সন্তান হওয়ার পরেও কি কি ডিসসার্ভিস করেছ, তখন অনুশোচনা হবে সেইজন্যই বাবা বোঝান ভালোভাবে সার্ভিস করতে হবে। সার্ভিস করার জন্য বাবার ভালো-ভালো বাচ্চা প্রয়োজন। বিচার করা উচিত যে বাবার সার্ভিসে কিভাবে সহযোগ দেব যাতে আমাদের স্বরাজ্যের স্থাপনা শীঘ্রই হয়ে যায়। সার্ভিস করার জন্য আগ্রহ থাকা উচিত। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের পাথর বুদ্ধি থেকে পারশবুদ্ধি করে তুলতে কত মাথা ঠুকতে হয়। এটা কম বড় কথা নয় সুতরাং বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত যে আমরা বাবার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। কিন্তু গুপ্ত রূপে। কর্মবন্ধনের হিসেব-নিকেশও খুব কড়া, যা পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে দেয়না। ধুলো-ছাইয়ের মধ্যে বুদ্ধি আটকে রাখে। নতুন দুনিয়াতে মন থাকে না, একে বলে কর্ম ফল আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের সমান তৈরি করার সেবা করতে হবে। এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয় যাতে দন্ড ভোগ করতে হবে। অতিব মিষ্টি ভাষী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) বাবা আমাদেরকে চল আর অচল (মুক্তি আর জীবনমুক্তি) প্রপাটির মালিক বানান – এই খুশি আর নেশায় থাকতে হবে।

বরদানঃ:- বাণীর সাথে বৃত্তি দ্বারা আত্মিক ভাইব্রেশন ছড়ানোর সেবা প্রদানকারী ডবল সেবাধারী ভব যেমন বাণী দ্বারা সেবা করে তেমনই বাণীর সাথে বৃত্তি দ্বারা সেবা করলে অতি দ্রুত সেবা হবে। কেননা কথা তো অনেক সময় ভুলে যাও কিন্তু ভাইব্রেশনের রূপে মন আর বুদ্ধিতে ছাপ পড়ে যায়। সুতরাং এই সেবা করার জন্য বৃত্তিতে কারো প্রতি যেন ব্যর্থ ভাইব্রেশন না থাকে। ব্যর্থ ভাইব্রেশন আত্মিক ভাইব্রেশনের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্যই মন-বুদ্ধিকে ব্যর্থ ভাইব্রেশন থেকে মুক্ত রাখো - তবেই ডবল সেবা করতে পারবে।

স্লোগানঃ:- ফরিয়াদ (অভিযোগ) করার পরিবর্তে স্মরণে থাকলে সর্ব অধিকার প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে শ্রীমতের উপর সম্পূর্ণ মনোসংযোগ দিতে হবে, বাবার নির্দেশ হল বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো আর জ্ঞান ধারণ করে অন্যদের সেবা করো”

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের উল্লিতির জন্য বাবা খুব ভালো কি রায় দিয়েছেন?
- *উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের হিসেবপত্র (পোতামেল) রাখো। অমৃতবেলায় ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করো। বাধ্য হয়ে স্মরণে বসবে না। শ্রীমৎ অনুসারে দেহী-অভিমানী হয়ে সম্পূর্ণ দয়াবান হও তাহলে খুব ভালো উল্লিতি হতে থাকবে।
- *প্রশ্নঃ - স্মরণে বিদ্ব হয়ে দাঁড়ায় কী?
- *উত্তরঃ - পাস্টে যে যে বিকর্ম হয়েছে, সে'সবই স্মরণে বসার সময় বিদ্ব রূপ হয়ে দাঁড়ায়। বাচ্চারা তোমরা স্মরণে বাবাকে আহ্বান করে থাকো, মায়া ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তোমরা স্মরণের চার্ট রাখো, পরিশ্রম করো তাহলে মালাতে গাঁথা হয়ে যাবে।
- *গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর, তোমার এক বিন্দুর পিয়াসী মোরা...

ওম্ শান্তি । এখানে যখন বসো তখন বাবার স্মরণে থেকে বসতে হবে। অনেক বাচ্চাকেই মায়া স্মরণ করতে দেয় না - কেননা তাদের মধ্যে দেহ-অভিমান আছে। কারো আত্মীয় পরিজন, কারো খাদ্য পানীয় ইত্যাদি স্মরণে আসতে থাকে। এখানে যখন এসে বসবে তখন বাবাকে আহ্বান করবে। যেমন যখন লক্ষ্মী পূজা হয়, তখন লক্ষ্মীকে আহ্বান করে। লক্ষ্মী আসে না। এখানেও বলা হয়ে থাকে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো বা আহ্বান করো, কথা একই। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। অনেকেরই ধারণা হয় না কেননা অনেক বিকর্ম জমা হয়ে আছে। বাবাকেও স্মরণ করতে পারে না। যত যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই বিকর্মজিৎ, নিরোগী হবে। খুবই সহজ ব্যাপার। কিন্তু মায়া অথবা পাস্টের বিকর্ম সামনে আসে যা স্মরণ করার ক্ষেত্রে বিদ্ব ঘটায়। বাবা বলেন, তোমরাই অর্ধেক কল্প অযথার্থ রীতিতে স্মরণ করেছো। এখন তো তোমরা প্র্যাক্টিকালে আহ্বান করছো কেননা তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন। কিন্তু এই স্মরণের অভ্যাস পাক্সা হওয়া চাই। তোমাদেরকে এভার নিরোগী হওয়ার জন্য অবিনাশী সার্জেন ঔষধী দিচ্ছেন যে - আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমার সাথে এসে মিলন করতে পারবে। আমার দ্বারা আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা আমার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে। বাবাকে আর সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে। যেখানে যেতে হবে, সেটা বুদ্ধিতে থাকে। বাবা সেখান থেকে এসে সত্যিকারের পয়গাম দিচ্ছেন। আর কেউ পয়গাম বা ঈশ্বরীয় বার্তা দিতে পারে না। তারা তো এখানে (সৃষ্টি রূপী) স্টেজে ভূমিকা পালন করতে আসে আর ঈশ্বরকে ভুলে যায়। লক্ষ্মী নারায়ণ যখন এখানে আসেন তখন তারা ঈশ্বরকে ভুলে যান। তাদেরকেও পয়গাম্বর (বার্তাবাহক) বলা যায় না। এটা তো সাধারণ মানুষ নাম দিয়েছে। তারা আসেন ভূমিকা পালন করার জন্য। তারা স্মরণ কিভাবে করবে? তাদেরকে ভূমিকা পালন করতে করতে পতিত হতেই হয়, পুনরায় অস্ত্রে পতিত থেকে পাবন হতে হবে। সেটাও তো বাবা-ই এসে পাবন বানান। বাবাকে স্মরণ করেই পাবন হতে হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা, আমার কাছে পাবন বানানোর একটাই উপায় আছে। দেহের সাথে যাকিছু দেহের সম্বন্ধ আছে সে'সব কিছুকে ভুলে যেতে হবে। তোমরা জানো যে আমি আত্মাকে বাবাকে স্মরণ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছো। এই নির্দেশ পালনকারীকে আন্তা পালনকারী (ফরমানবরদার) বলা হয়। যে কম স্মরণ করে, সে কম আন্তা পালনকারী। আন্তা পালনকারী যে হবে সে উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। বাবার একটি ফরমান হল -

স্মরণ করো, দ্বিতীয় হল জ্ঞান ধারণ করো। স্মরণ না করলে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো, তবে অনেক ধন প্রাপ্ত হবে। ভগবানুবাচ, আমার দ্বারা আমাকেও জানো আর সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তকেও জানো। এই দুটি কথা হল মুখ্য যেটার প্রতি মনযোগ দিতে হবে। শ্রীমতের প্রতি সম্পূর্ণ মনযোগ দিলে উচ্চপদ পাবে। এর সাথে দয়াবানও হতে হবে, সবাইকে রাস্তা বলে দিতে হবে, সকলের কল্যাণ করতে হবে। আত্মীয় পরিজনকেও সত্যিকারের যাত্রাতে নিয়ে যাওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে। লৌকিক জগতে হল দৈহিক যাত্রা, এটা হল আত্মিক যাত্রা। এই স্পীরিচুয়াল নলেজ কারো কাছে নেই। সেসব হল শাস্ত্রের ফিলোসোফি। এ হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সুপ্রীম রুহ (পরমাত্মা) এই নলেজ দিয়ে থাকেন আত্মাদেরকে। আত্মাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অমৃতবেলায় যখন এসে (বাচ্চারা) বসে, কেউ কেউ তো বসতে হয় বলে অমৃতবেলায় এসে বসে। তাদের তো নিজের উল্লিতির বিষয়ে কোনও চিন্তাই নেই। বাচ্চাদের মধ্যে

দেহ-অভিমান অনেক আছে। দেহী-অভিমानी হলে তবেই দয়াবান হয়ে শ্রীমতে চলতে পারবে।

বাবা বলেন নিজেদের চার্ট লেখো - কতটা সময় স্মরণ করো? আগেও তোমরা চার্ট রাখতে। আচ্ছা বাবাকে যদি নাও পাঠাও, কিন্তু নিজের কাছে রাখো। নিজের চেহারা (অন্তঃকরণ) দেখতে হবে। আমি কি লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি? ব্যবসায়ীরা নিজেদের সারাদিনের হিসেব লিখে রাখে। কেউ কেউ সারাদিনের দৈনন্দিন চার্টও লিখে রাখে। লেখার শখ থাকে। এই বাবা খুব সুন্দর রায় দিচ্ছেন যে নিজের হিসেব নিকেশ লিখে রাখো। কতটা সময় স্মরণ করেছে? কতটা সময় কাউকে বুঝিয়েছো? এইরকম চার্ট রাখলে তবে অনেক উন্নতি হয়ে যাবে। বাবা মাঝ্মাকে তো লিখতে হবে না। যে মালার দানা হবে তাদেরকে অনেক পুরুস্বার্থ করতে হবে, বাবা বলছেন ব্রাহ্মণদের মালা এখন তৈরী হবে না, অন্তিম সময়ে হবে, যখন রুদ্রের মালা হবে। ব্রাহ্মণদের মালা তো পরিবর্তন হতে থাকে। আজ ৩-৪ নম্বরে আছে, কাল লাস্ট ১৬১০৮ এ চলে যায়। কেউ পড়ে গেলে তো একদমই দুর্গতি প্রাপ্ত করে। মালা থেকে দূরে চলে যায়, সেখানে প্রজাদের মধ্যেও চন্ডাল হয়ে জন্ম নেয়। যদি মালাতে আসতে হয় তাহলে পরিশ্রম করো। বাবা সকলের জন্য খুব ভালো রায় দিচ্ছেন। যদি বাক শক্তিহীন (বোবা) হও তাহলে ঈশারায় বাবাকে স্মরণ করতে বলো। অন্ধ, পঙ্গু যেরকমই হও - সুস্বাস্থ্যদের অধিকারীদের থেকেও উঁচু পদ পেতে পারো। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি গাওয়া হয়ে থাকে। বাবার হলে আর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে গেল। সেখানেও নম্বরের ক্রমানুসারে পদ আছে। বাচ্চার জন্ম হলো, উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেল। এখানে তোমরা সবাই হলে পুত্র সন্তান। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। সবকিছুই পুরুস্বার্থের উপর নির্ভরশীল। বাচ্চার আবার বলে কল্প পূর্বেও হার হয়েছিল। এটা হল বস্ত্রিং তাই না। পান্ডবদের ছিল মায়া রাবণের সাথে যুদ্ধ। কেউ তো পুরুস্বার্থ করে বিশ্বের মালিক ডবল মুকুটধারী হয়ে যায়। কেউ আবার প্রজার মধ্যেও চাকর বাকর হয়। সবাই এখানে ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ছে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রথম দিকের মালার দানার প্রতি অ্যাটেনশান যাবে। ৮ দানা কিভাবে চলছে। পুরুস্বার্থ দেখে বোঝা যায়। এমন নয় যে তিনি হলেন অন্তর্যামী, সকলের হৃদয়ে কি চলছে, তা জানেন। না, তিনি হলেন জানী-জাননহার অর্থাৎ নলেজফুল। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানেন। এছাড়া প্রত্যেকের হৃদয়কে খোঁড়াই রীড করবো! আমাকে খট রীডার মনে করে। বাস্তবে আমি হলাম জানী-জাননহার অর্থাৎ নলেজফুল। আমার কাছে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে। এই চক্রের পুনরাবৃত্তি কিভাবে হয়। আমি সেই রিপটিশনের রহস্যটা জানি। সেই সব রহস্য বাচ্চার তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। প্রত্যেকে বুঝতে পারবে যে পরমাশ্রা কে এবং তিনি কি সেবা করেন! এছাড়া বাবা প্রত্যেকের হৃদয়কে জানার কারবার করেন না। তিনি হলেন চৈতন্য মনুষ্য সৃষ্টির বীজ, নলেজ ফুল। জানী-জাননহার শব্দটি অনেক পুরানো। আমি যে নলেজ জানি সেটাই তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, এছাড়া তোমরা কি কি করছো, সারাদিন বসে বসে সেসব দেখবো কী? আমি তো সহজ রাজযোগের জ্ঞান শেখাতে আসি। বাবা বলছেন বাচ্চা তো অনেক আছে, বাচ্চারাই পত্র ইত্যাদি লেখে আর আমিও বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই। তারপর সে নিজের ছেলে নাকি সং ছেলে - সেটাও আমি বুঝতে পারি। প্রত্যেকেই পড়াশোনা করছে। শ্রীমত অনুসারে সবাইকে ভূমিকা পালন করতে আসতেই হবে। কল্যাণকারী হতে হবে।

তোমরা জানো যে বৃহস্পতিবারকে বৃক্ষপতি ডে-ও বলা হয়। সোমনাথও হলেন বৃক্ষপতি, শিবও হলেন বৃক্ষপতি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে গুরুবার (বৃহস্পতিবার) স্কুলে ভর্তি করে। গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। তোমাদেরকে সোমনাথ বাবা পড়াচ্ছেন। রুদ্রও সোমনাথকেই বলা হয়। বলা হয় যে শিববাবা রুদ্র জ্ঞান যন্ত রচনা করেছেন। এই একটাই যন্ত হয়, যেখানে সমগ্র পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী স্বাহা হয়ে যায়। পঞ্চ তন্ত্রও উখাল-পাতাল করে। সব এই যন্তে স্বাহা হয়ে যাবে। মহাভারতের যুদ্ধ সম্মুখেই অপেক্ষারত। এরা সবাই শান্তির জন্য যন্ত রচনা করে, কিন্তু মেটারিয়াল যন্তের দ্বারা শান্তিলাভ সম্ভব নয়। এই যন্তের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়। এই ব্রষ্টাচারী দুনিয়া এই যন্তে স্বাহা হয়ে যাবে। বাচ্চাদেরকে এইসব দেখতে হবে। দেখার জন্য বাচ্চাদেরকে মহাবীর হতে হবে। সাধারণ মানুষ তো হয়-হয় করবে। তোমাদের জন্যই লেখা হয়েছে - শিকার মরলে শিকারীর লাভ (মিরুয়া মং মলুকা শিকার/ কারো পৌষ মাস কারে সর্বনাশ) সত্যযুগে খুব কম মানুষ ছিল, একটাই ধর্ম ছিল। এখন কলিযুগের অন্তে দেখো কত জনসংখ্যা? কত ধর্ম হয়ে গেছে? এইসব ধর্ম কতদিন পর্যন্ত চলবে? সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। তাহলে সত্যযুগের স্থাপনা কে করবেন? রচয়িতা বাবা-ই করবেন। কলিযুগের বিনাশও অদূরে উপস্থিত। তোমরা ভুলে গিয়েছিলে যে গীতার ভগবান কে? ভগবান স্বর্গ স্থাপনা করেছেন, এতে লড়াই এর কোনও কথা নেই। তিনি তোমাদেরকে মাঝাকে জয় করতে শিখিয়েছেন। এই রহস্যকে না জানার কারণে তারা অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে। সেটা তো হয় না। বাচ্চার, বাবার দ্বারা তোমরা যে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের নলেজ পেয়েছো, এই স্বদর্শন চক্র তোমাদেরকে ঘোরাতে হবে। বাবা আর রচনাকে স্মরণ করতে হবে। কতইনা সহজ কথা।

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর... আজ বাবা লিখেছেন, তুমি হলে ওশান অফ নলেজ (জ্ঞানের সাগর), ওশান অফ রিসও (আনন্দের সাগর) লিখে থাকো, এছাড়াও প্রেমের সাগরও অবশ্যই লিখতে হবে। বাবার মহিমা অনেক, কিন্তু সর্বব্যাপী বলে দেওয়ার কারণে বাবার মহিমা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্যও লিখেছে- ১৬১০৮ রানী ছিল... জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীকৃষ্ণকে দোলনায় দোলায়। কিন্তু কারোরই জানা নেই যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনারায়ণ হন। রাধা লক্ষ্মী হন। লক্ষ্মীই আবার জগদম্বা হন, এটা কেউ জানে না। এখন বাবা বলছেন, আমাকে আমার দ্বারা জানলে তোমরা সব কিছু জেনে যাবে। কিন্তু যে দেহী-অভিমানী থাকে না, তার ধারণাও হয় না। অর্ধেক কল্প তো দেহ-অভিমান চলেছে। সত্যযুগেও পরমাত্মার জ্ঞান থাকবে না। এখানে ভূমিকা পালন করতে আসে আর পরমাত্মাকে ভুলে যায়। এটা তো বুঝতে পারে যে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। কিন্তু সেখানে দুঃখের কোনো নামই নেই। এ হল পরমাত্মার মহিমা - জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর... একটি ফোঁটা (একটি ফোঁটার জন্য পিপাসার্ত) হলো মন্মনা ভব, মধ্যাজী ভব। তাঁর সাথে মিলন করে আমরা বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে চলে যাই। স্বর্গে ঘী-দুধের নদী প্রবাহিত হয়। এই সব হল মহিমা। ঘী-দুধের নদী থোড়াই কখনো হতে পারে! এটাও তোমরা জানো যে স্বর্গ কাকে বলা হয়। যদিও আজমীরে মডেল (স্বর্গের) আছে কিন্তু জানেনা কিছুই। তোমরা কাউকে বোঝালে তো সে ঝট করে বুঝে যাবে। এছাড়া এই রাস-বিলাস তো হল খেলাধুলা। যেরকম বাবার কাছে আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে, তো বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেও ঘুরতে থাকা চাই। বাবার মহিমা অ্যাক্যুরেট শোনাতে হবে। তাঁর মহিমা হল অপরমঅপার। সবাই একইরকম হতে পারে না। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। পোপেরও যদি ড্রামা অনুসারে পার্ট থাকে তো সে ভূমিকা পালন করতে আসবে। যদি অন্য কেউ হয় তো পরে বুঝতে পারবে। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে যেসব দেখিয়েছিলাম সেসব এই চোখ দিয়ে দেখবে। বাচ্চারা বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার করেছে। প্র্যাক্টিক্যালও সেখানে যাবে। তারপর সাক্ষাৎকারের পার্ট বন্ধ হয়ে যাবে। সত্যযুগ ত্রেতাতে না সাক্ষাৎকার হবে আর না ভক্তি থাকবে। পুনরায় ভক্তি মার্গ থেকে এসব কথা শুরু হয়ে যাবে। কতো ভালো ভালো কথা বাবা বোঝাচ্ছেন। যা বাচ্চাদের আবার অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। ভাই-বোনেরা এসে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নাও। শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে তাঁর মহিমা প্রায় লুপ্ত করে দিয়েছে আর অবমাননা করেছে। বাচ্চারা তোমরা বাবার মহিমাকে যথার্থ রূপে জেনে গেছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রীমত অনুসারে প্রতিটি অ্যাক্ট করতে হবে। কল্যাণকারী, দয়াবান হয়ে সকলের সেবা করতে হবে।

২) স্মরণে থাকার অভ্যাস পাক্ষা করতে হবে। স্মরণ করার সময় কোনও আত্মীয় পরিজন, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি স্মরণে না আসে সে বিষয়ে অ্যাটেনশন থাকতে হবে। স্মরণের চার্ট রাখতে হবে।

বরদান:- নলেজফুল হয়ে ব্যর্থকে বুঝে, দূর করে এবং পরিবর্তন করে ন্যাচারাল যোগী ভব ন্যাচারাল যোগী হওয়ার জন্য মন আর বুদ্ধিকে ব্যর্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখো। এরজন্য নলেজফুলের সাথে সাথে পাওয়ারফুল হও। যদিও নলেজের আধারে বুঝতে পারো যে এটা হল ভুল, বা এটা হল ঠিক, এ এইরকম। কিন্তু অন্তরে সেটাকে গ্রহণ ক'রো না। জ্ঞান অর্থাৎ বোধ আর বুদ্ধিমান তাকে বলা হবে যে বুঝতেও পারবে, তার সমাধানও করতে পারবে আর পরিবর্তনও করতে পারবে। তো যখন ব্যর্থ বৃত্তি, ব্যর্থ ভাইব্রেশন স্বাধা করবে তখন বলা হবে ন্যাচারাল যোগী।

স্নোগান:- ব্যর্থের বিষয়ে উদাসীন থাকো, মর্যাদার বিষয়ে নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - অবগুণ গুলি দূর করে স্বচ্ছ হৃদয়বান হও, সততা আর পবিত্রতার গুণ ধারণ করো তবে সেবায় সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে”

*প্রশ্নঃ - তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কর্মাজীত অবস্থা কবে এবং কীভাবে হবে?

*উত্তরঃ - যখন যুদ্ধের সব উপাদান পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে তখন তোমাদের সকলের কর্মাজীত অবস্থা হবে নব্বয়ক্রম অনুসারে হয়ে যাবে। এখন রেস চলছে। কর্মাজীত হওয়ার জন্য পুরানো দুনিয়া থেকে বুদ্ধি বেরিয়ে যাওয়া উচিত। শিববাবা, যাঁর কাছে ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে, সম্পূর্ণ পবিত্র হও।

*গীতঃ- চেহারা দেখেনে রে প্রাণী....

ওম্ শান্তি। যখন অসীম জগতের পিতা এসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং বাচ্চারাও বাবাকে চিনেছে, এখন প্রত্যেকে অনুভব করে যে, আমরা কতখানি পাপ আত্মা ছিলাম আর এখন কতখানি পুণ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছি। যত যত শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলবে ততই অবশ্যই বাবাকে ফলো করবে। বাচ্চাদের সম্মুখে এক তো এই চিত্র আছে আর তার সাথে দিলওয়ারা মন্দিরও হল সম্পূর্ণ স্মরণিকা। গীতও গায় দূরদেশের নিবাসী... এখন পরের দেশে, পতিত দেহে এসেছেন। বাবা নিজেই বলেন এ হল পরের দেশ। পরের অর্থাৎ কার দেশ? রাবণের। তোমরাও পরের দেশে বা রাবণরাজ্যে আছো। ভারতবাসী প্রথমে রামরাজ্যে বাস করতো। এই সময়ে পরের দেশে অর্থাৎ রাবণের রাজ্যে আছো। শিববাবা তো বিচার সাগর মন্থন করেন না। ব্রহ্মাবাবা বিচার সাগর মন্থন করে বোঝান যে, এই যে জৈন ধর্মের লোকেরা রয়েছে, তাদের হলো এই দিলওয়ারা টেম্পল। যারা এক সময় চৈতন্যে ছিলেন, তাদেরই জড় স্মরণিক হলো এই মন্দির। আদি দেব আদি দেবী বসে আছেন। উপরে রয়েছে স্বর্গ। এখন তাদের ভক্তরা যারা আছে তারা যদি এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে তবে ভালো ভাবে বুঝতে পারবে যে অবশ্যই নীচে দেখানো হয়েছে যে রাজ যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করছে। উপরেও প্রবৃত্তি মার্গ, নীচেও প্রবৃত্তি মার্গ। কুমারী কন্যা, অধর কন্যার চিত্রও আছে। অধর কুমার এবং কুমারও রয়েছে। অতএব মন্দিরে আদি দেব ব্রহ্মা বসে আছেন এবং বাচ্চারাও বসে আছে। এখন তোমরা বুঝেছো যে ব্রহ্মা সরস্বতীই হন রাধে-কৃষ্ণ। ব্রহ্মার আত্মার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। এ'হল পিতা ও সন্তানদের স্মরণিক। এমন তো নয় যে হাজার হাজার লাখ লাখ চিত্র রাখবে। মডেলে অল্প চিত্র রাখা হয়। এ'হল জড় আয় আমাদের হলো চৈতন্য। যারা কল্প পূর্বে ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিল, তাদেরই স্মরণিক। জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা এবং তাদের সন্তান। মেজরিটি মাতা হওয়ার জন্য বি.কে.নাম লেখা হয়েছে। মন্দিরের কুমারী কন্যা এবং অধর দেবী রয়েছে। ভিতরে প্রবেশ করলে হাতির পিঠে পুরুষের চিত্র আছে। এই সব কথা তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো।

তোমরা এখন স্বচ্ছ হৃদয়বান হও। আত্মা থেকে অবগুণ গুলি দূর করছো। তোমাদের মাম্মা যখন কাউকে বোঝাতেন তখন তাদের জ্ঞানের তীর লেগে যেতো। ঔঁনার মধ্যে সততা, পবিত্রতা ছিল। ছিলেনও কুমারী। মাম্মার নাম প্রথমে আসে। প্রথমে লক্ষ্মী পরে নারায়ণ। এখন বাবা বলেন মাম্মার মতন গুণ ধারণ করো। অবগুণ গুলি দূর করে দাও। দূর না করলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। সুসন্তানদের কাজ হল প্রত্যেকটি কথা বুঝে নেওয়া। প্রথমে তোমরা অবুঝ ছিলে। এখন বাবা বোধযুক্ত (সমঝদার) বানাচ্ছেন। অজ্ঞানকালে বাচ্চারা খারাপ কর্মের দ্বারা পিতার নাম দুর্নাম করে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। ব্রহ্মাকুমার কুমারীর পরিচয় পেয়ে ঈশ্বর পিতার নাম খারাপ করলে তাদের কীরূপ অবস্থা হবে। এমন কাজ কেনই বা করবে যাতে পদ ভ্রষ্ট হয় এবং অনেকের ক্ষতি হয়। তাই বাবা বুঝিয়েছেন দূরদেশ থেকে এসেছি পরের দেশে। পুনরায় রাবণের রাজ্য শুরু হয় দ্বাপর থেকে। ভক্তিও দ্বাপর থেকে শুরু হয়, এই সময় সবারই হলো তমোপ্রধান, জরাজীর্ণ অবস্থা। এ'হল অসীম জগতের পুরানো বৃক্ষ। অসীম জগতের জ্ঞান কেউ প্রদান করতে পারে না। অসীম জগতের সন্ধ্যাস কেউ করাতে পারে না। তারা জাগতিক দুনিয়ার সন্ধ্যাস করায়। অসীম জগতের পিতা অসীমের পুরানো দুনিয়ার সন্ধ্যাস করান। আত্মাদের বোঝান, হে বাচ্চারা, এই হল পুরানো দুনিয়া। তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধ সামনে উপস্থিত। বিনাশ অবশ্যই হতে হবে, তাই অসীম জগতের পিতা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। হে আত্মারা শুনতে পাও? আমরা আত্মা, পরমাত্মা পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। যতক্ষণ না এই কথাটি পাক্কা নিশ্চয় হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই বুঝবে না। প্রথমে এই কথাটি নিশ্চয় হোক যে আমরা আত্মা, আমরা অবিনাশী। আমরা

অশরীরী আত্মা, দেহে এসে প্রবেশ করি। নাহলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে কীভাবে। যেমন আত্মারা পরমধাম থেকে এসে দেহে প্রবেশ করে তেমনই পরম পিতা পরমাত্মাও এই দেহে প্রবেশ করে বলেন - তোমরা আমার সন্তান। আমি সাগর, তোমরা আমার সন্তান জ্বলে পুড়ে শেষ হয়েছে। এখন আমি এসেছি তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যারা অতিরিক্ত বিকার গ্রস্ত হয় তাদেরকে পতিত ব্রষ্টাচারী বলা হয়। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হল বিকারী তাই ড্রামা প্ল্যান অনুসারে আমি রাবণের দেশে এসেছি। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এসেছিলাম। প্রতি কল্পে আসি এবং আসি সঙ্গম যুগে। বাচ্চাদেরকে মুক্তি, জীবনমুক্তি প্রদান করতে আসি। সত্যযুগে হল জীবনমুক্তি। বাকিরা সবাই মুক্তিতে থাকে। তবুও এত সংখ্যায় যে আত্মারা আছে তাদের কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? বাবাকেই লিভ্রেটর এবং গাইড বলা হয়। বাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদেরকে ভক্তির ফল প্রদান করেন। তোমরাই পূজারী থেকে পূজ্য স্বরূপে পরিণত হও। বাবা অন্য কোনো কষ্ট দেন না। দিলওয়ারা মন্দিরে চিত্রগুলি যথাযথ। বাচ্চারা যোগে বসে আছে, তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন কে? পরম পিতা পরমাত্মারও চিত্র আছে। শিববাবা, ব্রহ্মার দ্বারা সত্যযুগের স্থাপনা করেন। এখানেও চিত্রে দেখা বৃক্ষের নীচে তপস্যা করছেন। ব্রহ্মা, সরস্বতীরও মাতা। গায়নও আছে স্বমেব মাতাশ্চ পিতা...নিরাকারকে কীভাবে বলা হবে। এনার মধ্যে উনি প্রবেশ করেছেন (ব্রহ্মার দেহে শিববাবা প্রবেশ করেছেন) সুতরাং ব্রহ্মা হলেন মাতা, তাইনা। সন্ধ্যাসীরা তো হলেন নিবৃত্তি মার্গের - নিজের মুখে বলেন যে এরা আমাদের ফলোয়ার্স। তারাও বলে আমরা ফলোয়ার্স। এখানে তো মাতা পিতা দুইজনেই আছেন, তাই জন্য বলা হয় স্বমেব মাতাশ্চ পিতা বন্ধুও তিনি। যার মধ্যে প্রবেশ করেন তিনিও পড়েন, তার সঙ্গে সখা অর্থাৎ বন্ধুও হয়ে যান। শিববাবা বলেন আমি ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করি। তোমরা রাজ যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত কর। শিববাবার নিজস্ব দেহ তো নেই। সেখানে মন্দিরে লিঙ্গ রূপ রাখা আছে। দিলওয়াডা কথাটির অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। অধর কুমারী, কুমারী কন্যারাও আছে, শিক্ষা প্রদানকারী শিবেরও চিত্র আছে। স্বর্গের মালিক করেন অবশ্যই যোগ্য শিক্ষক চাই। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের কথা নেই। যেখানে ব্রহ্মা বসে আছেন - সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আসবেন কীভাবে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা তো তপস্যা রত, সুন্দর হওয়ার জন্য। এখন তিনি শ্যাম বর্ণে আছেন। উপরে বৈকুণ্ঠের সুন্দর চিত্র আছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রা পরে দেবতায় পরিণত হবে। তোমাদেরকে এমন বানাতে পারেন একমাত্র সর্বোচ্চ পিতা। অতএব এই দিলওয়াডা মন্দিরটিও হল সর্বোচ্চ।

তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান তো সবাইকে প্রদান করো কিন্তু অনেকে ভাবে যে জ্ঞানে এসে স্বামী স্ত্রী একত্রে থেকে পবিত্র রূপে বাস করে - এ' তো অনেক বড় শক্তি। কিন্তু এই কথা বোঝে না যে, এ'হল সর্বশক্তিমান পিতার শক্তি। বাবা দেখো স্বর্গের বিষয়ে কেমন প্রলুব্ধ করেন। বাচ্চারা পবিত্র হও তবেই স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। মায়ার ঝড় তো অনেক আসবে। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা কতখানি ফাস্ট ক্লাস ছিলে। তোমাদের কি হয়েছে? বাবা শীঘ্র বলে দেবেন, এই সময় ব্রাহ্মণদের মালায় নম্বরক্রম অনুসারে কারা কারা আছে। কিন্তু সকলে স্থির থাকবে না। উপার্জনে দশা লেগে যায় তাইনা। কারো রাহুর দশা লাগলে তখন ত্যাগ করে চলে যায় পুরানো দুনিয়ায়। তারা বলে আমাদের দ্বারা এত পরিশ্রম হবে না। বাবাকে স্মরণ করতে পারি না। না- বললেই তারা নাস্তিক (ঐশ্বরে অবিশ্বাসী) হয়ে যায়। দশা গুলি আবর্তিত হয়। মায়ার ঝড়ে ঢিলে হয়ে যায়। যদি ভাগ্যি হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছে। এখানে আসে - সুন্দর হতে। তোমরা ব্রাহ্মণ কুলের আত্মারা শ্যাম বর্ণ থেকে সুন্দর হচ্ছে। এখানে খুব উপার্জন আছে। বাচ্চারা জানে মাম্মা বাবা, লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। বাচ্চারা বলে বাবা আমরাও আপনার মতন পুরুষার্থ করে অবশ্যই সিংহাসনাসীন হবো। উত্তরাধিকারী হবো। কিন্তু গ্রহের দশা লেগে যায়। আচরণও ভালো থাকা উচিত। তোমাদের কর্তব্য হল ঘরে-ঘরে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে শিববাবাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। বিনাশ সামনে রয়েছে - তোমরা নিমন্ত্রণ দিয়েছো। তোমাদের দিন দিন বৃদ্ধি হতে থাকবে। সেন্টার খুলতে থাকবে। এই বিশাল ভবনও ছোট পড়ে যাবে। ভবিষ্যতে অনেক ভবন প্রয়োজন হবে। ড্রামায় যারা আসবে তাদের জন্য ব্যবস্থাও করে রাখতে হবে। বাচ্চারা নিজেদের জন্য সবকিছু করছে। তাই বাচ্চাদের অসীম জগতের খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত। কিন্তু মায়া ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধিযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এখন মালা তৈরি হবে না - অন্তিম কালে রুদ্র মালা তৈরি হবে, পরে বিষ্ণুর মালা তৈরি হবে। বাবা ভালো ভাবে বোঝান। অম্মার মন্দিরের সামনেও নিজের সেন্টার থাকা উচিত যাতে সবাইকে বোঝানো যায়, এখন উনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। সেখানেও ভীড় লেগে যাবে। তোমরা শুধু কাজ করো, ধন এসে যাবে। ড্রামায় প্রথম থেকে নির্ধারিত রয়েছে। তোমরা ১০-টা সেন্টারও খোলো না কেন, বাবা গ্রাহক দেবেন। কিন্তু সেন্টার খুলতেই পারে না। কলকাতার মতো শহর গুলিতে তো অনেক সেন্টার খুলে যাওয়ার কথা। বাচ্চারা সাহস করলে বাবার সাহায্য অবশ্যই প্রাপ্ত হবে (হিন্মতে বাচ্চা মদদে বাপ), আত্মাদের টাচিং করে দেবেন। কাজ তোমাদের করতে হবে। বহরুপীর সন্তান তোমরা, বহরুপ ধারণ করে এই সার্ভিস করতে পারো। যেখানেই যাও এই সেবা করতে পারো। জৈন ধর্মের মানুষদের কাছে গিয়েও সার্ভিস করতে হবে। প্রখ্যাত জৈন ধর্মের অনেক বড় বড় মানুষ আছেন। কিন্তু বাচ্চাদের এমন বিশাল বুদ্ধি নেই যে সার্ভিস করে। কিছুটা দেহ-অভিমানও থাকে।

আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আচ্ছাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার আপন হয়ে মায়ার বশে বশীভূত হবে না। কর্মাভীত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে ভুলে নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হবে না।

২) বুদ্ধি দ্বারা অসীম জগতের সন্ধ্যাস করতে হবে। অসীম জগতের খুশীতে থেকে বিশাল বুদ্ধি হয়ে সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- হৃদয়ের সমীপতার দ্বারা সহযোগের অধিকার প্রাপ্ত করে উৎসাহ-উদ্দীপনায় উড়তে থাকা তীর পুরুষার্থী ভব

যে বাচ্চারা দূরে বসেও সদা বাবার হৃদয়ের সমীপে থাকে তাদের সহযোগিতার অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং অন্ত পর্যন্ত সহযোগিতা প্রাপ্ত হতে থাকবে। তাই এই অধিকারের স্মৃতি থেকে কখনও না দুর্বল হবে, না হতাশ হবে, না পুরুষার্থে সাধারণ পুরুষার্থী হবে। বাবা হলেন কম্বাইন্ড, তাই সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা তীর পুরুষার্থী হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। দুর্বলতা বা হতাশাজনক স্থিতি গুলি বাবার কাছে অর্পণ করে দাও, নিজের কাছে শুধু উৎসাহ-উদ্দীপনা রাখো।

স্লোগানঃ:- শ্রীমতের কদমে কদম রেখে চলো, তবে সম্পূর্ণতার লক্ষ্য সমীপে (কাছে) এসে যাবে।

মাতেশ্বরী জী'র অমূল্য মহাবাক্য : -

১) সতোগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী এই তিনটি শব্দ বলা হয়, তাকে যথার্থ রূপে অবশ্যই বুঝতে হবে। মানুষ বোঝে এই তিনটি গুণ একত্রে চলে, কিন্তু বিবেক কি বলে - এই তিনটি গুণ কি একসাথেই চলে নাকি তিনটি গুণের পার্ট আলাদা যুগে চলে? বিবেক তো এমন কথাই বলে যে এই তিনটি গুণ একত্রে চলে না। যখন সত্যযুগ তখন সতোগুণ , দ্বাপরে রজোগুণ এবং কলিযুগে তমোগুণ থাকে। যখন সতঃ আছে তখন তমঃ বা রজঃ নেই, যখন রজঃ তখন সতঃ গুণ নেই। মানুষ তো এইরকম বুঝে বসে আছে যে এই তিনটি গুণ একসাথেই চলে আসছে। এই কথাটি একেবারে ভুল, তারা ভাবে মানুষ যখন সত্য বলছে, পাপ কর্ম করছে না তখন সতোগুণী কিন্তু বিবেক বলে যখন আমরা বলছি সতো গুণ তখন এই সতো গুণের অর্থ হল সম্পূর্ণ সুখ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টি হল সতোগুণী। এমন নয় যে, যখন সত্য বলছে তখন সতো গুণী, যখন মিথ্যা বলছে তখন কলিযুগী তমোগুণী, এমন করেই দুনিয়া চলছে। এখন যে আমরা সত্যযুগ বলি তো এর অর্থ হল সম্পূর্ণ সৃষ্টির উপরে সতোগুণ, সতোপ্রধান থাকা উচিত। হ্যাঁ, কোনো সময় এমন সত্য যুগ ছিল যেখানে সম্পূর্ণ সংসার সতোগুণী ছিল। এখন সেই সত্যযুগ নেই, এখন হল কলিযুগী দুনিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে রয়েছে তমোগুণী রাজত্ব। এই তমোগুণী সময়ে সতোগুণ আসবে কীভাবে! এখন হল ঘোর অন্ধকার যাকে ব্রহ্মার রাত বলা হয়। ব্রহ্মার দিন হল সত্যযুগ এবং ব্রহ্মার রাত হল কলিযুগ, সুতরাং আমরা দুটিকে মিশ্র করতে পারি না।

২. এই কলিযুগী সংসারকে অসার সংসার কেন বলা হয়? কারণ এই দুনিয়ায় কোনো সার নেই অর্থাৎ কোনো বস্তুতে সেই শক্তি নেই অর্থাৎ সুখ শান্তি পবিত্রতা নেই, এই সৃষ্টিতে কোনো এক সময়ে সুখ শান্তি পবিত্রতা ছিল। এখন সেই শক্তি নেই কারণ এই সৃষ্টিতে ৫-টি ভূতের প্রবেশ আছে তাই এই সৃষ্টিকে ভয়ের সাগর অথবা কর্ম বন্ধনের সাগর বলা হয়। তাই মানুষ দুঃখী হয়ে পরমাত্মাকে আহবান করে, পরমাত্মা আমাদের ভব সাগর পার করিয়ে দিন। এর থেকে প্রমাণিত হয় অবশ্যই কোনো অভয় অর্থাৎ নির্ভয়তার বিশ্ব (সংসার) ছিল যে বিশ্বে আমরা থাকতে চাই। তাই এই সংসারকে পাপের সাগর বলা হয়। এই সাগর পেরিয়ে পুণ্য আচ্ছাদের দুনিয়ায় যেতে চায়। সুতরাং দুনিয়া হল দুটি, এক সত্যযুগী সার যুক্ত দুনিয়া, দ্বিতীয় হল কলিযুগী অ-সার দুনিয়া। দুইটি দুনিয়াই এই সৃষ্টিতে থাকে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আত্মিক (রুহানী) যাত্রাপথে চলছো, তোমাদেরকে পুনরায় এই মৃত্যু লোকে আর আসতে হবে না, তোমাদের উদ্দেশ্য হল মানব থেকে দেবতা হওয়া আর অন্যকে বানানো"

*প্রশ্নঃ - ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার লক্ষণ কি হবে?

*উত্তরঃ - সে নিজের বুলি জ্ঞান রঞ্জের খুব ভালো ভাবে ভরে নিয়ে অন্যদেরকেও তা দিয়ে ভরিয়ে দেবে। জ্ঞান রঞ্জের দান করে সে নিজে আরো উঁচু পদের অধিকারী হবে। ২ - তারা পাঞ্চা মহাবীর হবে, মায়া তাদেরকে এক চুলও নড়াতে পারবে না। তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক অচল অটল অথও স্থিতিতে চলতে থাকবে।

*প্রশ্নঃ - পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পূণ্য আত্মা হয়ে ওঠার যুক্তি কী (কীভাবে সম্ভব)?

*উত্তরঃ - এই অন্তিম জন্মের কাহিনী বাবাকে শুনিয়ে বাবার থেকে রায় (নির্দেশ) নাও। বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে, জ্ঞান রঞ্জের দান করতে থাকো - তবে পূণ্যাত্মা হয়ে উঠতে পারবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই ...

ওম্ শান্তি । বাবা আমাদেরকে ওম্ কথার অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন । বাবাও বলেন - ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি । আত্মার নিজের স্বরূপ বা লক্ষ্যই হলো শান্তি । আত্মার ধর্ম হল শান্তি । বাবাও নিজের পরিচয় দেন। পরমপিতা পরমাত্মার যা পরিচয়, সকল আত্মাদেরও সেই একই পরিচয়। মানুষ "ওম্" শব্দের কি বৃহৎ ব্যাখ্যা করে। তারা বলে "ওম্" শব্দের অর্থ হলো - ভগবান। ভোলানাথেরও মহিমা কীর্তন হয়। শংকরকে ভোলানাথ বলা হয় না, কারণ শংকর আদি মধ্য অন্তের এই রহস্য আমাদের বুঝিয়ে দেন না। এই রহস্য তো একমাত্র ভোলানাথ আমাদেরকে বলেন, ভোলানাথ উত্তরাধিকার দেন - শংকর উত্তরাধিকার দেন না। এমনও নয় যে শংকর আমাদেরকে শান্তি প্রদান করেন, না তা নয়। শান্তি দেওয়ার জন্যও সাকারে এসে এই রহস্য বোঝাতে হয়। শংকর কখনো সাকারে আসেন না। ভোলানাথই শান্তি, সুখ, সম্পত্তি, দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। যেহেতু অবিনাশী পিতা তাই তাঁর উত্তরাধিকারও অবিনাশী । প্রতিটি উত্তরাধিকার অবিনাশী স্বরূপেই দেন। এই ড্রামাকেও অবিনাশী বলা হয়। জাগতিক ড্রামা বা নাটক তো এখন তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই যে অনাদি ড্রামা অনন্তকাল ধরে চলে আসছে, এ হল অসীম অনন্তের নাটক। এই জাগতিক নাটক বানানো হয় শুধু মানুষের জন্য । তা পুনরায় রিপিট হতে থাকে। ঠিক যেমন মনে করো, যদি কংস বধের নাটক বানানো হয়, তখন তো সেই প্লেই আবার দেখানো হবে। এই অনন্ত অসীমের ড্রামা সত্য যুগ থেকে শুরু হয়। কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত চলে তা শেষ হয়, অতঃপর পুনরায় রিপিট হয় । বলা হয় ওয়ার্ল্ড রিপিট, কোন্ জগৎ? সত্য যুগের সেই জগত এখন আবার রিপিট হবে। অর্ধেক কল্পের পর, পুরাতন দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আবার রিপিট হতে থাকে। নতুনকে বলা হয় দিন আর পুরাতনকে বলা হয় রাত্রি। এ সমস্ত তথ্য বাবাই বুঝিয়ে দেন । তিনি তো জ্ঞানের সাগর। শুরু থেকে অন্তিম পর্যন্ত জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে, পড়তে হবে। জাগতিক পড়াশোনা ১৫-২০ বছর পর্যন্ত চলে। এ বড় কঠিন পরীক্ষা, এখানকার উদ্দেশ্যই হলো মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করা। মাথায় যে সমস্ত পাপের বোঝা আছে সে সব ভস্ম করে দিতে হবে । এই কারণেই বাবা আত্মিক যাত্রা শিখিয়েছেন। সেখান থেকে পুনরায় এই মৃত্যু লোকে আর আসার দরকার নেই। এই দৈহিক যাত্রা তো জন্ম জন্মান্তর ধরে অনেক করেছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা এই সমস্ত সৃষ্টির আদিও জানো, মধ্যও জানো। মধ্যবর্তী সময়ে কত বড় বড় ঘটনা ঘটে - রাবণ রাজ্য শুরু হয়, ভক্তি মার্গের সূচনা হয়, মানুষ ব্রষ্টাচারী হতে শুরু করে। সম্পূর্ণ ব্রষ্টাচারী হতে অর্ধেক কল্প সময় লাগে। মায়ার রাজত্ব দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হয়। সুতরাং ভক্তি এবং রাবণ রাজত্ব উভয়েই অধঃগামী হওয়ার পরিচায়ক। ভক্তির পরেই ভগবান প্রাপ্ত হবেন। বাবা বলেন, সবচেয়ে বেশি ভক্তি তোমরাই করেছে। অতঃপর জ্ঞান তোমরাই ধারণ করে থাকো । জ্ঞান আর ভক্তির এই সঙ্গমে তোমরা বৈরাগ্য ধারণ করো। তোমরা ৫ বিকারের সন্ধ্যাস গ্রহণ করো। যারা জাগতিক সন্ধ্যাসী, তাদেরকে শংকরাচার্য শেখান, তাদের হলো হঠযোগ। অনেক রকমের যোগ তারা শেখে। ঘর সংসার ছেড়ে শুধুমাত্র ব্রহ্ম এর সাথে যোগ রাখে। তাদেরকে তন্ত্র জ্ঞানী তন্ত্রযোগী বলা হয়। জ্ঞানও প্রদান করেন তন্ত্রের । তোমরা বুঝতে পারো যে, এই সৃষ্টি চক্র ঘুরতে থাকবে আর আমাদেরকে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে। এ সকল কথা তাদের সামনে বলা মানে যেন বানরের সামনে ডমরু বাজানো। এখন সেই বানরবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে দেবালয়ের যোগ্য করে তোলার জন্য এই জ্ঞান ডাম্প করা হয় । এই জ্ঞানের ডাম্পকে তারা ডমরুর নাম দিয়ে দিয়েছে। আবার বলা হয় যে রামচন্দ্র বানর সেনা নিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা আমাদের বুঝিয়ে দেন যে তোমরা সবাই বানর ছিলে। শিব বাবা এসে জ্ঞান ডমরু বাজিয়ে বানর থেকে মন্দিরের তুল্য করে তোলেন। ওরা মনে করে যে লঙ্কাতে রাবণের রাজত্ব ছিল। বাবা বলেন

সমগ্র দুনিয়াটাই সাগরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সময় সমগ্র দুনিয়াতেই রাবণের রাজত্ব চলছে। ওরা জাগতিক কথা শোনায। বাবা তো অসীম জগতের রহস্য বুঝিয়ে দেন। সমগ্র জগৎ রাবণের শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। এই বিকারের বশবর্তী হয়ে থাকার জন্যই সমগ্র দুনিয়াকে পতিত বলা হয়। পতিতরা পরিগ্রাহী আত্নাদ করে যে, হে পতিতপাবন এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র করো। আত্মাকে পবিত্র করে তুললে তবেই পুনরায় ঘরে ফিরে যেতে পারবে।

তোমরা জানো যে এক পিতার সন্তান আমরা প্রত্যেকে, তাই আমরা হলাম ভাই বোন। সুতরাং প্রজাপিতা ব্রহ্মা অতি অবশ্যই থাকবেন। শিববাবা বলেন, তোমরা নিরাকার আত্মারা শিববংশী এবং যখন তোমরা সাকারে আসো, তখন একে অপরের ভাই বোন হয়ে যাও। আত্মিক ভাবে তোমরা একে অপরের ভাই আর দৈহিক রীতিতে একে অপরের ভাই-বোন। অতএব এই দৃঢ় নিশ্চয় অতি অবশ্যই রাখতে হবে যে, আমরা সকলেই শিববংশী প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে একমাত্র পিতার থেকে। বাবাকে অবিনাশী সার্জনও বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কর্ম বন্ধন আছে। বাবা এসে কর্ম অকর্ম আর বিকর্মের রহস্য বুঝিয়ে দেন। প্রত্যেককে নিজের নিজের জীবনের কথা শোনাতে হয়। তোমরা এ কথা তো জানোই যে দ্বাপর যুগ থেকে তোমরা পতিত হয়ে যাও। এখন এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। যা কিছু পাপ কর্ম করেছে তার সমস্ত ফল এখনো পর্যন্ত জমা হয়েছে। এখন আমাদেরকে পুণ্য জমা করতে হবে। এত জন্মের পাপ কেমন করে কাটবে আর আমরা পুণ্য আত্মাই বা হবো কেমন করে? বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর জ্ঞানরত্ন দান করো। যে অনেক দান করবে সে উচ্চপদ লাভ করবে। ভারতের মতো দান, কেউ কখনো করতে পারে না। এখন ওরা কোথা থেকে পায়? অসীম জগতের পিতা হলেন সবচেয়ে বড় ফিলানথ্রপিষ্ট (পেরোপকারী)। বাবা এসে জীবন দান করেন। ঝুলি ভরে তুষ্ট করে দেন। নিজের পাত্র কম ভরবে অথবা অধিক তা তো বাচ্চাদের উপরই নির্ভর করে। নম্বর ক্রম অনুযায়ী তারা পাত্র ভরে নেয়। কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা আছেন, কত সেন্টার আছে, সব আরো বেড়ে চলেছে। শিব বাবার হল বংশলতিকা হলো অবিনাশী। এখানে হলো সাকা বংশলতিকা। ড্রামা অনুসারে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হওয়াই রয়েছে। তোমরা হবে না - তা হতেই পারে না। ড্রামা অনুযায়ী যতজন আগে হয়েছিল, ততজনই পুনরায় ব্রাহ্মণ তৈরি হবেন এবং তারাই সত্য যুগে দেবতা হবেন। এই কল্পবৃক্ষ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতেই থাকে। কত পাতা ঝরেও যায়। কেউ কেউ এত দৃঢ় পাঁচা মহাবীর হয়ে ওঠেন, যাদেরকে মায়া বিন্দুমাত্রও নড়াতে পারে না। তারা অখন্ড অচল হয়ে থাকেন। অখন্ড অর্থাৎ শুরু থেকেই তারা একইভাবে থাকেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকেই মহাবীর বলা হয়। আমাদেরকে অচল স্থির হতে হবে, এখন কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, আমি ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছি, না। কিন্তু অবশ্যই হয়ে উঠতে হবে। ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার লক্ষণ কি? যারা যথার্থভাবে নিজের ঝুলি ভরপুর করে অন্যদেরও ভরপুর করায়। ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বে যারা জ্ঞানের ধারণা করেছিল, তারাই করবে। আমরা সাক্ষী হয়ে দেখবো। পুরুষার্থ তো অবশ্যই করতে হবে। পুরুষার্থ ব্যতীত প্রালম্ব প্রাপ্ত করতে পারবে না। এই জ্ঞানের বাইরে যে মানুষেরা রয়েছে, তারা মানুষের শেখানো পথে পুরুষার্থ করতে থাকে। শাস্ত্রও মানুষ বানিয়েছে। এখন তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমত প্রাপ্ত হয়েছে। উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন ভগবান। উচ্চ থেকে উচ্চ হলো ওঁনার স্থান। বাবা এসেছেন সুখধাম, শান্তিধামের মালিক বানানোর জন্য। সকলকে শান্তিধামে নিয়ে যায়। কত মহান হলেন এই বেহদের পান্ডা। উনি হলেন এক, বাদবাকি শারীরিক যাত্রায় নিয়ে যায় যারা সে'রকম পান্ডা তো অনেক আছে। কুস্তের মেলায় অসংখ্য পান্ডা থাকে। এ হল সত্য-সত্য কুস্তের মেলা। কিন্তু পান্ডা হলেন একজন। তোমরা তো হলে পান্ডবসেনা। ওদের তো ৫ পাণ্ডব দেখানো হয়। বাস্তবে গায়ন হল তোমাদের। এ হল শক্তিসেনা, বন্দে মাতরম্। মুখ্য হল ভারত। ইনি হলেন সকলের মাতা-পিতা, সকলকে পবিত্র বানান। শ্রীকৃষ্ণকে তো সকলে মান্য করে না। শ্রীকৃষ্ণের নাম গীতাতে দিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতকে এত উচ্চ তীর্থ মনে করে না। বাবা বলেন গীতা পাঠ করতে করতে মানুষের কি অবস্থা হয়ে গেছে। বাবা তো সকলকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। জ্ঞান তো হল অনন্ত। সাগরকে কালি বানালেও অন্তহীন, যার অন্ত পাওয়া যাবে না। গীতাতে শিববাবার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন তোমাদের অন্ধের লাঠি হতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে হবে যে উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন কে? পরমপিতা পরমাত্মা। উত্তরাধিকার কার থেকে প্রাপ্ত হবে? ওঁনার থেকে। কল্প পূর্বেও ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল। স্থাপনা হয়েছিল। বর্ণকে অবশ্যই আবর্তিত হতে হবে। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ রচনা হয়। তোমরা হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ওরা হল মিথ্যা ব্রাহ্মণ। ভগবানুবাচ - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। এখানে তোমাদেরকে ভগবান পড়ান। ওখানে মানুষ, মানুষকে পড়ায়। সকলকে প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? যতই বোঝাও তাও বলে যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। ওরা হল পাথরবুদ্ধিসম্পন্ন। আরে আমরা সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করছি, সর্বব্যাপী কখনো সম্বন্ধ হয় নাকি? প্রদর্শনী করলে অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে। তোমরা অনেক ভোট প্রাপ্ত করতে পারবে। বাবা লিখতে থাকেন - ধর্ম নেতা ইত্যাদিদেরকেও নিমন্ত্রণ দিতে হবে। তারপর নজরদারিও করতে হবে। যদি তোমরা এই

দু তিনটি কথা সিদ্ধ করতে পারো, তাহলে তাদের সকলের কারবার (ভক্তির পাঠ যারা পড়ায়) ঠান্ডা হয়ে যাবে।

তাহলে বাচ্চাদের সার্ভিস জোর কদমে বাড়তে হবে। অনেককে বোঝেও। কিন্তু বাইরে বেরোলো আর শেষ। সৃষ্টিচক্রকে বুঝে নেওয়া খুবই কঠিন। এইভাবে যারা সঠিক বিষয়টি ধরে নেয় তাদেরকে আবার চিঠি লিখতে হবে যে তুমি ফর্ম ভরে আবারও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে কেন? পরিশ্রম দরকার কিন্তু ড্রামা অনুসারে বাচ্চারা যে পরিশ্রম করেছে সেটাও সঠিক। ড্রামাতে যা কিছু হয়েছিল সেটাই রিপোর্ট হচ্ছে। যতটা সার্ভিস বৃদ্ধি হয়েছিল, যতগুলি ব্রাঞ্চ হওয়ার ছিল ততগুলিই হয়েছে। বৃদ্ধি হতে থাকবে। কেউ সেকেন্ডে বাবাকে চিনতে পারবে, কেউ সাত দিনে, কেউ এক মাসে, কেউ চলতে ফিরতে ঠান্ডা হয়ে যাবে। তারপর সঞ্জীবনী বুটির দ্বারা সচল হয়ে উঠবে। বাচ্চারা জানে যে - শ্রীমতের আধারে আমরা ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য রেসপন্সিবল হয়েছি। শ্রীমতের আধারে স্বর্গবাসী বানাতে হবে। এ হল খেলা। এখন তোমরা শিবালয়ে যাও। প্রথমে তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে তারপর এত জন্মের পরে রাবণ নরকবাসী বানাতে শুরু করেছে। এখন সম্পূর্ণ নরকবাসী, একদম ভিখারী হয়ে গেছে।

বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হচ্ছে। রাবণের শিরোচ্ছেদ করে থাকো। রাবণ শত্রুর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। রাবণ হল ফরেনার (বিদেশী)। আমাদের রামরাজ্য ছিল। এখন সমগ্র দুনিয়া পরাজিত হয়েছে রাবণের কাছে। এটি হল শোক বাটিকা। সত্যযুগ হল অশোক বাটিকা। এখানে অশোকা হোটেলের নাম রেখে দিয়েছে। যেমন সন্ন্যাসীরা শিব নাম রেখে দিয়েছে। শিব আর বিষ্ণুর মালা হল বিখ্যাত। ব্রাঞ্চদের মালা হতে পারে না। এটি হল রুদ্র মালা। বিষ্ণুর মালা হল প্রবৃত্তি মার্গের। মানুষ বলবে এদের মতো পবিত্র বানাও। এইম অবজেক্ট সামনে উপস্থিত রয়েছে। তোমরা শ্যাম বর্ণ থেকে গৌরবর্ণের হচ্ছে। পুরানো দুনিয়াকে লাথি মারো। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা গৌরবর্ণের ছিল, সেইজন্য স্বর্গের গোলক এনার হাতে দিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব সকলকে কালো বানিয়ে দিয়েছে। যে শিব পরমাত্মা হলেন সকলের রচয়িতা, তাঁকেও জানে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার মতো মনুষ্য আত্মাদেরকে জীবন দান দিতে হবে। অসীম জগতের বাবার থেকে দান নিয়ে অন্যদের দিতে হবে। মহাদানী অবশ্যই হতে হবে।

২) স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে রাবণের শিরোচ্ছেদ করতে হবে। বেহদের বৈরাগী হয়ে বিকার থেকে সন্ন্যাস নিতে হবে।

বরদান:- সঙ্গমযুগে সর্বদা প্রত্যক্ষ বা সতেজ ফল ভক্ষণকারী শক্তিশালী বা স্বাস্থ্যবান ভব সঙ্গমযুগের বিশেষত্বই হল এক এর পদমণ্ডল প্রাপ্তি হয় আর প্রত্যক্ষফলও প্রাপ্ত হয়। এখন-এখনই সেবা করলে আর এখন-এখনই খুশি রূপী ফল প্রাপ্ত হয়ে যায়। তাই যারা প্রত্যক্ষফল অর্থাৎ সতেজ ফল ভক্ষণ করে তারা শক্তিশালী বা স্বাস্থ্যবান হয়। কোনো দুর্বলতা তাদের কাছে আসতে পারে না। দুর্বলতা তখন আসে যখন অলস হয়ে কুস্তকর্ণের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে। সতর্ক থাকলে সকল শক্তি সাথে থাকবে আর সর্বদা স্বাস্থ্যবান থাকবে।

স্নোগান:- ফলো (অনুসরণ) এক ব্রহ্মা বাবাকে করো, বাকী সকলের থেকে গুণ গ্রহণ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সফলতা প্রাপ্ত করবার সাধন - সব কিছু সফল করো"

আজ নব-জীবন প্রদাতা রচয়িতা বাবা তাঁর নব-জীবন প্রস্তুত করতে থাকা বাচ্চাদেরকে দেখছেন। এই নব-জীবন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জীবন হলোই নব যুগের রচনা করবার জন্য। তাই প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মার নতুন জীবন হলোই নতুন যুগ নিয়ে আসার জন্য, যাতে সব কিছুই হলো নতুনই নতুন। প্রকৃতিও সতোপ্রধান অর্থাৎ একেবারেই নতুন।

পার্থিব জগতের হিসেবে নতুন বছর মানুষ পালন করে, নতুন বছরের জন্য অভিনন্দন জানায় অথবা একে অপরকে নতুন বছর স্মরণীয় করে রাখার জন্য গিফটও দিয়ে থেকে। কিন্তু বাবা আর তোমরা নতুন যুগের শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকো। সব আত্মাকে শুভ সমাচার শুনিয়ে থাকো যে, এখন নতুন যুগ অর্থাৎ গোল্ডেন দুনিয়া 'সত্যযুগ' বা 'স্বর্গ' এলো কি এলো! এই সেবাই তো তোমরা করে থাকো না? এই শুভ সমাচারই তো শুনিয়ে থাকো না? নতুন যুগের গোল্ডেন গিফটও দিয়ে থাকো। কী গিফট দিয়ে থাকো? জন্ম-জন্মান্তর অনেক জন্মের জন্য বিশ্ব রাজ্য-ভাগ্য। এই গোল্ডেন গিফটে সকল প্রকারের অনেক গিফট এসে যায়। আজকালকার দুনিয়াতে কেউ যত বড়'র থেকেও বড় গিফট দিক না কেন, তাও কী দেবে? কেউ যদি আজকাল কাউকে রাজমুকুট কিম্বা রাজসিংহাসনও দিয়ে দেয়, সেটাও তোমাদের সতোপ্রধান গোল্ডেন গিফট এর কাছে কী? সেটা কি এত বড় কিছু হতে পারবে?

নব জীবন রচয়িতা বাবা তোমাদের অর্থাৎ সব বাচ্চাদেরকে এই অমূল্য অবিনাশী গিফট দিয়ে দিয়েছেন। অধিকারী হয়ে গেছো না? ব্রাহ্মণ আত্মারা সদা অগাধ নিশ্চয়ের গর্বের সাথে কী বলে থাকে যে, এই বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য তো হলো আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। এতখানি গর্ব থাকে নাকি কখনো কমে যায় আবার কখনো বেড়ে যায়? "নিশ্চয় আছে আর নিশ্চিতও" এই অধিকারের ভবিতব্যকে কেউই টলাতে পারবে না। নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাদের কাছে এ হল নিশ্চিত ভবিতব্য। নিশ্চিত নাকি একটু আধটু চিন্তা রয়েছে যে, কী জানি পাবো কি পাবো না? কখনো এই সংকল্প আসে কি? যদি ব্রাহ্মণ হয়ে থাকো তবে নিশ্চিত যে ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা, ফরিস্তা তথা দেবতা। পাঞ্চা নিশ্চয় রয়েছে নাকি সামান্য টলমল করে? (নিশ্চয়) অচল, অটল? তবে এই রকম গোল্ডেন গিফট বাবা তোমাদেরকে দিয়েছেন আর তোমরা কী করবে? অন্যদেরকে দেবে। অল্পকালের গিফট যদি হয় তবে তো অল্পকাল শেষ হওয়ার সাথে-সাথেই গিফটের অস্তিত্বও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই অবিনাশী গিফট প্রত্যেক জন্ম তোমাদের সাথে থাকবে।

বাস্তবিক উদযাপন করা তো হলো নব যুগকেই উদযাপন করা। কিন্তু এই সঙ্গমযুগেই প্রতিটি দিনই হলো উদযাপন করবার দিন, প্রতিটি দিন আমোদে থাকার, প্রতিটি দিন আনন্দের দোলায় দুলবার বা খুশীতে নাচবার, অবিনাশী গীত গাইবার। সেইজন্য ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতিটি দিনকে তোমরা উদযাপন করতে থাকো। এটা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভারতে ১২ মাসে তেরো পার্বন। আর কোথাওই এত উৎসব হয় না যতখানি ভারতে হয়। সুতরাং তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের এই প্রতিটি দিন উদযাপন করা স্মরণিক হয়ে রয়েছে। সেইজন্য নতুন বছরের দিনটিকে তোমরা উদযাপন করছো। নতুন বছর উদযাপন করবার জন্য তোমরা এখানে এসেছো। তাহলে কেবল একটি মাত্র দিনকেই পালন করবে? এক তারিখ চলে গেলে তখন তো পালন করাও বন্ধ হয়ে যাবে?

তোমাদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের নতুন জন্ম অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ জন্মের শ্রেষ্ঠ রাশি হলো - প্রত্যেক দিনই উদযাপন, প্রত্যেক দিনই হলো উৎসব। তোমাদের জন্ম পত্রিকায় লেখা হয়ে আছে প্রত্যেক দিন সদা শ্রেষ্ঠ'র থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়া। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ রাশিই হলো সদা উড়তি কলার। এমন নয় যে দুটো দিন খুব ভালো আর তারপরে দুই দিন বাদে অন্য রকম হয়ে যাবে। মঙ্গল ভালো কাটবে, বৃহস্পতিবার তার থেকেও ভালো যাবে, শুক্রবার আবার বিঘ্ন আসবে, এই রকম রাশি কী তোমাদের? যা কিছু হচ্ছে সেটাও ভালো আর যা কিছু হতে চলেছে সেও খুব ভালো। একে বলা হয় ব্রাহ্মণদের উড়তি কলার রাশি। ব্রাহ্মণ জীবনের রাশি বদলে গেছে। কারণ নতুন জন্ম হয়েছে যে। তো এই বছর রোজ নিজের শ্রেষ্ঠ রাশিকে দেখে তাকে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে এসো।

জাগতিক দুনিয়ার হিসেবে এটা হলো নতুন বছর আর তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হিসাবে তোমরা বিশেষ অব্যক্ত বছর

পালন করছে। নব বর্ষ অর্থাৎ অব্যক্ত বছরের সূচনা করছে। তো এই নতুন বছরের বা অব্যক্ত বর্ষের বিশেষ এই স্লোগানটিকে সদা স্মরণে রাখবে যে - সদা সফলতার বিশেষ সাধন হলো - প্রতিটি সংকল্পকে, প্রতিটি স্বাসকে, প্রতিটি খাজানাকে সফল করতে হবে। সফল করাই হলো সফলতার আধার। যে কোনো প্রকারের সফলতা - তা সেটা সংকল্পেই হোক কিম্বা বাণীতে, কর্মে, সম্বন্ধ-সম্পর্কে, সকল প্রকারের সফলতা অনুভব যদি করতে চাও তবে সফল করতে থাকো, ব্যর্থ যাতে না যায়, তা সেটা নিজের প্রতি সফল করো অথবা অন্য আত্মাদের প্রতিই সফল করো না কেন। তাহলে অটোমেটিক্যালি খুশীর অনুভূতি করতে থাকবে। কারণ সফল করা অর্থাৎ বর্তমানের জন্য সফলতা আর ভবিষ্যতের জন্য জমা করা।

এই জীবনে 'সময়' যত বেশী সফল করবে, তবে সময়ের সফলতার ফলস্বরূপ রাজ্য-ভাগ্যের ফুল (পূর্ণ) সময় রাজ্য-অধিকারী হয়ে যাবে তোমরা। প্রতিটি স্বাসকে তোমরা সফল করে থাকো, এর ফল স্বরূপ অনেক জন্ম সদা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী থাকো। কখনো চলতে চলতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে না, হার্ট ফেল হবে না। এক গুণিতকের হাজার গুণিতক সফলতা প্রাপ্ত করে থাকো। এই রকমভাবে সর্ব প্রকারের খাজানাকে তোমরা সফল করতে থাকো। এর মধ্যেও বিশেষ করে জ্ঞানের খাজানাকে তোমরা সফল করে থাকো। জ্ঞান অর্থাৎ বোধ। এর ফল স্বরূপ এমন সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে ওঠো যে, যার ফলে ভবিষ্যতে অনেক অনেক মন্ত্রীর (উজীর/ পরামর্শদাতা) রায় বা পরামর্শ নিতে হয় না। নিজেই সমঝদার হয়ে রাজ্য ভাগ্য পরিচালনা করে থাকো। দ্বিতীয় খাজানা হলো সর্ব শক্তির খাজানা। যত বেশী শক্তি গুলির খাজানাকে তোমরা কাজে লাগাও, সফল করো, ততই তোমাদের ভবিষ্যতের রাজ্যে কোনো শক্তির অভাব ঘটবে না। সর্ব শক্তি স্বতঃতই অখন্ড, অটল, নির্বিঘ্ন কার্যে সফলতার অনুভব করিয়ে থাকে। কোনও শক্তির অভাব নেই। ধর্ম সত্ত্বা আর রাজ্য সত্ত্বা দুটোই সাথে সাথে থাকে। তৃতীয় হলো সর্ব গুণের খাজানা। তার ফল স্বরূপ এই রকম গুণ মূর্তি হয়ে যাও যে এই লাস্ট সময়েও তোমাদের জড় চিত্রের গায়ন 'সর্ব গুণ সম্পন্ন দেবতা'র রূপে হয়ে চলেছে। এই রকম প্রতিটি খাজানার সফলতার ফল স্বরূপের মনন করো। বুঝেছো? নিজেদের মধ্যে এর উপরে আন্তরিক বার্তালাপ (রুহরিহান) করবে। তো এই অব্যক্ত বর্ষে সফল করা আর সফলতার অনুভব করতে থাকা।

এই অব্যক্ত বর্ষ বিশেষ ভাবে ব্রহ্মা বাবার স্নেহ স্বরূপ তোমরা উদযাপন করছে। তো স্নেহের নিদর্শন হলো যার প্রতি স্নেহ থাকে, তার যে জিনিসটি প্রিয় হয়, যে স্নেহ করে তারও তখন সেটা প্রিয় হয়। তো ব্রহ্মা বাবার কীসের প্রতি স্নেহ ছিল? মুরলীর প্রতি। সব চেয়ে বেশী ভালোবাসা মুরলীর প্রতি ছিল তাই না? তাই তো তিনি মুরলীধর হলেন। ভবিষ্যতেও সেইজন্য মুরলীধর হবেন। মুরলীর প্রতি ভালোবাসা ছিল, তাই ভবিষ্যৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপেও 'মুরলী' প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। তো যেটার প্রতি বাবার ভালোবাসা ছিল সেটার প্রতি ভালোবাসা থাকা এটাই তো হলো ভালোবাসার নিদর্শন। কেবল বলার জন্য বলা নয় যে - ব্রহ্মা বাবা খুব ভালো আর প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তার নিদর্শন কী? যেটার প্রতি ব্রহ্মা বাবার ভালোবাসা ছিল, এখনও রয়েছে, সেটার প্রতি সর্বদা ভালবাসা যেন দেখতে পাওয়া যায়। একেই বলা হবে ব্রহ্মা বাবার প্রিয়। নাহলে বলা হবে নম্বর ক্রমানুসারে ভালোবাসা। নম্বর ওয়ান বলা হবে না, নম্বর ক্রমানুসারে বলা হবে। অব্যক্ত বর্ষের লক্ষ্য হলো বাবার ভালবাসার নিদর্শন গুলিকে প্র্যাকটিক্যালি দেখানো। এটাই হলো উদযাপন করা। যাকে অন্য শব্দে বলা যায় বাবার সমান হওয়া।

যে কর্মই করো, বিশেষ আন্ডারলাইন করো যে, কর্ম করবার পূর্বে, কথা বলবার পূর্বে, সংকল্প করবার পূর্বে চেক করো যে, এটা ব্রহ্মা বাবার সমান? এটা কী ভালবাসার নিদর্শন? তারপর সংকল্পকে স্বরূপে নিয়ে এসো, শব্দকে মুখে উচ্চারণ করো, কর্মকে কর্মদ্রিয় দিয়ে করো। প্রথমে চেক করো, তারপর প্র্যাকটিক্যাল করো। এই রকম নয় যে, ভাবিনি কিন্তু হয়ে গেলো। না। ব্রহ্মা বাবার বিশেষত্ব বিশেষতঃ এটাই ছিল, যেটা ভাবতেন সেটাই করতেন। তা সেটা নতুন জ্ঞান হওয়ার কারণে যত অপোজিশনই (বিরোধিতা) হোক না কেন, কিন্তু নিজের স্বমানের স্মৃতিতে থেকে, বাবার সাথে এর শক্তিতে সমর্থ (সমর্থী) হয়ে, দৃঢ়তা, নিশ্চয় রূপী শব্দের সাহায্যে, শক্তির দ্বারা নিজের পোজিশন এর সীটে সদা অটল-অচল ছিলেন। অতএব যেখানে পোজিশন রয়েছে সেখানে অপোজিশন কী করবে? অপোজিশন, পোজিশনকে দৃঢ় বানিয়ে তোলে। নাড়িয়ে দেয় না বরং দৃঢ় বানিয়ে দেয়। যার প্র্যাকটিক্যাল বিজয়ী হওয়ার প্রমাণ স্বয়ং তোমরা নিজেরা, তার পাশাপাশি চতুর্দিকের সেবাও তার প্রমাণ। যারা আগে বলতো এরা সব কিছু তুচ্ছতুচ্ছ করে দেবে, তারাই এখন বলছে - এরা তো কামাল করে দেখিয়েছে! এটা কী করে সম্ভব হল? অপোজিশনকে তোমরা শ্রেষ্ঠ পজিশনের দ্বারা সমাপ্ত করে দিয়েছো।

তাহলে এখন এই বছর কী করবে? ব্রহ্মা বাবা যেমন নিশ্চয়ের আধারে, রুহানী নেশার আধারে নিশ্চিত ভবিতব্যের জ্ঞাতা হয়ে সেকেন্ডে সব সফল করে দিয়েছেন। নিজের জন্য রাখেননি, সফল করেছেন। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমরা

দেখেছো যে, অন্তিম দিন পর্যন্ত শরীরের দ্বারা চিঠি-পত্রের উত্তর দিয়ে সেবা করেছেন, মুখের দ্বারা মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। অন্তিম দিনটিতেও সময়, সংকল্প, শরীরকে সফল করেছেন। তো স্নেহের নিদর্শন হলো সফল করা। সফল করবার অর্থই হলো শ্রেষ্ঠ দিকে লাগানো। অতএব সফলতার লক্ষ্য যদি রাখা তবে ব্যর্থ স্বভাবতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেমন আলোতে অন্ধকার স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়। যদি এটাই ভাবতে থাকো যে, অন্ধকারকে দূর করা তো টাইমও ওয়েস্ট, পরিশ্রমও ওয়েস্ট। এই ধরনের পরিশ্রম করতে যেও না। আজকে রাগ এসে গেলো, আজকে লোভ চলে এলো, আজকে ব্যর্থ কিছু শুনে ফেলেছি, বলে ফেলেছি, আজ ব্যর্থ হয়ে গেলো.... এইসব কথা ভাবতে ভাবতে পরিশ্রম করতে করতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ো তোমরা। কিন্তু "সফল করতে হবে" এই লক্ষ্যের দ্বারা ব্যর্থ স্বতঃতই দূর হয়ে যাবে। এই 'সফল' হওয়ার লক্ষ্য রাখা মানেই হলো আলোকিত করা। তখন অন্ধকার আপনিই দূর হয়ে যাবে। বুঝেছো, অব্যক্ত বছরে কী করতে হবে? বাপদাদাও দেখবেন যে, নম্বর ওয়ান প্রিয় হয়ে উঠছে নাকি নম্বর ক্রমিক প্রিয়? সকলে নম্বর ওয়ান হবে? ডবল বিদেশী কী হবে? নম্বর ওয়ান হবে? 'নম্বর ওয়ান' বলাটা খুব সহজ! কিন্তু লক্ষ্য যদি দৃঢ় থাকে, লক্ষণ অবশ্যই চলে আসবে। লক্ষ্য লক্ষণকে টানতে থাকে। এখন নিজেদের মধ্যে প্ল্যান বানাও, ভাবো। বাপদাদা খুব খুশী। সবাই যদি নম্বর ওয়ান হয়ে যায়, তাহলে সেটা কতো আনন্দের হবে! ফার্স্ট ডিভিশন তো অনেক লম্বা চওড়া, হতে পারবে। ফার্স্ট ডিভিশনে সবাই ফার্স্ট হতে পারবে। তাহলে নতুন বছরের জন্য এটার জন্যই অভিনন্দন যে, সকলে নম্বর ওয়ান হবে।

ব্যর্থের উপরে উইন (বিজয়) করলে তবে ওয়ান আসবে। ব্যর্থের উপরে উইন না হলে তখন ওয়ান হতে পারবে না। এখনও ব্যর্থের খাতা রয়েছে, কারো সংকল্পে, কারো মুখের বোল এ, কারো সম্বন্ধ-সম্পর্কে। এখন সম্পূর্ণ খাতা খতম হয়নি, সেইজন্য কখনো কখনো বেরিয়ে আসে। কিন্তু লক্ষ্য থাকলে সেটা অতিষ্ঠ লক্ষ্যকে অবশ্যই প্রাপ্ত করায়। ব্যর্থকে স্টপ বললে আর স্টপ হয়ে গেলো। যখন স্টপ করবার শক্তি আসবে, তখন পুরানো যে সমস্ত খাতার স্টক রয়েছে, সে সবই খতম হয়ে যাবে। এতখানি শক্তি যেন থাকে। পরমাত্ম-সিদ্ধি রয়েছে। রিদ্ধি সিদ্ধি যারা করে, তারা অল্প কাল ধরে তাদের চমৎকার দেখাতে পারে আর তোমরা পরমাত্ম-সিদ্ধি'র যারা, তারা বিধির দ্বারা সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করে থাকো। পরমাত্ম-সিদ্ধি কি না করতে পারে! 'স্টপ' ভাবলে আর স্টপ হয়ে গেলো। এতখানি শক্তি রয়েছে? নাকি স্টপ বলার পরেও দুই এক দিন লেগে যায়, কখনো ১ঘন্টা, ১০ ঘন্টাও লেগে যায়? স্টপ তো স্টপ। তাহলে এই নিদর্শন বাবাকে দিতে হবে। বুঝেছো?

সেবার সফলতা অথবা প্রত্যক্ষতা তো ড্রামা অনুসারে বাড়তেই থাকবে। বৃদ্ধি তো পাচ্ছেই তাই না? আগে তোমরা নিমন্ত্রণ দিতে, এখন তারা তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ দেয়। তো সেবার সফলতার প্রত্যক্ষতা তো হচ্ছেই তাই না? তোমাদের কোনো স্টেজ পাওয়ার কিম্বা ডিগ্রি পাওয়ার আবশ্যকতা নেই, বরং এই সেবার প্রত্যক্ষতা রয়েছে। ভগবানের ডিগ্রির কাছে এই সব ডিগ্রি কি? (উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশমণি দাদীজীকে সান্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে। Honorary Doctor of Literature from Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, India (1992) কিন্তু এ' সবও হলো প্রত্যক্ষতার সাধন। সাধনের দ্বারা সেবার প্রত্যক্ষতা হচ্ছে। তৈরী হয়ে থাকা স্টেজ এখন সামনে থেকে অফার করবে। সেই দিনও অবশ্যই আসবে যখন এই ধর্ম নেতারাও তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চীফ গেস্ট তোমাদেরকেই বানাবে। এখন বাইরের রূপরেখার মধ্যে তারা তোমাদেরকে রাখছে ঠিকই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনুভব করতে পারছে যে, এই পবিত্র আত্মাদেরই আসন (সীট) পাওয়া উচিত। রাজনেতারা তো বলেও ফেলছে যে, আমাদেরকে চীফ গেস্ট করছেন, কিন্তু আপনারা হলেই তো সেটা বেশী ভালো হতো। কিন্তু ড্রামাতে নাম তাদের হয় আর কাজ তোমাদের হয়ে যায়।

যেমন সেবায় প্রত্যক্ষতা হয়ে চলেছে, বিধি বদলে যাচ্ছে। সেই রকমই এক একজন নিজের মধ্যে সম্পূর্ণতা আর সম্পন্নতার প্রত্যক্ষতা করো। এরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এখন, আর অবশ্যই তা সম্পন্ন হবেই। কল্প কল্পের নিদর্শন তোমাদেরকেই প্রমাণিত করে। তাই সফলতা হয়েই রয়েছে। এই বিজয় মালা কী? বিজয়ী হয়েছে, সফলতা-মূর্তি হয়েছে, তবেই তো নিদর্শন তৈরী হয়েছে! এই ভবিতব্যকে কোনো মতেই অবহেলা করা সম্ভব নয়। যতই কেউ যত খুশি ভেবে থাকুক যে, এখন তো এতখানি তৈরীই হয়নি, এখন তো খিট-খিট হয়ে চলেছে - এতে ঘাবড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কল্প কল্পের সফলতার গ্যারান্টি হল এই স্মরণিক। 'কী যে হবে', 'কীভাবে হবে' এই কোশ্চেন মার্কেটও প্রয়োজন নেই। হবেই হবে। নিশ্চিত, তাই না? নিশ্চিত ভবিতব্যকে কেউই নাড়াতে পারবে না। নৌকা আর নৌকার মাঝি যদি মজবুত হয়, তবে যে কোনো ঝড় তুফান এগিয়ে যাওয়ার সাধন হয়ে যায়। তুফানও তোওফা অর্থাৎ উপহার হয়ে যায়। সেইজন্য মাঝে মাঝে এইসব বাইপ্লটস্ হতে থাকে। কিন্তু অটল ভবিতব্য সুনিশ্চিত। এতটা নিশ্চয় রয়েছে? নাকি একটু যদি উপরে নীচে দেখা তো ঘাবড়ে যাও, কী জানি কীভাবে হবে, কখন হবে? কোশ্চেন মার্ক আসে? এই তুফানই তোওফা হয়ে যাবে। বুঝেছো? একে বলা হয় নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী। কেবল ফলো ফাদার। আচ্ছা!

সর্ব অটল নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী আত্মারা, সদা সকল খাজানাকে সফল করতে পারা সফলতা মূর্তি আত্মারা, সদা ব্রহ্মা বাবাকে প্রতিটি পদক্ষেপে সহজ ভাবে ফলো করে থাকা, সদা নতুন জীবন আর নব যুগের স্মৃতিতে থাকা সমর্থ আত্মারা, সদা নিজের মধ্যে বাবার স্নেহের নিদর্শন গুলিকে প্রত্যক্ষ করাতে পারা বিশেষ আত্মাদেরকে শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের, অব্যক্ত বর্ষের অভিনন্দন, স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎ : - ডামার দৃশ্য দেখে আনন্দিত হচ্ছে তোমরা তাই না! "বাঃ ডামা বাঃ! বাঃ বাবা বাঃ..." এই গীত অনাদি, অবিনাশী চলতেই থাকে। বাচ্চারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করায় আর বাবা শক্তি সেনাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে থাকেন। খুব ভালো সেবা হয়েছে। নতুন রূপরেখা তো হতেই হবে। এই রকমই সকলের মুখ থেকে "বাবা-বাবা" শব্দ নির্গত হতে থাকুক। কেননা বিশ্ব পিতা তিনি। তো ব্রাহ্মণ আত্মাদের অন্তর থেকে, মুখ থেকে "বাবা" তো বের হয়ই। কিন্তু সর্ব আত্মাদের অন্তর থেকে বা মুখ থেকে "বাবা" শব্দ উচ্চারিত হতে থাকলে তবেই তো সমাপ্তি হবে। তা সে "অহো প্রভু"র রূপেই নির্গত হোক, কিম্বা "বাঃ বাবা"র রূপে নির্গত হোক। কিন্তু 'বাবা' শব্দের পরিচয় তো তাদের পেতেই হবে। সুতরাং এই সেবার সাধন অনুভব করেছে তোমরা যে, একটি মাইক কতখানি সেবা করতে পারে। সন্দেশ (ঈশ্বরীয় বার্তা) দেওয়ার কার্য তো হয়েই থাকে। তাহলে এখন মাইক প্রস্তুত করতে হবে। এটা (রাজস্থানের রাজ্যপাল ডঃ এম. চন্না রেড্ডী) হলো স্যাম্পল। তবুও মাইক প্রস্তুত করাতে ভারত নম্বর তো নিয়েই নিয়েছে। এই রকম প্রস্তুত করতে হবে এখন। রাজস্থানের মাইক আবু প্রস্তুত করেছে, রাজস্থান নয়। তীর তো আবু থেকেই লেগেছে। আচ্ছা!

বরদান:- পরমাত্মা ভালোবাসা আর অধিকারের অলৌকিক খুশী বা নেশাতে থেকে সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব যে বাচ্চারা বাবার সাথে সদা কন্সাইন্ড থেকে, ভালোবেসে বলে, 'আমার বাবা', তো তাদের পরমাত্মা অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়। অসীম জগতের দাতা তাকে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন করে দেন। তিন লোকের অধিকারী হয়ে যায় সে। তারপর সেই গীত গাইতে থাকে - পাওয়ার যা ছিল পেয়ে গেছি, এখন আর কিছুই পাওয়ার বাকি নেই। তাদের ২১ জন্মের গ্যারান্টি কার্ড প্রাপ্ত হয়ে যায়। তো এই অলৌকিক খুশী আর নেশাতে থাকো যে, সব কিছু পেয়ে গেছি।

স্লোগান:- সাধন গুলির আধারে সাধনা না হয়। সাধন, সাধনাতে বিঘ্ন রূপ না হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - খুব ভালোভাবে এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে তার প্রমাণ দাও, সার্ভিস করে অন্যদেরও উপযুক্ত তৈরী করো, তখনই উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - এই অসীম জগতের স্কুলে কাদের জন্য 'বাঃ - বাঃ' (প্রশংসা) হয়?

*উত্তরঃ - যারা খুব ভালোভাবে পড়ে আর অন্যদেরও নিজের সমান বানানোর সেবা করে। আত্মিক (রুহানি) উপার্জনে বিজি থাকে। যারা কেবল অন্যদের দেখেই খুশী হয় না, নিজেও মাতা - পিতার (মাম্মা বাবা) মতো সেবা করে তাঁদের সিংহাসনে বসে, তাদেরই 'বাঃ - বাঃ' মাতা - পিতা এবং অন্য বাচ্চারা করে। যারা নিজের সময় নষ্ট করে, ঈশ্বরীয় পাঠে মনোযোগ দেয় না, মাতা - পিতাকে অনুসরণ করে না, তাদের প্রতি বাবার করুণা হয়। তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। তাদের সর্বদাই এই অভিযোগ থাকে যে, যোগ লাগে না।

*গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মন...

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝান যে, যদি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো তাহলেই সুখের দিন আসবে। এরপর যত শ্রীমতে চলবে ততই শ্রেষ্ঠ তৈরী হবে, কেননা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচারী তো সবাই হবে কিন্তু যে খুব ভালোভাবে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে, সে খুব ভালো শ্রেষ্ঠাচারী হতে পারবে। এই পাঠও কেউ খুব ভালোভাবে পড়ে, কেউ আবার কম পড়ে, আবার কেউ পড়েই না। যারা পড়ে না তাদের মন্দ মনে করা হয়। এই পড়া যদি কেউ খুব ভালোভাবে পড়ে তাহলে অন্যদের পড়ানোর উপযুক্তও হয়। কেউ কেউ তো পড়াতে মনই দেয় না। বাচ্চারা এও বুঝতে পারে যে, আমরা যদি কোনো বিদ্যা খুব ভালোভাবে রপ্ত করতে পারি তাহলে এমনই উপযুক্ত হবো, না হলে অনুপযুক্ত হয়ে থাকবো। যে উপযুক্ত সে অবশ্যই ভালো পদ প্রাপ্ত করবে। তোমরা এখন সুখধামের জন্য পড়ছো, এখানেও নম্বরের ক্রমানুসারে পদ আছে। মানুষ এই পদের জন্য কতো মাথা ঠুকতে থাকে। সে হলো অল্পকালের কাক বিষ্ঠার সমান সুখ। এখানে তো অগাধ সুখ আছে। যে বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে তারা অগাধ সুখ প্রাপ্ত করবে আর ব্রাহ্মণ কুলেও তাদের নাম উজ্জ্বল হবে। বাবার তাঁর বাচ্চাদের প্রতি নির্দেশ হলো - তোমরা সার্ভিস করে অন্যদেরও উচুর থেকেও উঁচু পদ প্রাপ্ত করাও, তাহলে তোমাদের পদও উচ্চ হয়ে যাবে। তোমাদের খুব ভালোভাবে পড়ে বাবাকে প্রমাণ দিতে হবে। বাবা, আমরা এত জনকে বাবার পরিচয় প্রদান করেছি। তোমরা প্রদর্শনীতেও প্রথমে বাবার পরিচয় প্রদান করো। পরিচয় প্রদান করে তারপর লিখিয়ে নাও। বোঝানো তো খুবই সহজ। বাবা দুইজন হয়, লৌকিক আর পারলৌকিক। লৌকিক বাবার কাছ থেকে জাগতিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যাকে কাক বিষ্ঠার সমান সুখ বলা হয়। অসীম জগতের পিতা অসীম জাগতিক সুখ দান করেন, তিনি স্বর্গের মালিক বানান। তাই বাচ্চাদের সার্ভিস করে সবাইকে নিজের সমান বানাতে হবে। বাবাকে কেবল স্মরণ করলেই হবে না, তাঁর মতো সার্ভিসও করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য কাউকেও স্মরণ করা, অথচ তাঁর গুণ ধারণ না করা, এ কোন্ কাজের! এতে কোনো ফলই প্রাপ্ত হয় না। ভক্তিমার্গেও দেবতাদের স্মরণ করতে করতে নীচে নেমে যেতে থাকে। এখন মাম্মা - বাবাও সন্নতি করানোর সেবাতে লেগে আছেন। যে মা - বাবার মতো সার্ভিস করে, তারাই প্রকৃত মা - বাবার সন্তান। না হলে কাঁচা বলা হয়। বাবাও তখনই খুশী হন, যখন দেখেন যে, আমরা অতি প্রিয় বাচ্চারা আমার সমান সার্ভিস করে। তোমাদের এই রুহানি উপার্জনও করতে হবে, কেবল অন্যদের দেখে খুশী হলেই চলবে না। এই পাঠ পড়ে এবং পড়িয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে, তখনই মা - বাবা তাঁদের অনন্য বাচ্চাদের 'বাঃ - বাঃ' করবেন।

এ হলো অসীম জগতের স্কুল। এখানে হাজারে হাজারে পড়াশোনা করে। যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে না, তারা নিজেরাই বুঝতে পারে যে, আমাদের যোগ সম্পূর্ণ লাগে না। এই বাচ্চারা বাবার হৃদয়ে বিরাজ করতে পারে না। বাচ্চা যখন হয়েছে তখন মা - বাবা তো পালনা করেনই, তাই না। তবুও বাবা বোঝান যে, মাতা - পিতা এবং অনন্য বাচ্চাদের অনুসরণ করো। সার্ভিস তো অনেকই করতে হবে। ওই সোস্যাল ওয়ার্কাররা কোটির অনুপাতে হবে। যদি জ্ঞান থাকে তোমাদের রুহানি সোস্যাল ওয়ার্কার হতে হবে, যদি জ্ঞান থাকে তবেই। না হলে মনে হবে যে, সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানতা বেশী, যেই কারণে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবার তখন করুণা হয়। প্রতিটি পড়াতে অবশ্যই পুরুষার্থের প্রয়োজন। পুরুষার্থ ব্যতীত পাশ করতে পারবে না। কেউ কেউ দুই - তিনবার ফেল করে আর নিজের সময় নষ্ট করে। তাই যারা কম পড়ে তাদের মনোযোগী বাচ্চাদের সম্মান করা উচিত কেননা তারা তো

বড় ভাই - বোন হয়ে যায় । তারা মামা - বাবার সমান সার্ভিস করে । যারা ভালো সার্ভিস করে তাদের সব জায়গায় ডাকা হয় । তাই তোমাদের বোঝা উচিত যে, আমরাও কেন না পুরুষার্থ করে এমন হতে পারি । অন্যদেরও নিজের সমান বানাই । তোমাদের অসীম জগতের পিতার পরিচয় দান করতে হবে যে তাঁর থেকে কিভাবে অসীম জাগতিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । সেই অসীম জগতের পিতা জন্ম - মরণ রহিত, সদা সুখ প্রদানকারী । বাবা হলেন দুই, এক আত্মাদের বাবা, দ্বিতীয় অলৌকিক বাবা, তাই তো তোমরা বাপদাদা বলে থাকো । লৌকিক সম্বন্ধেও বাপদাদা হয় । ইনি হলেন পারলৌকিক বাপদাদা । পারলৌকিক বাপদাদার কাছ থেকে তোমরা ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ অর্জন করো । লৌকিক বাবার কাছ থেকে অল্পকালের জন্য সুখের উত্তরাধিকার প্রতি জন্মে প্রাপ্ত হয় । নতুন জন্ম নিলে আবার নতুন বাবা প্রাপ্ত হয় । সত্যযুগ - ত্রেতার উত্তরাধিকার ২১ জন্ম ধরে চলতে থাকে । যদিও জন্মে - জন্মে বাবা আলাদা হয় তবুও সেখানে আমরা সুখধামেই থাকি । এরপর দ্বাপর যুগ থেকে মায়ার রাজত্ব শুরু হয় তারপর ধীরে ধীরে অবতরণের কলা শুরু হয় । এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত । যখন নামতে থাকে তখন জন্ম শীঘ্র হতে থাকে । অর্ধেক কল্পে আত্মা ২১ জন্মগ্রহণ করে, বাকি অর্ধেক কল্পে ৬৩ জন্ম কেন ? পতিত হওয়ার কারণে আত্মা শীঘ্র নামতে থাকে । বাবা যখন আসেন তখন আমরা একদম নীচে নেমে যাই । যদিও তোমাদের কলিযুগী আত্মাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তবুও এখন তোমরা সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ হয়েছো । তোমরা কিন্তু নিজেদের সঙ্গম যুগী মনে করো । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের পরমধামের মালিক বানাচ্ছেন । গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা বুঝতে পারো যে ওরা কলিযুগের বাসিন্দা আর আমরা সঙ্গম যুগের বাসিন্দা । ওরা বিকারী বকের সদৃশ আর আমরা নির্বিকারী হংস । কেবল বাইরে দেখালে চলবে না । অন্তর্যামী বাবা অন্দর থেকে সবকিছু জানেন ।

বাবা বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা কোনো পাপ কর্ম করো না । বলা হয় -- এক পয়সার চুরিই হোক আর লাখ টাকা চুরি - চুরি তো চুরিই । এক বার চুরি করলে দুয়েক বছর তার দিকে সন্দেহ থাকেই । সন্দেহ সহজে দূর হয় না । সুতরাং কেন এমন কাজ করবে? এই সব কাজই মায়া করায় । মায়া যখন মাথা মুড়িয়ে নেয় তখন স্মৃতি ফিরে আসে -- আমরা এইসব কি করেছি ? তখন বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে । বাবা বলেন -- আচ্ছা বাচ্চারা, কোনো অসুবিধা নেই, আর করো না । খুব ভালো যে ভুল করে স্বীকার করলে । না হলে পাপ বৃদ্ধি হয়ে যেতো । বাচ্চারা বাবাকে লিখে থাকে -- বাবা, ক্রোধ করেছি, মুখ কালো করে ফেলেছি । নিজেরও করেছি, স্ত্রীরও করেছি । বাবা লেখেন - বাবার হয়ে প্রতিজ্ঞা করে যদি কালো মুখ করেছো, ব্রাহ্মণ কুলে যদি কলঙ্ক লাগিয়েছো তাহলে সাজার অধিকারী হয়ে যাবে । উঁচুর থেকেও উঁচু হলো ব্রাহ্মণ কুল, দেবতাদের থেকেও উচ্চ । তোমরা ব্রাহ্মণরা ভারতকে পতিত থেকে পাবন বানাও । তোমরা সত্যযুগ আর ত্রেতাতে ২১ জন্ম রাজ্য ভাগ্য ভোগ করেছিলে, তখন তোমরা সুন্দর ছিলে, তারপর ৬৩ জন্ম কাম চিতাতে বসে কালো হয়ে গেছো, তখন শ্যাম হয়ে গেছো । বলা হয় -- সাগরের সন্তানরা কাম চিতাতে বসে ভস্ম হয়ে গিয়েছিলো । তারপর সাগর স্তান বর্ষণ করেছিলো তখন তারা জাগ্রত হয়েছিলো । গোরা হয়ে গিয়েছিলো । এই শ্রীকৃষ্ণের আত্মাকে অবশ্যই ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে হয় । ২১ জন্ম সুন্দর আর ৬৩ জন্ম শ্যাম । এখন তার চরণ পুরানো দুনিয়ার দিকে আর মুখ নতুন দুনিয়ার দিকে । যে এক নম্বর পূজ্য আত্মা ছিলো, সেই আবার পূজারী হয়ে এখন লাষ্ট নম্বরে । তিনি নিজেই পূজারী হয়ে নারায়ণের পূজা করতেন । এখন নিজেই নারায়ণ তৈরী হন, এনাকেই আবার এক নম্বরে যেতে হবে । ব্রহ্মার দিন হলো স্বর্গ আর ব্রহ্মার রাত হলো নরক । শিব বাবা এই রাতকেই দিন বানাতে আসেন । এখন অর্ধেক কল্পের রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন হয় । শিবরাত্রি বলা হয় কিন্তু শিবের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম বলে দিয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রাত্রিবেলা হয়েছে । এ হলো শিব বাবার কথা । শিব বাবার তিথি - তারিখ, সময়ের কিছুই খবর নেই যে তিনি কখন এসেছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের সময়ের হিসাব আছে, তিনি পুনর্জন্মে আসবেন । শিব বাবা তো চট করে এসে পরিচয় দান করেন । কিছু সময় পর্যন্ত জানাই যায় না যে, ইনি কে এসেছেন ? কে বলছেন ? পরে জানা যায় যে, ইনি তো শিব বাবা, স্তানের সাগর । শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুত্রী স্থাপনা করেন । ব্রহ্মা হলেন ইনি । কৃষ্ণপুত্রীও এখানেই । লক্ষ্মী - নারায়ণের সিংহাসনে পরের দিকে বিষ্ণুর চিত্র হয়, কিন্তু স্তান তো কিছুই নেই । যেমন গভর্নমেন্টের ত্রিমূর্তির চিত্র আছে । এ হলো বোঝার মতো কথা । বাচ্চারা বেশী বোঝে না, যদিও লৌকিক আর পারলৌকিক বাবার কনট্রাস্ট তো বোঝো, তাই না । মানুষ স্মরণও করে -- হে পতিত পাবন, দয়ালু, দুঃখহর্তা, সুখকর্তা । সত্যযুগে কেউ স্মরণ করে না । বাবা এখানেই সব মনোকামনা পূরণ করে দেন । সত্যযুগে মানুষ এতো অগাধ ধন প্রাপ্ত করে যে ওখানে মাথা ঠোকার কোনো দরকার নেই । তোমাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা উচিত । যারা চলে না, মনে করবে তারা অনাথ, তাদের বক সদৃশ মনে করা হয় । তাই হংস এবং বকের সঙ্গেও থাকতে হয় । গৃহস্থ জীবনে তো থাকতেই হবে তাই রিপোর্টও আসে - এই ভাই ঝগড়া করে, অমুকে ঝগড়া করে, দুনিয়াতে ঝগড়াই ঝগড়া । পবিত্রতার উপরও ঝগড়া চলতে থাকে । তোমাদের থাওয়া - দাওয়ার সাবধানতাও রাখতে হয় । তাই অনেকের জন্যই অসুবিধা হয়ে যায় । বাবা কতো বোঝান, তোমরা স্মরণে থেকে ভোজন করো, কিন্তু এই নির্দেশের গুরুত্ব দেয় না ।

তোমাদের অভ্যাস করার প্রয়োজন। তোমরা হলে পবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর শক্তি। স্মরণের দ্বারা পাপ ভস্ম হয়ে যায়। এতে অনেক পরিশ্রম তাই কোটির মধ্যে কয়েকজন বের হয়। পুরুষার্থ করাতেও ফেল করে যায়। আশ্চর্যবৎ বাবার বনন্তি, বাবার কহন্তি। তবুও শ্রীমতে চলে না, তাই গিরন্তি, ভাগন্তি। মায়া আকর্ষণ করে তাই বাবাকে তালুক দিয়ে দেয়। পূর্ব কল্পে যা হয়েছিলো, তাই আবার রিপটি হবে, এতে পরিশ্রমের প্রয়োজন। যারা শ্রীমতে চলবে তারাই ধারণা করতে পারবে। মাস্টা - বাবা বলে অনুসরণ না করলে দুর্গতি প্রাপ্ত করবে অর্থাৎ কম পদ প্রাপ্ত করবে। অশিক্ষিতরা, শিক্ষিত আত্মার সামনে মাথা নত করবে। তারা দাস - দাসী হবে। যারা ব্রাহ্মণ হবে না, তারা প্রজাতে পাই পয়সার পদ প্রাপ্ত করবে। আর কোনো ধর্ম স্থাপনকারী রাজস্ব স্থাপন করেন না। অসীম জগতের পিতাই ভবিষ্যতের জন্য রাজস্ব স্থাপন করেন। পবিত্র হওয়ার জন্য তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা ফুল তৈরী হও আর যারা বিকারে যায় তারা কাঁটা তৈরী হয়। একে অপরকে আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ দিতে থাকে। এ হলো কাঁটার দুনিয়া। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে ফুল তৈরী হচ্ছে। সত্যযুগ হলো ফুলের বাগান। সঙ্গম যুগে জঙ্গল থেকে বাগান তৈরী হয়। এ হলো কল্যাণকারী সঙ্গম অথবা কুস্ত। এখানে আত্মা আর পরমাত্মার মিলন হয়। তোমরা এখন জানো যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। তোমরা তো অনুভাবী, তোমাদের সার্ভিসও করতে হবে। মনকে জিপ্তেস করো, আমরা কতজনের সার্ভিস করেছি। জ্ঞান থাকলে এই সার্ভিসে লেগে যেতে হবে। জ্ঞান না থাকলে সেবাও হবে না, তখন উচ্চ পদও প্রাপ্ত হবে না। ভাগ্যে না থাকলে তখন পুরুষার্থও করে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার নির্দেশকে আচরণে আনতে হবে। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। স্মরণে থেকে ভোজন করার অভ্যাস করতে হবে।

২) মাতা - পিতার সমান সেবা করতে হবে। বড়দের অবশ্যই সম্মান করতে হবে। রুহানি সোস্যাল ওয়ার্কার হয়ে সবাইকে বাবার পরিচয় প্রদান করতে হবে।

বরদানঃ:- কল্যাণকারী সময়ের স্মৃতির দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎকে জেনে মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব যদি তোমাদের কেউ জিপ্তেস করে যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ কেমন? তাহলে বলো -- আমরা জানি যে আমাদের ভবিষ্যৎ খুবই ভালো। কেননা আমরা জানি যে, কাল যা হবে তা খুবই ভালো হবে, যা হয়ে গিয়েছে, তাও ভালো, যা হচ্ছে তা আরো ভালো আর যা ভবিষ্যতে হবে তা আরো অত্যন্ত ভালো। যারা মাস্টার ত্রিকালদর্শী বাচ্চা, তাদের নিশ্চয় থাকে যে, এই সময় হলো কল্যাণকারী, আমাদের বাবা কল্যাণকারী আর আমরা হলাম বিশ্ব কল্যাণকারী, তাই আমাদের অকল্যাণ হতে পারে না।

স্নোগানঃ:- সমাপ্তির সময়কে নিকটে আনতে হলে সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে, সেইজন্য দৈবী ম্যানার্স ধারণ করো, আসুরীয় অবগুণগুলিকে পরিত্যাগ করতে থাকো, পবিত্র হও"

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি কথার ভিত্তিতে দৈবী ম্যানার্স ধারণকারীদের পরখ করা যেতে পারে?

*উত্তরঃ - সার্ভিসের মাধ্যমে। কতখানি পতিত থেকে পবিত্র হয়েছে এবং কতজনকে পবিত্র করার সেবা করে। ভালো পুরুষার্থী নাকি এখনো পর্যন্ত অবগুণ রয়েছে? এ'সব সার্ভিসের দ্বারাই জানা যায়। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় মিশন হলোই দৈবী ম্যানার্স শেখানোর। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে পতিত মানুষকে পবিত্র করার সেবা করে থাকো।

*গীতঃ- ওম নমঃ শিবায়...

ওম শান্তি । ভক্তি মার্গে মহিমা করে থাকে - শিবায় নমঃ...। উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন শিব, ওঁনাকেই শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলা হয়ে থাকে আর শিব পরমাত্মায় নমঃ..... পার্থক্য হয়ে যায়, তাই না! পরমাত্মা হলেন এক, তিনি হলেন সর্বোচ্চ। ওঁনার মহিমাও উচ্চ। এইসময় উচ্চ থেকেও উচ্চ কর্তব্য করে থাকেন। ওঁনার নিবাস স্থান(ধাম) সর্বোচ্চ। নামও উচ্চ, আর কাউকে পরমাত্মা বলা যায় না। পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই গায়ন রয়েছে - হে পতিত-পাবন, আসেনও পতিত দুনিয়ায় এবং পতিত শরীরে। পতিত শরীরের নাম হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে বলেন - আমি অনেক জন্মের অন্তিম চরণে সাধারণ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে থাকি। সূক্ষ্মলোক-নিবাসী সম্পূর্ণ ব্রহ্মার মধ্যে আসি না। তিনি স্বয়ং বলেন - এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আসি। অনেক জন্ম নেয় রাধা-কৃষ্ণ ওঁনাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম হলো সাধারণ। এইরকম তো বলা হয় না যে আমি পবিত্র শরীরে প্রবেশ করি। ভগবানুবাচ -- আমি সাধারণ শরীরে আসি। এখন ভগবান অবশ্যই এসে এই সাধারণ শরীরের দ্বারা আত্মাদেরকে বসে-বসে বুদ্ধিয়ে থাকেন যে আমি হলাম পরমপিতা পরমাত্মা। আমি কৃষ্ণের আত্মা নই, না আমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের আত্মা। আমি হলাম পরমপিতা পরমাত্মা, যাকে শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়ে থাকে। আমি এঁনার মধ্যেই আসি, আমি সূক্ষ্মলোক-নিবাসী ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করি না। আমায় এখানে পতিতদের পবিত্র করতে হবে। আমার দ্বারাই এই সূক্ষ্মলোক-নিবাসী ব্রহ্মা পবিত্র হয়েছে। সেইজন্য এঁনাকে সূক্ষ্ম দেখানো হয়েছে। কত ভালোভাবে বুদ্ধিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষ শুনেও না শোনার ভান করে উল্টো কথায় চলতে থাকে। আসুরীয় বুদ্ধির দ্বারা শুনে থাকে। ঈশ্বরীয় বুদ্ধির দ্বারা শুনে তখন সংশয় দূর হয়ে যায়। ত্রিমূর্তির চিত্র দেখানো ব্যতীত বোঝানো মুশকিল। ওরা তো ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা নাম রেখে দিয়েছে, কারণ শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া রচনা করেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন সম্মুখে বসে রয়েছে। সকলেই পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। যে যতখানি তৈরী হবে তা সার্ভিসেই দেখা যাবে। এ হলো ভালো পুরুষার্থী। এর মধ্যে অনেক অবগুণ রয়েছে। দেবতাদের মধ্যে দৈবীগুণ ছিল। প্রত্যেকেই নিজের আসুরীয় গুণ আর ওঁনাদের দৈবীগুণের বর্ণনা করেন। এখন আসুরীয় অবগুণগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে। নাহলে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না।

বাবা বুদ্ধিয়ে থাকেন বাচ্চারা, দৈবীগুণ ধারণ করো। খাদ্য-পানীয়, চাল-চলনে ম্যানার্স থাকা উচিত। অপবিত্র মানুষদের অসদাচারী (অভদ্র) বলা হবে। দেবতার সাদাচারী ছিলেন তবেই তো তাদের গায়ন করা হয়। প্রত্যেককে পুরুষার্থ করতে হবে, যে করবে সে পাবে। এখন ঈশ্বর তোমাদেরকে সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞান শেখাচ্ছেন। জ্ঞানের সাগর হলেন অদ্বিতীয় পিতা। যিনি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করে সদগতিতে নিয়ে যান। ওঁনাকে সুখদেবও বলা হয়ে থাকে। তাই এখানকার সব কথাই আলাদা। যারা ব্রাহ্মণ হবে তাদের বুদ্ধিতেই এই জ্ঞান বসবে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করে - দাদাকে ব্রহ্মা কেন বানানো হয়েছে? বলা, এ'সব কথা বসে বোঝো। আমরা তোমাদের এঁনার ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাবো। সমস্ত ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মা কুমারীরা পবিত্র হয়ে দেবতা হয়ে যাবে। পবিত্র হওয়া ব্যতীত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। ভগবান হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) নিরাকার শিববাবা। উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য অবশ্যই ব্রহ্মার শরীরে আসবেন। উনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, সূক্ষ্মলোক-নিবাসী ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা যাবে না। ওখানে কি প্রজা রচনা করবেন নাকি! না তা করবেন না। আমরা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা সাকারে রয়েছে, সেইজন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মাও সাকারে রয়েছে। এই রহস্য এসে বোঝো। আমরা এই দাদাকে ঈশ্বর বলি না। ইনি হলেন প্রজাপিতা, এঁনার শরীরেই শিববাবা আসেন, পবিত্র করতে।

এখানে কেউই পবিত্র নয়। ত্রিমূর্তি শিবের বদলে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার কোনো অর্থ হয় না। ব্রহ্মাকে মানুষের রচয়িতাও বলা হয়, সেইজন্য প্রজাপিতা বলা হয়ে থাকে। ঔঁনার মধ্যে সেই নিরাকার প্রবেশ করে উত্তরাধিকার দেন। সূক্ষ্মলোক-নিবাসী ব্রহ্মা হলেন পবিত্র। তিনিও পতিত থেকে পবিত্র হন। আমরা ব্রাহ্মণেরাও পতিত থেকে পবিত্র দেবতায় পরিণত হই। শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে দেবতা বলা হয়ে থাকে। ভগবানই হলেন ভক্তের রক্ষক। তিনিই সকলকে সংগতি দেবেন। তিনি হলেন পতিত পাবন, সেইজন্য অবশ্যই এসে পতিতদের পবিত্র বানাবেন। সর্বপ্রথমে পবিত্র হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ। তারা অবশ্যই পুনর্জন্ম নিয়ে থাকেন। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হলে পুনরায় সাধারণ মানুষ হয়ে যান। ঔঁনার মধ্যে পুনরায় বাবা প্রবেশ করেন। তাই ইনি হলেন ব্যক্ত (সাকারী) ব্রহ্মা, উনি হলেন অব্যক্ত (আকারী) ব্রহ্মা। সূক্ষ্মলোকে সৃষ্টি রচনা করা হয় না। অধিকাংশ লোকই এই কথায় বিভ্রান্ত হয়, সেইজন্য তোমাদের বোঝাতে হবে, বাবা বলেন - অনেক জন্মের অর্থাৎ ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্মে প্রবেশ করি। ভারতের প্রথমে দেবী-দেবতারা এসেছিল, তারপর তারা পিছনে চলে যাবে। পুনরায় তারাই গিয়ে প্রথমে দেবী-দেবতা হবে। বিরাটরূপের চিত্রও অবশ্যই হওয়া উচিত। বাচ্চারা, অর্থ-সহ তৈরী করেছে। ব্রাহ্মণ হলো টিকি, দেবতা হলো মাথা, ক্ষত্রিয় হলো হাত, বৈশ্য হলো পেট, শূদ্র হলো পা। শূদ্রের পরে পুনরায় ব্রাহ্মণ। বর্ণেরও চক্র হয়ে যায়, তাই না! এও বুঝতে এবং বোঝাতে হবে।

বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন যে সংবাদপত্রে পড়েন যে অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। তাই চিঠিতে লিখে পাঠানো উচিত যে, স্বর্গবাসী হয়েছেন তাহলে অবশ্যই নরকে ছিলেন। আর এখন হলো নরক তাহলে পুনর্জন্মও নরকেই নেবেন। যদি স্বর্গেই গেছেন তাহলে পুনরায় তাকে ডেকে নরকের ভোজন করাও কেন? তোমরা কাল্পনিক করে কেন কিন্তু এতটুকুও বুদ্ধি নেই যে বোঝে স্বর্গের স্থাপনা তো বাবাই এসে করে থাকেন। রাজসোগ শিখিয়ে থাকেন। তোমরা ব্রাহ্মণেরা সঙ্গমে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে আর বাকি সকলেই রয়েছে কলিযুগে। সঙ্গমেই আত্মা-পরমাত্মা মিলিত হচ্ছে, একেই কুন্ডের মেলা বলা হয়ে থাকে। তোমরা জ্ঞান-গঙ্গার জ্ঞানসাগর থেকেই বেরিয়েছো। ভক্তিতে মনে করে গঙ্গায় স্নান করলেই পবিত্র হয়ে যাবে পবিত্র বানানো তো তোমাদের মিশনের কর্তব্য। এ হলো ঐশ্বরীয় মিশন। তোমরাই শ্রীমতানুসারে পতিত মানুষকে পবিত্র দেবতায় পরিণত করো। শ্রীকৃষ্ণ পতিত-পাবন নন। তিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপর শেষে ব্রহ্মা-সরস্বতী। আদিদেব, আদি-দেবী হয়ে যান, এখন এইসকল কথা কে বুঝিয়েছেন? শিব পরমাত্মায় নমঃ, গেয়েও থাকে - হে পরমপিতা পরমাত্মা তোমার গতি-মতি সকলের থেকে আলাদা। তিনি শ্রীমৎ দেন গতির জন্য। গতি আর সঙ্গতি। দুর্দশাগ্রস্তদের সঙ্গতি প্রদানকারী। ঔঁনার শ্রীমৎ সমস্ত মানুষের থেকে আলাদা। এছাড়া ভক্তি মার্গ হলো গভীর রাত্রি। অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞান, দিন। শিববাবা বলেন আমি অন্ধকার রাতে আসি, রাতকে দিনে পরিণত করতে। এই জ্ঞান একমাত্র জ্ঞানসাগর শিববাবার কাছেই রয়েছে। ঋষি মুনি ইত্যাদিরা সকলেই বলে এসেছেন যে পরমাত্মা অসীম (অন্তহীন)। বাবাকে না জানলে তাহলে তো সে নাস্তিকই হয়ে গেল। অর্ধেককল্প হলো নাস্তিক, অর্ধেককল্প হল আস্তিক। তোমরা এখন বাবাকে, বাবার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো, আর কেউ জানে না সেইজন্য বলা হয়ে থাকে - অনাথ। অনেক ধর্ম, অনেক মত হয়ে গেছে। বাবা এখন বলেন, এই পুরনো দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে (সন্ন্যাস নিতে) হবে। স্মরণ করতে হবে শান্তিধাম আর সুখধামকে। যত স্মরণ করবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। গৃহস্থী জীবনে অবশ্যই থাকো, কেবল পবিত্র হও। কাজকর্ম ব্যতীত গৃহস্থ চলবে কিভাবে? কেবল পবিত্র হতে হবে আর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন আমি স্বর্গকারও। তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুই-ই হলো অপবিত্র সেইজন্য তোমাদের আত্মা যখন পবিত্র হবে তখন শরীরও পুনরায় পবিত্র পাবে। প্রকৃত সোনার গহনাও এইভাবেই তৈরি হয়, তাই না! এখন তো আত্মা এবং শরীর দুই-ই আইরন এজেড। তারপর পবিত্র হওয়ার যুক্তি বাবা বলে দেন। সেইজন্য বলা হয় তোমার গতি-মতি, শ্রীমৎ সবকিছুর থেকে আলাদা। এখন তোমরা জেনেছো যে এই সঙ্গতির রাস্তা কেউ বলে দিতে পারেনা। গায়ন করা হয় তাহলে অবশ্যই কিছু করে গেছেন। এখন হলো কলিযুগ, তারপর সত্যযুগ হবে। তোমরা সঙ্গমে বসে রয়েছে। তোমরা হলে ব্রহ্মাবংশীয় ব্রাহ্মণ। পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকো। তোমাদের যুদ্ধ হলো মায়ার সাথে। মায়ার কাছে অনেকেই পরাজিত হয়ে যায়। কাম-বিকারের ঘুমি জোরে লাগে। বাবা বলেন সতর্ক হয়ে থাকো। যদি পড়ে যাও তাহলে পুনরায় কাউকে বলতে পারবেনা যে কাম হলো মহাশত্রু। বাবা বলেন তবুও পুরুষার্থ কর একবার হারিয়েছ, দ্বিতীয়বার হারিয়েছ, তারপর তৃতীয়বার যদি হারাও তাহলেই শেষ। পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞা যখন করেছে তখন তাতেই সম্পূর্ণরূপে (টিকে) থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় অপবিত্র হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সকলেই তো প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকে না। পড়েও যেতে থাকে। কেউ আবার বাবাকে ত্যাগও করে দেয়। অনেকে পালিয়েও যায়। শেষপর্যন্ত তোমাদের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার হবে যে কে কি হবে! পুরুষার্থ সম্পূর্ণরূপে করা উচিত। যে দুঃখ দেয় সে দুঃখী হয়ে মারা যায়। বাবা তো সকলকে সুখ প্রদান করেন। তোমাদের কাজও হলো সকলকে সুখ প্রদান করা। কর্মেও কাউকে দুঃখ দিলে তখন দুঃখী হয়ে মারা যাবে। পদও ব্রষ্ট হয়ে

যাবে। অসীম জগতের বাবার সাথে সম্পূর্ণ আঞ্জাকারী, বিশ্বস্ত হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সাথে বিশ্বস্ত, আঞ্জাকারী হয়ে থাকতে হবে। কখনো কাউকে দুঃখ দেবে না।

২) বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কাম বিকারের চোট কখনো খাওয়া উচিত নয়। এর থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

বরদানঃ:- মালিক ভাব এর স্মৃতির দ্বারা শক্তিগুলিকে অর্ডার অনুযায়ী চালনাকারী স্বরাজ্য অধিকারী ভব বাবার দ্বারা যা কিছু শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে সেই সকল শক্তিগুলিকে কার্যে ব্যবহার করো। সময় অনুযায়ী শক্তিগুলিকে ইউজ করো। কেবল মালিক ভাব এর স্মৃতিতে থেকে তারপর অর্ডার করো তাহলেই শক্তিগুলি তোমার অর্ডার মান্য করবে। যদি দুর্বল হয়ে অর্ডার করো তাহলে মানবে না। বাপদাদা সকল বাচ্চাকেই মালিক বানিয়ে দেন, দুর্বল নয়। সকল বাচ্চাই হলো রাজা বাচ্চা, কারণ স্বরাজ্য হলো তোমাদের বার্থ রাইট (জন্মগত অধিকার)। এই জন্মগত অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।

স্লোগানঃ:- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রতিটি কর্ম করো তবেই সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

এখন এই যে আমরা বলে থাকি যে প্রভু আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে ওই পাড়ে নিয়ে চলো, ওই পারের মানে কি? লোকেরা মনে করে ওই পারের অর্থ হলো জন্ম-মৃত্যুর চক্রে না আসা অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যাওয়া। এখন এ তো হলো মানুষের বলা। কিন্তু তিনি বলেন বাচ্চারা, যেখানে সত্যিকারের সুখ-শান্তি রয়েছে, দুঃখ-অশান্তির থেকে দূরে, একে কোনো দুনিয়া বলা যায় না। যখন মানুষ সুখ চায় আর সেটাও আবার এই জীবনেই থাকা উচিত, এখন ও'টা হলো সত্যযুগী বৈকুণ্ঠ, দেবতাদের দুনিয়া ছিল, যেখানে সর্বদা সুখী জীবন ছিল, সেই দেবতাদেরকেই অমর বলা হতো। এখন অমরেরও কোনো অর্থ নেই। এইরকমও তো নয় দেবতাদের আয়ু এত বড় ছিল যে কখনো মৃত্যুই হতো না, এখন এটা বলা তাদের ভুল কারণ এইরকম হয় না। ওঁনাদের আয়ু কখনো সত্যযুগ-ত্রৈতা পর্যন্ত চলে না, বরং সত্যযুগ-ত্রৈতায় দেবী-দেবতাদের জন্ম অনেকবার হয়, ২১ জন্ম তো তারা ভালোভাবে রাজত্ব করেছে তারপর আবার ৬৩ জন্ম দ্বাপর থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত টোটাল তাদের জন্ম হলো উত্তরণ (চড়তি) কলার যারা তাদের ২১ জন্ম আর অবতরণ কলার যারা তাদের হলো ৬৩, মানুষ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। এছাড়া এই যে মানুষ মনে করে যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনির মাধ্যমে কর্মভোগ করে, এও বলা ভুল। যদি মানুষ নিজের কুলেই (যোনিতেই) সুখ-দুঃখ দুই পাটই ভোগ করতে পারে তাহলে তাদের পশু যোনিতে ভোগ করার দরকার কি? মানুষের তো এখন এই নলেজই নেই, মানুষ তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। এছাড়া সৃষ্টিতে পশু, পাখি ইত্যাদি টোটাল ৮৪ লক্ষ যোনি হতে পারে। যেমন অনেক ধরনের জন্ম হয়, তাতেও মানুষ মানুষের যোনিতেই নিজের পাপ পুণ্য (কর্মফল) ভোগ করেছে। আর পশু নিজের যোনিতে ভোগ করেছে। না মানুষ পশু যোনিতে জন্ম নেয়, আর না পশু মানুষের যোনিতে আসে। মানুষকে নিজের যোনিতেই কর্মভোগ করতে হয় তবেই দুঃখ সুখের অনুভূতি আসে। তেমনি পশুদেরও নিজেদের যোনিতেই সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হবে। কিন্তু তাদের এই বুদ্ধি নেই সে এই ভোগ কোন কর্মের ফলে করতে হচ্ছে। তাদের কর্মভোগও মানুষই অনুভব করে কারণ মানুষ বুদ্ধিমান, এছাড়া এইরকম নয় যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনি(জন্ম-চক্র) ভোগ করে। জড় বৃক্ষও জন্ম নেয়, এ তো সহজ এবং বিবেকের কথা যে জড় বৃক্ষ কি কর্ম-অকর্ম করেছে যে তাদের হিসেব-নিকেশ তৈরি হবে! যেমন দেখো গুরু নানক সাহেব এমন মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন - অন্তিম কালে যে পুত্রকে স্মরণ করবে - এইরকম চিন্তায় থেকে যার মৃত্যু হয় সে শুয়োরের যোনিতে (জন্মচক্রে) চলে যাবে.... কিন্তু এমন বলার মানে এটা নয় যে মানুষ কোনো শুয়োরের যোনিতে জন্ম নেয়। শুকরের মানে হলো এই যে মানুষের কাজও এমনধরনের হয় যেমন পশুর কার্য হয়ে থাকে। এছাড়া এমন নয় যে মানুষ কোনো পশু হয়ে যায়। এখন এ তো হলো মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য শিক্ষা দেওয়া, সেইজন্য এই সঙ্গমের সময় নিজের জীবনকে পরিবর্তন করে

পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। আচ্ছা -- ওম্ শান্তি

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিশাল বুদ্ধি ধারণ করে সম্পূর্ণ বিশ্বকে দুঃখধাম থেকে সুখধাম, পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সেবা করতে হবে, নিজের সময় বাঁচাতে হবে, ব্যর্থ সময় নষ্ট করা উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - এই জ্ঞান মার্গে কে হেল্দি আর কে আনহেল্দি?

*উত্তরঃ - হেল্দি সেই যে বিচার সাগর মন্ডন করে জীবনে রমনীয়তার অনুভব করে আর আনহেল্দি সে যার বিচার সাগর মন্ডন চলে না। যেমন গরু খাওয়ার পর সারাদিন ধরে জাবর কাটতে থাকে, মুখ চলতেই থাকে। মুখ না চললে বোঝা যায় যে অসুস্থ, এখানেও ঠিক তাই।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা অসীম জগতের পিতার কাছে আসে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য, কেননা বাচ্চারা জানে যে অসীমের পিতার কাছে থেকে বিশ্বের বাদশাহী পাওয়া যায়। এটা কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এটা সবসময় স্মরণে থাকলে বাচ্চারা অপার খুশিতে থাকবে। বাবা যে ব্যাজ তৈরি করেছেন, একে চলতে-ফিরতে ক্ষণে-ক্ষণে দেখতে থাকো। আহা! ভগবানের শ্রীমতে আমরা এই হতে যাচ্ছি। ব্যাস ব্যাজ দেখে বাবা - বাবা করতে থাকো। তবেই সবসময় স্মরণে থাকবে। আমরা বাবার মাধ্যমে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হই। সুতরাং বাবার শ্রীমত অনুসারে চলা উচিত তাইনা। মিষ্টি বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধি হওয়া চাই। সারাদিন সাভিসের জন্যই ভাবনা চলা উচিত। বাবার তো সেই রকম বাচ্চা প্রয়োজন যারা সার্ভিস ছাড়া থাকতে পারে না। তোমরা বাচ্চাদের সম্পূর্ণ বিশ্ব ঘিরে ফেলতে হবে অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বকে দুঃখধাম থেকে সুখধাম করে তুলতে হবে। ভালো স্টুডেন্টসকে দেখে টিচারেরও পড়াতে মজা হয়। তোমরাও এখন স্টুডেন্টসের সাথে-সাথে অনেক উঁচু টিচার হয়ে গেছ। টিচার যত ভালো হবে, ততই অনেককেই নিজের সমান করে তুলবে। এতে কখনোই ক্লান্ত হবে না। ঈশ্বরীয় সার্ভিসে অপার খুশি থাকে। বাবারও সাহায্য পাওয়া যায়। ইনি অসীমের খুব বড় ব্যবসায়ী - ব্যবসায়ীরাই ধনবান হয়। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা)ও জ্ঞান মার্গে খুব উত্সাহী ছিলেন। বাবাও অসীমের ব্যবসায়ী তাইনা। কারবার বড় ফার্স্টক্লাস, কিন্তু এর জন্য খুব সাহস ধারণ করতে হয়। নতুন-নতুন বাচ্চারাও পুরানোদের থেকে পুরুষার্থে এগিয়ে যেতে পারে। প্রত্যেকের ভাগ্য ইন্ডিভিজুয়াল, (আলাদা) সুতরাং পুরুষার্থও ইন্ডিভিজুয়াল করতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে নিজের চেকিং করা উচিত। এইভাবে যারা চেকিং করে তারা দিনরাত পুরুষার্থ করতে থাকবে। তারা বলবে আমরা নিজের সময় কেন নষ্ট করব, যতটা সম্ভব সময় সেভ করব। নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করে, আমি কখনও বাবাকে ভুলে যাব না। স্কলারশিপ নিয়েই ছাড়ব। এরকম বাচ্চারা সাহায্যও পেয়ে থাকে। এরকমই নতুন-নতুন পুরুষার্থী বাচ্চা তোমরা দেখবে, সাফাৎকারও করতে থাকবে। যেমন শুরুতে হয়েছিল তেমনটাই ঠিক শেষে গিয়ে দেখবে। যত কাছে যাবে (লক্ষ্য বস্তুর) ততই খুশিতে নৃত্য করবে। অন্যদিকে রক্তের খেলা চলতে থাকবে।

বাচ্চারা তোমাদের ঈশ্বরীয় রেস চলছে। যত দ্রুত দৌড়াবে ততই নতুন দুনিয়ার দৃশ্য কাছে আসতে থাকবে। খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। দৃশ্য যার সামনে দেখা দেবে না তার খুশিও থাকবে না। এখন তো কলিযুগের দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আর সত্যযুগের দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত। শিববাবা স্মরণে থাকলে স্বর্গের উত্তরাধিকারও স্মরণে থাকবে। স্বর্গের উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলে শিববাবাও স্মরণে থাকবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা এখন স্বর্গের দিকে যাচ্ছি, পা নরকের দিকে, মাথা স্বর্গের দিকে। এখন তো ছোট-বড় সবারই বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাবার(ব্রহ্মা) সবসময়ই এই নেশা থাকে অহো! আমিই এই ছোট্ট শিশু কৃষ্ণ হব। যার জন্য কন্যারা আগাম উপহারও পাঠিয়ে থাকে। যার মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চয় আছে সেই গোপিকারাই উপহার পাঠায়, তারা অতি অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করে। আমরাই অমরলোকের দেবতা হব। কল্প পূর্বেও আমরা হয়েছিলাম তারপর ৮৪ বার পুনর্জন্ম নিয়েছি। এই ডিগবাজির কথা স্মরণে থাকলেও ওহ্ সৌভাগ্য - সবসময় অপার খুশিতে থাকো। অনেক বড় লটারি পেয়েছি। ৫ হাজার বছর আগেও আমরা রাজ্য ভাগ্য পেয়েছিলাম আবার আগামীতে পাব। ডামায় নির্ধারিত হয়ে আছে। যেমন কল্প পূর্বে জন্ম নিয়েছিলাম তেমনই নেব। ওরাই আমাদের মা-বাবা হবে। যিনি কৃষ্ণের বাবা ছিলেন তিনিই আবার হবেন। এইভাবেই যারা বিচার সাগর মন্ডন করবে তারাই মাধুর্যময় হয়ে থাকবে। যারা বিচার সাগর মন্ডন করবে না অর্থাৎ তারা আনহেল্দি। গরু ভোজন করার পর সারাদিন ধরে জাবর কাটতে থাকে, ওদের মুখ চলতেই থাকে। মুখ না চললে বোঝা যায় যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখানেও ঠিক তাই। অসীম জগতের পিতা আর দাদা দুজনেরই মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি কত ভালোবাসা, কত ভালোবাসার সাথে পড়ান। কালো থেকে গৌর (সুন্দর) করে তোলেন। সুতরাং বাচ্চাদেরও খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। স্মরণের

যাত্রাতেই খুশির পারদ বৃদ্ধি পাবে। বাবা কল্পে-কল্পে এসে কত ভালোবাসা আর স্নেহের সাথে সার্ভিস করে থাকেন। ৫ তম সমেত সবকিছু পবিত্র করে তোলেন। কত বিশাল এই অসীমিত সেবা। বাবা অপার ভালোবাসা দিয়ে বাচ্চাদের শিক্ষাও প্রদান করেন কেননা বাচ্চাদের সংশোধন করা বাবা এবং টিচারের কর্তব্য। বাবার শ্রীমত, যার মাধ্যমে বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে। যত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করবে ততই শ্রেষ্ঠ হবে। এটাও চাটে লেখা উচিত যে শ্রীমত অনুসারে চলি নাকি নিজের মনমত অনুসারে চলি। শ্রীমত অনুসারে চললেই তোমরা অ্যাকুইরেট হতে পারবে। বাবার প্রতি যত প্রীত বুদ্ধি থাকবে ততই গুপ্ত খুশি অনুভব হবে আর উচুতে উঠবে। নিজের অন্তর্মর্মনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে এতো অপার খুশি কি আমার মধ্যে আছে! বাবাকে কি এতোটাই ভালোবাসি! ভালোবাসা মানেই তাঁকে স্মরণ করা। স্মরণের দ্বারাই এভারহেল্দি, এভারওয়েল্দি (সবসময়ের জন্য স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধশালী) হতে পারবে। পুরুষার্থ করতে হবে আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। এক শিববাবারই স্মরণ থাকবে, স্বদর্শন চক্রে ঘুরবে তবেই প্রাণ শরীর ত্যাগ করবে। এক শিববাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নয়। এটাই অন্তিম মন্ত্র অথবা বশীকরণ মন্ত্র, রাবণের উপর জয়ী হওয়ার মন্ত্র।

বাবা বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা এতো দীর্ঘ সময় ধরে তোমরা দেহ-অভিমাণে ছিলে এখন দেহী-অভিমাত্রী হওয়ার অভ্যাস করতে থাকো। দৃষ্টি পরিবর্তন হওয়াই নিশ্চয় বুদ্ধির চিহ্ন। সব দেহের সম্পর্ক ভুলে গিয়ে নিজেকে গডলি স্টুডেন্ট মনে কর, আত্মা ভাই-ভাই এই দৃষ্টি হতে হবে, তবেই ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী ভাই-বোনদের দৃষ্টি পরিপক্ব হয়ে যাবে। সকাল-সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করো - ঘুম আসলে উপার্জনে লোকসান হয়ে যাবে। অমৃতবেলায় উঠে বাবার সাথে মিষ্টি-মিষ্টি বার্তালাপ করো। বাবা, তুমি আমাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিয়েছ, বাবা, তুমি সত্যিই বিস্ময়কর! বাবা তুমি আমাদের অগাধ খাজানা দিচ্ছে, বিশ্বের মালিক করে তুলছো! বাবা আমরা কখনও তোমাকে ভুলব না। আহার করার সময়, কাজকর্ম করার সময় বাবা তোমাকেই স্মরণ করব। এমনই সব প্রতিজ্ঞা করতে-করতে তারপর স্মরণে পরিপক্ব হয়ে যাবে। মোস্ট বিলভেড বাবা নলেজফুল আর ক্লিসফুল। নম্বর ওয়ান পতিত থেকে তিনি আমাদের নম্বর ওয়ান পবিত্র করে তোলেন। শুধুমাত্র মিষ্টি-মিষ্টি বাবার স্মরণে বৃন্দ হয়ে যাওয়া উচিত। বাবা (ব্রহ্মা) এইভাবে স্মরণ করে অন্তরে অপার খুশি অনুভব করতেন। অহো! আমি ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হব! তারপর ৮৪ জন্মের পর আবার ব্রহ্মা হব। তারপর বাবা আবার আমাকে বিষ্ণু বানাবেন। অর্ধেক কল্প পরে রাবণ পতিত করে তুলবে। কত চমৎকার এই ড্রামা ! এটাই স্মরণ করে সবসময় উৎফুল্ল থাকি! শিববাবা কত যোগ্য করে তুলছেন। বাঃ ভাগ্য বাঃ! এমনই সব বিচার করে প্রফুল্ল থাকা উচিত। বাঃ! আমি স্বর্গের মালিক হবো! আমি খুব ভালো সার্ভিস করি শুধু এতেই খুশি হওয়া উচিত নয়। প্রথমে স্মরণে থাকার গুপ্ত সার্ভিস করতে থাকো। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে, এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে। অভ্যাস হয়ে গেলে তারপর তোমরা ক্ষণে-ক্ষণেই অশরীরী হয়ে যাবে। আজ বাবা বিশেষ করে এর উপরেই জোর দিচ্ছেন, যে এই অভ্যাস করবে সেই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে আর উচ্চ পদ পাবে। এমনই অবস্থায় বসে-বসেই বাবাকে স্মরণ করতে-করতেই ঘরে চলে যাবে। প্রতিদিন স্মরণের চার্ট বাড়ানো উচিত। দেখা উচিত তমোপ্রধান থেকে কত শতাংশ সতোপ্রধান হতে পেরেছি? কাউকে দুঃখ দিইনা তো ! কোনো দেহধারীর প্রতি বুদ্ধি আটকে নেই তো ! বাবার খবর কতজনকে দিয়েছ? এমন চার্ট রাখলে খুব ভালো উন্নতি হতে থাকবে। আচ্ছা।

দ্বিতীয় মুরলী:-

আজ বাচ্চারা তোমাদের সঙ্কল্প, বিকল্প, নিঃসঙ্কল্প অথবা কর্ম, অকর্ম আর বিকর্মের উপরে বোঝান হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এখানে আছো তোমাদের সঙ্কল্প অবশ্যই চলবে। বিনা সঙ্কল্পে কোনো মানুষ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। এই সঙ্কল্প এখানেও চলবে, সত্যযুগেও চলবে আর অস্ত্রোক্তকালেও চলতে থাকে, কিন্তু জ্ঞানে আসার পর সঙ্কল্প আর সঙ্কল্প থাকে না, কেননা তোমরা তখন পরমাত্মার সেবার কাজে নিমিত্ত হয়েছ, সুতরাং এই যজ্ঞের জন্য যে সঙ্কল্প চলে সেটা সঙ্কল্প নয়, সেটা নিঃসঙ্কল্প হয়ে যায়। এছাড়া অন্যান্য ব্যর্থ যে সঙ্কল্প চলে অর্থাৎ কলিযুগের সংসার, কলিযুগের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের বিষয়ে যে সঙ্কল্প চলে তাকে বলে বিকল্প, যার মাধ্যমে বিকর্ম হয় এবং সেই বিকর্মের জন্য দুঃখ পেতে হয়। যজ্ঞে সেবার জন্য অথবা ঈশ্বরীয় সেবার কাজে যে সঙ্কল্প চলে সেটা নিঃসঙ্কল্প হয়ে যায়। সার্ভিসের জন্য শুদ্ধ সঙ্কল্প চলা উচিত। দেখ, বাবা এখানে বসে আছেন তোমরা বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য। সুতরাং এই সেবা অর্থে মা বাবার সঙ্কল্প অবশ্যই চলবে কিন্তু এই সঙ্কল্পের জন্য কোনো বিকর্ম তৈরি হয় না, কিন্তু যদি কারো বিকারগ্রস্ত সম্পর্কের প্রতি কোনো সঙ্কল্প চলে তবে তার বিকর্ম অবশ্যই তৈরি হবে। বাবা তোমাদের বলেন আত্মীয় পরিজনদের সেবা করো কিন্তু অলৌকিক ঈশ্বরীয় দৃষ্টি দ্বারা সেবা করতে হবে। সেখানে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়া উচিত নয়। অনাসক্ত হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করো। কিন্তু যারা এখানে থেকেও কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না তাদের কখনও বাবার হাত ছেড়ে দেওয়া

উচিত নয়। হাত ধরে থাকলে কিছু না কিছু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। প্রত্যেকেই নিজেকে জানে যে আমার মধ্যে কোনো বিকার আছে! যদি কারোর মধ্যে একটাও বিকার থাকে তবে সে নিশ্চয়ই দেহ-অভিমানী এটাই প্রমাণ হয়, আর যার মধ্যে বিকার থাকবে না সে দেহী-অভিমানী। কারো মধ্যে কোনো বিকার যদি থাকে সে অবশ্যই দন্ড ভোগ করবে আর যে বিকার থেকে মুক্ত হয়ে গেছে তাকে দন্ড ভোগ করতে হবে না। যেমন দেখ কিছু-কিছু বাচ্চা আছে যার মধ্যে না কাম বাসনা আছে, না ক্রোধ আছে, না লোভ আছে, না মোহ আছে সে খুব ভালো সার্ভিস করতে পারে। তার এখন জ্ঞান বিজ্ঞানময় অবস্থা, তাকে তোমরা সবাই ভোট দেবে। যেমন আমি জানি ঠিক তেমনই তোমরাও জানো যে ভালোকে সবাই ভালো ভোটই দেবে। এখন এটাই নিশ্চয় করতে হবে যার মধ্যে বিকার আছে সে সার্ভিস করতে পারবে না। যে বিকার থেকে মুক্ত সেই সার্ভিস করে অন্যদেরও নিজের সমান তৈরি করতে পারবে সেইজন্য নিজের প্রতি খুব সতর্ক হতে হবে। বিকারকে সম্পূর্ণ রূপে জয় করতে হবে। বিকল্পকেও পূর্ণ রূপে জয় করতে হবে। ঈশ্বরীয় সেবার কাজে যে সঙ্কল্প চলবে তাকে নিঃসঙ্কল্প রাখা হবে।

বাস্তবে নিঃসঙ্কল্প তাকেই বলা হয় যে সঙ্কল্প চলবেই না, দুঃখ সুখ থেকে ডিট্যাচ অবস্থা হয়ে যাবে। সেটাও অস্তিমে যখন তোমরা হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে চলে যাও। সেখানে দুঃখ সুখ থেকে পৃথক অবস্থায় থাকো তখন কোনো সঙ্কল্প চলে না। ঐ সময় কর্ম অকর্ম দুই থেকেই অনেক উর্ধ্ব অকর্ম অবস্থায় থাকো। এখানে তোমাদের সঙ্কল্প অবশ্যই চলবে কেননা তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শুদ্ধ করে তোলার কাজে নিমিত্ত হয়েছ। সুতরাং সেইজন্য তোমাদের শুদ্ধ সঙ্কল্প অবশ্যই চলবে। সত্যযুগে শুদ্ধ সঙ্কল্প চলে কিন্তু সেই সঙ্কল্প সঙ্কল্প থাকে না, কর্ম করতেও, কর্ম বন্ধন তৈরি হয় না, তাকে অকর্ম বলা হয়। বুঝতে পেরেছ। এখন এই কর্ম, অকর্ম আর বিকর্মের গতি সম্পর্কে বাবাই বুঝিয়ে থাকেন। বিকর্ম থেকে ছাড়িয়ে আনেন একমাত্র বাবা যিনি এই সঙ্গমে এসে তোমাদের পড়াচ্ছেন সেইজন্যই বাচ্চারা নিজের প্রতি খুব সাবধান হও। নিজের হিসেব-নিকেশকেও দেখতে থাকো। তোমরা এখানে এসেছ হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে। এমনটা তো নয় যে এখানে এসেছ হিসাব-পত্র তৈরি করতে যাতে দন্ড ভোগ করতে হয়! গর্ভজেলের সাজা কিছু কম নয়। এইজন্য খুব পুরুষার্ত করতে হবে। এই গল্ভব্য (মঞ্জিল) খুব কঠিন সেইজন্যই সাবধানে চলা উচিত। বিকল্পের উপরেও অবশ্যই জয়ী হতে হবে। এখন তোমরা কতখানি বিকল্পকে জয় করতে পেরেছ, কতটা এই নিঃসঙ্কল্প অর্থাৎ দুঃখ সুখ থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখতে সক্ষম হয়েছ, সেটা তোমরা নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারবে। যে নিজেকে বুঝতে পারবে না বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে কেননা তোমরা এখন ওঁনার উত্তরাধিকারী হয়েছ সুতরাং তিনি বলতে পারবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অমৃতবেলায় উঠে বাবার সাথে মিষ্টি-মিষ্টি বার্তালাপ করতে হবে, আহার করার সময়, কাজকর্ম করার সময় বাবার স্মরণে থাকতে হবে, দেহের সম্পর্ক ভুলে গিয়ে আত্মারা সবাই ভাই-ভাই, এই দৃষ্টি পাক্সা করতে হবে।

২) বিকল্পের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে দুঃখ সুখ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা (ডিট্যাচ) নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় থাকতে হবে। বিধিসম্মতভাবে সমস্ত বিকারকে আহতি দিয়ে যোগযুক্ত অবস্থা তৈরী করতে হবে।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ সংস্কারের আধারে ভবিষ্যতের সংস্কার নির্মাণকারী ধারণা স্বরূপ ভব এখনকার শ্রেষ্ঠ সংস্কার অনুযায়ী ভবিষ্যতের সংসার হবে। এক রাজ্য, এক ধর্মের সংস্কারই ভবিষ্যৎ সংসারের ফাউন্ডেশন। স্বরাজ্যের ধর্ম বা ধারণা হলো - মন-বানী-কর্ম, সম্বন্ধ-সম্পর্ক সবকিছুর মধ্যেই পবিত্রতা। সঙ্কল্প বা স্বপ্নেও যেন অপবিত্রতা অর্থাৎ দ্বিতীয় ধর্ম যেন না আসে। যেখানে পবিত্রতা আছে সেখানে অপবিত্রতা অর্থাৎ ব্যর্থ বা বিকল্পের নামটুকু পর্যন্তও থাকে না, তাকেই ধারণা স্বরূপ বলা হয়।

স্নোগানঃ:- দূঢ়তার শক্তি কড়া সংস্কারকেও মোমের মত গলিয়ে দেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;